কাঙ্গাল-ফিকিরচাঁদ ফকিরের

বাউল সংগীত।

ও

হরিনাম সংকীর্ত্তন, কৃষ্ণলীলা, রামলীলা, গোষ্ঠলীলা,
শ্যামাসংগীত, ষটচক্রতত্ত্ব সংগীত, ব্রহ্মসংগীত,
কাঙ্গাল ও আগমনী সংগীত।

শ্রীসতীশচন্দ্র মজুমদার প্রকাশক।

কুমারখালী মথুরানাথ প্রেসে
শ্রীকুঞ্জলাল দাস দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩১০ সাল, মাঘ।

মূল্য ॥৵০ আনা।

সূচীপত্র।

আগমনী ।

———:০:———

কাঙ্গাল-ফিকিরচাঁদের

বাউল সঙ্গীত।

আত্ম-বোধ।

বাউলের সুর। তাল—খেমটা।

ভাব মন দিবানিশি, অবিনাশি,
সত্যপথের সেই ভাবনা।

১। যে পথে চোর ডাকাতে, কোন মতে, ছোবে না রে সোনাদানা ; সেই পথে মন সাধে, চল রে পাগল, ছাড় ছাড় রে ছলনা।

২। সংসারের বাঁকা পথে, দিনে রেতে, চোর ডাকাতে দেয় যাতনা ; দেখ্ আবার ছয়টী চোরে, ঘুরে ফিরে, নেয় রে কেড়ে সব সাধনা।

৩। কখন ঝড় বাতাসে, উড়ে এসে, জুড়ে বসে ঘোর ভাবনা ; পরাণে সয় এত কি, ঘোর পাতকী, সহে যেন যম যাতনা।

শী। ফিকিরচাঁদ ফকীর কয় তাই, কি কর ভাই, মিছা-মিছি পর ভাবনা; চল যাই সত্যপথে, কোন মতে, এ যাতনা আর রবে না॥ (ও ভোলামন)॥ ১ ॥

ঐ সুর। তাল—ঐ।

ভাবিদিন কি ভয়ঙ্কর, ভেবে একবার দেখ্ রে আমার মন পামরা।

১। আত্মীয় ডাক্তার বদ্দি নিরবধি, ঔষধ আদি দেবে তারা; যখন তোর হাত ধরিতে তর্জ্জনিতে, না করিবে নড়াচড়া।

২। যখন তোর সবশ অঙ্গ, অবশ হ'য়ে, পড়ে রবে ধ'রে ধরা; যখন তোর আত্মলোকে, ডেকে ডুকে, না পাইবে কথার সাড়া।

৩। যে গলার মধুর স্বরে, জগতে রে মাতাস্ ওরে "ঘাটে পড়া;" তখন তোর সেই স্বরেতে, রব করিবে, থেকে থেকে ঘড়াৎঘড়া।

৪। তাই বলি যাই দেখি চল, সত্যপথে নিত্য নগরেতে মোরা; শুনেছি সেই ধামেতে, এইরূপেতে, মরে নারে মানুষ যারা॥ (ও ভোলামন)॥ ২ ॥

ঐ সুর। তাল—ঐ।

দেখ্ দেখি ভেবে ভবে, কেবা রবে,
যে দিনে সে তলব দেবে।

১। কোথা তোর রবে বাড়ী, টাকা কড়ি, জুড়ি গাড়ি কে হাঁকাবে; বল্ দেখি চেন্ ঝুলান, ঘড়ি তোমার সেই দিনেতে কে পরিবে।

২। কোথা তোর রবে মালা, কোপনী ঝোলা, যে দিনে তোমায় বাঁধিবে; তার কাছে ছাপাবার জো নাই রে যাদু, ছাপা দিয়ে যে ছাপাবে।

৩। ফিকিরচাঁদ ফকীর কয়, তা হবার নয়, ঘুস দিয়ে কাজ হাসিল হবে; বিপদে তর্‌বি যদি, নিরবধি, সেবি'গে চল সত্যদেবে॥ (ও ভোলা মন) ॥ ৩ ॥

—৪—

আত্ম-শিক্ষা।

ঐ সুর। তাল—ঐ।

ভোলা মন কি করিতে কি করিলি, সুধা বলে গরল খেলি।

১। সংসারে সোণার খনি পরশমণি, রতনমণি না চিনিলি; কি বলে অবহেলে, সোণা ফেলে, আঁচলে কাঁচ বেঁধে নিলি।

২। আসিয়ে ভবের হাটে, বেড়াস ছুটে, লোভের ঘুটে তুই কেবলি; না বুঝে তেতো মিঠে, ঘুঁটে ঘুঁটে, ভেবে মিঠে গিঠে নিলি।

৩। না বুঝে ভাল মন্দ, এমনি ধন্দ, সাপের ফন্দ গলায় দিলি; পাশরি পরমার্থ পুরুষত্ব, তুচ্ছ প্রেমে মজে রলি।

৪। ফিকিরচাঁদ ফকির বলে, গেলি ভুলে, যা করিতে ভবে এলি; এ জগৎ চিন্তামণি, আছেন যিনি, তাঁয় না চিনে মাটী হলি॥ (ও ভোলামন)॥ ৪॥

ঐ সুর। তাল—ঐ।

আছে কি কোন ঠিক তার, কখন তোমার, নথি উঠে পেস্ হইবে।

১। কিবা রাত কি সকালে, সাঁজ বিকালে, যে কালে সে মন করিবে; তখনি নথি ধ'রে, অবোধ তোরে, জব দিতে রে তলব দেবে।

২। সে তলব চিঠি লয়ে, হুকুম পেয়ে, যখন ধেয়ে দূত আসিবে; তখন্ তোর আত্ম স্বজন, স্ত্রী পরিজন করে যতন কে ঠেকাবে।

৩। যখন সেই আদালতে জজের হাতে, অবোধ রে তোর বিচার হবে; তখন তোর স্বপক্ষেতে, সাক্ষী দিতে, ঝু'ট কথা কে বলিবে?

৪। যাদের তুই ভেবে আপন্, করিস্ যতন, তারা আপন না হইবে; দেখিস্ তোর বিপক্ষেতে, ছয় সাক্ষীতে তাঁর সাক্ষাতে সাক্ষী দেবে।

৫। যাদের তুই হেলা করিস, দেখ্‌তে নারিস্, দেখিস্ রে বিষ শত্রু ভেবে; হয় ত তার কেহ যেয়ে, তোমার হ'য়ে ঝুট কথা তাঁয় বলিবে।

৬। ফিকিরচাঁদ বলে তোরে, তৈয়ার হ' রে, কি ব'লে জব তখন দেবে; হ'লে জব খেচা নেচা, সাক্ষী কাঁচা, পেয়ে সাজা ম্যাদে যাবে॥ (ও ভোলামন)॥১॥

তাল—খেমটা।

সেই দিনে তুই কি করিবি রে,
ওরে, মন, বল শুনি তাই আমারে।

১। যে দিন এসে শমনের চরে, তোর, বসে শিরে, কেশে ধরে, টান্‌বে রে জোরে; (ভোলা মন) তখন বন্ধুগণে, দেখে শুনে থোবে এনে বাহিরে।

২। ওরে, বাতাসে প্রাণ বাতাস মিশিলে, যাদের ভেবে আপন করিস্ যতন, তারাই সকলে; (ভোলা মন) দিয়ে কল্‌সী কাচা, বাঁশের মাচা, বিদায় দেবে তোরে রে।

৩। ওরে মাটীর শরীর, হ'লে রে মাটী, কোথায় পড়ে রবে তোমার, এ সব ঘরবাটী; (ভোলামন) এত কর্‌-ছিস্ যতন, যে ধনে মন, সে ধন তোর না হবে রে।

৪। ফকীর ফিকিরচাঁদ কয়, ভয় পেয়েরে মন, সদর হ'তে খাড়া তলব, আস্‌বে রে যখন; (ভোলামন) ভেবে দেখ রে তাই, কি ব'লে ভাই, তখন নিকাশ দিবি রে॥ ৬॥

প্রথম গানের সুর। তাল—খেমটা।

ওরে মন! সদাই পরে, কি শিখাও রে, নিজে কেন তা শেখ না?

১। তুমি যে বড় গুণী, তাও তো জানি, আপনার ওজন বোঝ না; কেবল অবিদ্যা ঘোরে, বেড়াও ঘুরে, বিদ্যা ধনে চিনিলে না।

২। বুঝাচ্ছ পরকে লয়ে, কত কয়ে, দেখাইয়ে গুণীপনা; কোন বুঝ নাই রে তোমার, কিসে আপনার, ভাল হবে তাও বুঝ না।

৩। ভাবিছ আপনার মত, জ্ঞানী এত, জগতে নাই
কোন জনা; দেখা যায় জ্ঞানে যারে হৃদ্ মাঝারে,
তার তত্ত্ব কিছু জান না।

৪। অবিদ্যা অজ্ঞানে মন, ভুলে এখন, আপনার গুণ
রটাও না; ফিকিরচাঁদ কেঁদে বলে, দীন দয়ালে
প্রেম করিতে শিখে নেনা ॥ ৭ ॥

ঐ সুর। তাল—ঐ।

কার্ হিসাব লিখ্ছিস্ বোসে, মনের খোষে,
আপ্নার কায মুল্তুবি রেখে।

১। ওরে তোর চুল পেকেছে, দাঁত পড়েছে, পরের
চোকে দেখ্ছিস চোখে; তবু তুই পরের বেঠিক
কর্ছিস রে ঠিক, আপনার বেঠিক ঠিক না দেখে।
(ও ভোলামন)

২। লিখ্ছিস পরের বাকী জায়, আপনার দিন যায়,
তোর ঠিকানা নাই সে দিকে; পাগলেও আপনার
ভাল, বোঝে ভাল, আপনার ভাল না বোঝে কে।

৩। শুনেছি লোকে শিখে, লোকে দেখে, হাবা লোকে
ঠেকে শিখে; নিকেশে ঠেক্বি যে দিন, বুঝ্বি সে
দিন, সোর্বে না তোর বাক্য মুখে।

৪। ফিকিরচাঁদ, ফকীর বলে খেদে, দিন থাকিতে, আপনার হিসাব নে রে দেখে; যদি রে থাকে বেঠিক, কর তা ঠিক; তবেই নিকাশ দিবি সুখে।৮।

——):৪:(——

ষষ্ঠ গানের সুর। তাল খেমটা।

কতকাল আর ঘুমাবে বল।

ওরে মন জেগে দেখ দিন গেল;

ওরে দিন ফুরাল, সন্ধ্যা হ'ল অন্ধকারে ঢাকিল।

১। পর দালানে কপাট দিয়েছ, ওরে আপনার ঘর যে খোলা আছে, তা না দেখিছ; (ভোলা মন) কত বদ্‌মাইসে, মনের খোষে, তোর ঘরে যে ঢুকিল।

২। দেখে তোর ঘুমের ঘোর ভারি, কত চোর ডাকাতে ঘরে ঢুকে ক'রেরে চুরি; (ভোলা মন) যত ছিল রতন, সোণার ভূষণ, মনের মত হরিল।

৩। ফিকিরচাঁদ ফকীর কয় তোমার, ওরে জেগে জুগে ব'সে থাক, হ'য়ে হুঁসিয়ার; (ভোলা মন) কেবল জ্ঞান হাতিয়ার, সকল চোরার, দমন ক'রার কৌশল॥৯॥

——

ঐ সুর। তাল—ঐ।

বসিয়ে মন বিচার আসনে, করিছ পরের বিচার খোস মনে।

১। কোন মতে পরের দোষ পেলে, আইন ধ'রে, বিচার ক'রে, দিচ্ছ তায় জেলে; (ভোলা মন) নিজে কত দোষে, হ'চ্ছ দোষী, দেখ না তা নয়নে।

২। তোমার কাছে চোর ধ'রে দিলে, তারে কত মতে দিচ্ছ সাজা আইনের বলে; (ভোলা মন) কিন্তু দেখ্‌ছ নারে, তোমার ঘরে, চুরি করে ছয় জনে।

৩। ফিকিরচাঁদ কয় পড়ে ফাঁপরে, আমি আপন জ্বালায় জ্বলে মরি, দোষ দিব কারে; (ভোলা মন) এখন দীন-দয়ালের, দয়া বিনে, কোন উপায় দখিনে ॥ ১০ ॥

প্রথম গানের সুর। তাল—ঐ।

ত্যজিয়ে আসল যে ধন, কেন রে মন সুদের কারণ টানাটানি।

১। আসলে ত্যজ্য করে, সুদকে ধরে, বড় মুর্খ সেই ত জানি; সুদকে ত্যজ্য কর, আসল ধর, থাকিবে ঠিক মহাজনী।

২। জান না আসল হ'তে, এ জগতে, যত সুদের আমদানী; তবে কেন আসল ত্যজে সুদকে ভজে, বেড়াও করিয়ে পাগলামী।

৩। গোপনে সযতনে, আসল ধনে, রাখে যে সেই আসল ধনী; আসলে সুদের কড়ি, ডা'ল খিচুড়ী, মিশালে হয়, বলে জ্ঞানী।

৪। সাগ্‌রেত ফিকিরচাঁদ বলে, আসল পেলে, ভব জ্বালা ঘোচে জানি; আমি সেই আসল ধনে, নাহি চিনে, করিতে যাই মহাজনী ॥(ও ভোলামন) ॥১১॥

—:*:—

ঐ সুর। তাল—ঐ।

ওরে মন কি বলিয়ে, ভবে এলে, কি করিতে কি করিলে।

১। পেয়ে এই সংসার অর্থ, পরমতত্ত্ব, পরমার্থ পাসরিলে; এই সংসার সোহাগার সোহাগাতে, সোণা হ'য়ে গলে গেলে।

২। নানারূপ বিদ্যা শিখে, পেলে ব'কে, চোখে মায়া-ঠুলী দিলে; এখন বলদের মত অবিরত, ঘুরে বেড়াও গাছ-জোঙ্গালে।

৩। তুমি যে পুরুষ রতন, হ'য়ে রে মন, স্বাধীনতা ধন খোয়ালে; অবিদ্যা নেশার ঘোরে, ইচ্ছা ক'রে, মায়াবেড়ী পায়ে দিলে।

৪। কাঙ্গাল কয়, মাটির দেহ মাটি হবে, মন তুমি তা না ভাবিলে; যদি রে মাটি হবে, আগে তবে, কেন না মন্ মাটি হ'লে॥ ১২ ॥

—o—

তাল—একতালা।

তোর মত মন্ বেহায়া ত আর দেখিনে। বুঝাইলেও তুই বুঝ মানিস্ নে।

১। মাচে সংসারের লোকে, বিদ্যার আলোকে, জ্ঞানের পুলকে ধনে জনে; তুই, অবিদ্যা আঁধারে, (ভোলামন রে) অজ্ঞানের ঘোরে, নেচে বেড়াস্ সদা বোঁচা কানে। (এই ভবের মাঝে)

২। তোর ঘরের মাথা নেড়া, ফুটো সকল বেড়া, তবু মেজাজ টেরা তুই ছাড়িস্ নে; তোর বাহিরের দর্শন, (ভোলামন রে) কোঁচার পত্তন, ছুঁচো করে কীর্ত্তন নিশি দিনে। (ও তোর ঘরের ভিতর)

৩। ওরে কাঙ্গাল কয় এখন, মনের ভাব গোপন, যে করে সে চতুর্ এ ভুবনে; যে জন মনের কথা কয়, (ভোলামন রে) সে ত পাগল হয়, যা বলেছি এখন আর বলি নে॥ (আমারি মনের কথা) ॥ ১৩

———

প্রথম গানের সুর। তাল—খেমটা।

ওরে মোর মন্ ভ্রমরা, শেষ কি করা, আগে কেন না ভাবিলে।

১। তুমি জ্ঞানপদ্ম ফেলে, উড়ে এলে, বস্‌লে সংসার কেওয়া ফুলে; লেগে বিষয়ের ধূলি, অন্ধ হ'লি, কেটে মর করাত-জালে।

২। এ সংসার কেয়ার করাত, শাকের করাত, আগে ডানা কেটে ফেলে; শেষে যেতেও কাটে, আস্‌তেও কাটে, দাঁত বাধিয়ে বক্ষঃস্থলে।

২। জ্ঞান কমল নয় যে শুধু, ভক্তি মধু, আছে রে তার দলে দলে; যদি তা কর্‌তে রে পান, জুড়াত প্রাণ, ত্রাণ পেতে রে পরকালে।

৩। কাঙ্গাল কয় ভ্রমর হ'য়ে, জ্ঞান হারায়ে, না চিনিলাম নিত্য ফুলে; তাইতে ফুলে ফুলে, ভ্রমণ করি, ভুলে মরি কর্ম্মফলে॥ ১৪॥

তাল—একতালা।

মন রে প্রতিক্ষণে হচ্ছে আয়ুঃক্ষয়;
বুঝালে যে বুঝ মান না, তাইতে বড় দুঃখ হয়।

১। মাতৃগর্ভে হেট মুণ্ডে ছিলি, পরে শিশুকালে ধূলা খেলে কাল কাটাইলি; লয়ে খেলার সাথী দিবা-রাতি রে; তুই কাটাইলি বাল্য সময়। (ও রে)

২। বিদ্যালয়ে যৌবন কাটালি, পরে ছেলের বাবা হ'য়ে হাবা, ঘরে বসিলি; এখন "নাও মুড়ি দিয়ে লাঙ্গল বওনা রে;" এখন নাইরে আর তোর সে সময়।

৩। ফিকিরচাঁদ কয় মনরে তোমাকে, তুমি পরের আলোক দিচ্ছ, নিজে আধারে থেকে; তুমি নিজে যে প্রদীপের গাছা রে; কিসে দেখবে নিত্য জ্যোতির্ম্ময়॥ (ও রে)॥ ১৫॥

তাল—খেমটা।

বল কে চিনিবে আর, মন্ রে তোমার, মনের মাঝে রোগের হাঁড়ি। চিনিবে কার সাধ্য. ডাক্তার বৈদ্য, হদ্দ হ'ল টিপে নাড়ী।

১। তুমি যে সাধুর গান গাও, জগৎ মাতাও, উপদেশ দেও নেড়ে দাড়ি; তোমার, আপন বেলায় মহা-প্রসাদ, পরের বেলায় ভাতের কাঁড়ি।

২। তুমি এই রোগের জ্বালায়, জ্বলছ সদায়, দেখে

লোকের টাকা কড়ি; তোমার এ জ্বরবিকারে, বৈদ্য ঘোরে, ভেবে মরে কি দেবে বড়ি।

৩। কাঙ্গাল কয় হও রে দৃঢ়, ছাড় ছাড়, কুপথ্য মিথ্যা ছলচাতুরী; এ রোগের জ্বালা যাবে, প্রাণ জুড়াবে, খাও রে হরিনামের বড়ি॥ ১৬॥

—:*:—

প্রথম গানের ন্যায় সুর। তাল—ঐ।

মন্ না হ'লে সোজা, ফকীর সাজা, কেবল রে তার্ বিড়ম্বনা।

১। ফকীরের সজ্জা ধরে, নৃত্য ক'রে, কর্‌ছ ধর্ম্মের আলোচনা; তুমি যে আপন কাজে, বেঠিক নিজে, পরকে কি বোঝাও বল না।

২। তুমি যে কত গান গাও পর্‌কে বুঝাও, নিজে কেন তা বোঝ না; নিজে না বুঝলে পরে, অন্য পরে, বুঝবে কেন তা ভাবনা।

৩। কাঙ্গাল কয় যুক্তি ধর, ভাল কর, ভাল হও রে সর্ব্বজনা। নিজে না হ'লে ভাল, পর্‌কে ভাল, কর্‌বে ভাল, তা হবে না॥ ১৭॥

ঐ সুর। তাল—ঐ।

কার চোখে দিচ্ছ ধূলি, চতুরালি, কোরে রে মন্ তাই বল না।

১। সে যে হয় জগৎকর্ত্তা, বিচারকর্ত্তা, অন্তর্যামী তা জান না ; সে যে তোর হৃদে জাগে, মনের্ আগে, দেখে রে সে সব্ ঘটনা।

২। সে যে হয় মনেরই মন, যার যেমন মন্, সকলি তাঁর আছে জানা ; ওরে যার্ মন্ নয় সোজা, আঁখি বোঁজা, কেবল রে তার্ বিড়ম্বনা।

৩। তুমি এই ভবে এসে, লোভের বশে, যখন্ কর যে ছলনা ; সেত রে সব দেখেছে, তার্ কাছে রে, ছাপালে ছাপা থাকে না।

৪। আলোক আর আঁধারে স্থান, দেখে সমান, সে ত নয় রে ড্যারাকানা ; তার চোখে ধূলা দিয়ে, ছাপাইয়ে, যাবে সেরে তা হবে না।

৫। কাঙ্গাল কয় যা ভেবেছি, যা ক'রেছি, সব জেনেছে সেই একজনা ; ভেবে আর নাই রে উপায়, সব অনুপায়, দয়াময়ের দয়া বিনা॥ ১৮॥

তাল—খেমটা।

কার্ চোখে ধূলা দিবি, বল আমার কাছে।
যে জন জগৎকর্ত্তা, বিচারকর্ত্তা, সে আছে তোর হৃদয় মাঝে।

১। আঁধারে আলোকে মন, তুমি যে কায ক'রেছ যখন; সকল দেখেছে সে জন, তার কাছে কি ছাপা আছে।

২। মনে যা ক'রেছ রে মন, হৃদে ব'সে দেখে সে জন; সে যে তোর্ মনের মন্, মন রে তোর্ মন বোঝে।

৩। কাঙ্গাল বলে মন যার্ বাঁকা, মিছে তার চোক্ বুঁজে থাকা, ঝোলা মালা ছাপা মাথা, ঘি ঢালা হয় ভস্মের মাঝে ॥ ১৯ ॥

প্রথম গানের ন্যায় সুর। তাল—খেমটা।

ম'জে তুই হরিনামে, মাতি প্রেমে, কেন না মন সং সাজিলি।

১। মন রে সংসারে এসে, হেসে হেসে, আগে কেশে কালী দিলি; ওরে মন্ বয়সদোষে, রসে রসে, অবশেষে চুন মাখিলি।

২। হরিনামে সাজ্‌লে রে সং, ফির্‌না ঢং, থাক্‌ত এক রং চিরকালই; এখন তোর্ কতক্ রাঙ্গা, কতক্ পাঙ্গা, ঠিক্ যেন মাচরাঙ্গা হ'লি।

৩। যাবি তুই লেংঠা হ'য়ে, লজ্জা খেয়ে, লেংঠা হ'য়ে যেমন্ এলি; ওরে তোর্ কোপ্‌নী কোঁচা, জামা মোজা, ঘোলে গোঁজা হয় সকলি।

৪। কাঙ্গাল কয় প্রেমভরে, সং সাজ রে, গান কর রে বাহু তুলি; যাদের নাই হরিভজন, সত্য কথন, তারাই রে সং হয় কেবলি ॥ ২০ ॥

—৪—

ঐ সুর। তাল—ঐ।

কারে তুই দেখে রে সং, বল্ দেখি মন, হাসিস্ এমন হা হা কোরে।

১। সংসারের প্রথমেই সং, ভেবে দেখ্ মন, সংসারে সং ছাড়া নাই রে; কেহ বা সংসার ত্যজে, সং সাজে রে, সংসারে কেউ সং সাজে রে।

২। ভূমিষ্ঠ হ'লি যখন, তখনি সং সাজিলি মন্ ভেবে দেখ্ রে; করিলি কত খেলা, শিশু বেলা, মেখে ধূলা সব শরীরে ॥

৩। যৌবনে ঘোর সংসারি, মায়া বেড়ি, পায়ে পরি, বেড়াস্ ঘুরে; আবার তোর একি সাজা, পরের বোঝা, বোস্ রে সদা লয়ে শিরে ॥

৪। ভেবে দেখ্ অতি তুচ্ছ, পর কুচ্ছ, মল আছে তোর্ মুখেতে রে; কলঙ্ক কালী তোমার, গালে আবার, দেখ একবার আয়না ধ'রে ॥

৫। শেষের দিন্ আসবে যখন, বাঁধবে শমন, তখন

আত্ম স্বজনে রে ; মাচাতে বেঁধে লয়ে, কল্সী দিয়ে সং সাজিয়ে দেবে তোরে ॥

৩। ফিকিরচাঁদ ফকীর ভনে, জ্ঞান সাবানে, মন্ তোর ময়লা ছাপাই কর রে ; তবে তুই বুঝবি রে সার, সর্ব্বত্র যার, সমান দৃষ্টি মানুষ সে রে ॥ ২১ ॥

ঐ সুর। তাল—ঐ।

দিন্ ত ফুরায়ে গেল, সে দিন্ এল, উপায় কি রে হবে এখন।

১। সেই মাতৃগর্ভ হ'তে তোর পশ্চাতে, ফিরিতেছে যে কাল শমন ; সেত রে কাল পাইয়ে, পাছ ছাড়িয়ে, সম্মুখে দিল দরশন ॥

(পরমায়ু শেষ দেখিয়ে)

২। ওরে জীব! তাই যে সুধাই, ও কার্ দোহাই, দিবি কাল করিতে বারণ ; শমন তোর্ পদ পদার্থ, ধন অর্থ, কোন কথা ক'র্‌বে না শ্রবণ ॥

(জাতি কুল বিদ্যা যশের)

৩। হরির চরণ নির্ম্মাল্য, নাই তার তুল্য, শমন করিতে দমন ; ফিকির কয় সেই অমূল্য, সুনির্ম্মাল্য, মাল্য কণ্ঠে কর ধারণ ॥ (নইলে শমন ভয় যাবে না)

৪। কাঙ্গাল কয় রে নির্ম্মাল্য, ছেড়ে মাল্য, অন্য মালা পরে যে জন; সে মালা শ্মশানতলে, ছিঁড়ে ফেলে, তাতে হয় না শমন দমন। (নির্ম্মাল্য মাল্য বিনে)॥

—o—

২২

ত্রয়োদশ গানের ন্যায় সুর। তাল—একতালা।

তোর্ মত মন এমন হাবা আর দেখিনে; ঘোলের ঘোলায় পড়ে ঘি খেলি নে।

১। ও তুই ভূতের বেগার খেটে, মলি রে কেন চেটে, তেতো মিঠে কিছু বুঝিলি নে; ভাল আখের গুড় পেয়ে, রলি রে মাত খেয়ে, ভিয়ান ক'রে তার স্বাদ নিলি নে॥

২। যে জন তোমায় ফাকি দিয়ে, রাখে ভুলাইয়ে, ভালবাস তায় সযতনে; তুমি চিনিতে পার না, রূপা তামা সোণা, ভুলে গিয়ে পাগল হ'লি কেনে॥

৩। যে তোর্ একদিনের্ তরে উপকার করে; তার গুণ গাস্ তুই বদনে; যে তোর চিরকাল ভ'রে, রত উপকারে, একদিন্ তার গুণ্ গেলি নে॥

৪। যে তোরে ভালবাসে এত, পিতামাতার মত, স্নেহ করে সদা সর্ব্বক্ষণে; যে তোর মশানে ভবনে রাখে সর্ব্বস্থানে, তারে কেন তুই ভালবাসিস্ নে॥

৫। ফকীর ফিকিরচাঁদ বলে, খুঁজে ধরাতলে এমন বন্ধু তুই আর পাবি নে; দিয়ে মন প্রাণ তাঁরে, তোর সমাদরে, সদা তাঁর গুণ গাও বদনে॥ ২৩॥

—— ০ ——

ঐ সুর। তাল—ঐ।

ব্যব্সা ক'রে ফেল্ হ'লি মন ভেল চালায়ে; কর্লি অযশ ঘোলে গোঁজা দিয়ে।

১। আগে ভাল চা'ল দেখালি, ক'রে চতুরালি, মিশালি তায় গুমো কাঁড়ি দিয়ে; এখন চলে না আর চাল্ (ভোলামন রে) ভেঙ্গে গেল পা'ল্ ক্রমে এল রে বন্ধ হয়ে॥ (চা'লের কাঁটা)

২। ভবের বাজারে আসিয়ে ব্যাপারে, গেলি পুঁজি পাটা সব খোয়ায়ে; এবার ব্যাপার হ'লো ভাল, আসল টাকা গেল, কুযশঃ রহিল দেশ জুড়িয়ে॥

(লাভে হ'তে)

৩। কাঙ্গাল বলিছে এখন, এই কি কর্লি মন্ এমন স্বাধীন ব্যবসা পেয়ে; তুই কপটতা কালী, (ভোলা মন রে) বদনে মাখালি, মুখ্ দেখাবি দেশে গিয়ে॥

(কেমন ক'রে) ২৪

প্রথম গানের ন্যায় সুর। তাল—খেমটা।

দিনে দিন যাচ্ছে চলে রে বিফলে, মন্ তুমি চেতন হোলে না।

১। জন্মিয়ে মানবকুলে, কি করিলে, ভেবে একবার তা দেখ্‌লে না; জীবনের আছে যে দায়, ভুলে রে তায়, থাক্‌লে ত আর সে ছাড়বে না॥

২। পশু আর পাখী যত, তারাও রে ত, আপন্ আপন্ কায ভোলে না; তুমি মন্ হয়ে মানুষ, হোলে বেহুঁস, বারেক্ সে হুঁস হোল না॥

৩। কুমারের চাকের মত, ঘুরিছে ত, সুখ আর দুঃখ তা দেখ না; সুখের পর দুঃখের ভার, মন্ রে তোমার, বইতে হবে তা জান না॥

৪। ভবে ঘুমায়ে এলে, ঘুমেই র'লে, দীন বলে আর ঘুমাও না; সুধু মন নয় রে এ পার, আছে ও পার, সে পারাবার পার পাবে না॥ ২৫॥

ষষ্ঠ গানের ন্যায় সুর। তাল খেমটা।

মন্ তোমার এ ভুল্ গেল না হায়; কত আঁধারে তেল দিবি পায়।

১। মোহের ধাঁধায় প'ড়ে আঁধার দেখিছ, তাই দুপুরে

বেলায় বাতি জ্বেলে, সে পথ খুঁজিছ; (ভোলামন)
আছে সূর্য্যের আলো চিরকাল, বাতি জ্বাল আবার
তায়॥

২। হাওয়া বচ্ছে সদাই আকাশে, তাপিত্ প্রাণ
জুড়াচ্ছে আবার মলয় বাতাসে; (ভোলামন)
থাক্‌তে এমন বাতাস্, হোচ্ছ হতাশ, দিচ্ছ বাতাস
তালপাখায়॥

৩। চলে বাতাসের প্রাণ বাতাসের ভরে, বাতাস্ না
থাকিলে, সে কি থাকিতে পারে; (ভোলামন)
না থাক্‌লে বাৎ, হয় কুপোকাৎ, অমনি জগৎ প্রাণ
হারায়।

৪। কাঙ্গাল বলে, যে জন বাতাসের বাতাস, তাঁরে
হৃদে রেখে কেন হোতেছ হতাশ; (ভোলামন)
তাঁরে না চিনিলি, না ডাকিলি, ভুলে র'লি রে
মায়ায়॥ ২৬॥

প্রথম গানের ন্যায় সুর। তাল—খেমটা।

হৃদে ক'রেছ গগন, ও পামর মন্! চিরদিন্ তোর্
এমনিই যাবে।

১। ভুলেছ শেষের কথা, আপন মাথা, আপ্‌নি তখন

ভাঙ্গিবে ; আজকাল্ বলে মন, গেল জনম, এর পরে পস্তাতে হবে।

২। আপনার্ সূত্রজালে, আপনায় ফেলে, মাকড়সার ন্যায় প্রাণ হারাবে ; যার্ আছে প্রথমে সুখ, তার্ শেষে দুঃখ, দেখ নাই কি দিনেক্ ভেবে।

৩। পারত্রিক্ হিতের কথায়, মাথা ব্যথায়, সে মাথা কবে সারিবে ; চুরি কর যার্ তরে, সেই তোমারে চোর্ ব'লে বাঁধিয়ে দেবে।

৪। ফিকিরের সাধ্য নাই আর, অকূল পাথার, ফিকিরে সাঁত্রায়ে যাবে ; তাই বলি ও দয়াময়! সেই অসময়, নামের গুণ কিছু জানাবে ॥ ২৭ ॥

ষষ্ঠ গানের ন্যায় সুর। তাল—ঐ।

দোকানি ভাই দোকান সার না, কত কর্‌বি আর বেচা কেনা।

১। দোকানের সব্ মাল মস্‌লা, চোর্ ছ'জন নিল ; (দোকানি) তোর্ ঘরের মাঝে, সিঁদ কেটেছে, তাও কি একবার দেখ না।

২। পরের, ঠকাতে গে' নিজে ঠকিলি, যা ছিল তোর আসল টাকা সকল খোয়ালি ; (দোকানি) তোর মহাজনের, কি করিবি, তাগাদার দিন বল না।

৩। ফিকিরচাঁদ কয় ফিকিরের কথা, এখন, মহাজনের শরণ লয়ে জানাও গে' ব্যথা; (দোকানি) তিনি বড় দয়াল, (তাঁর মত আর দয়াল নাই রে) শুন্‌লে আওহাল, তোরে নিদয় হবেন না॥ ২৮॥

প্রথম গানের ঠাট সুর। তাল—ঐ।

স্বদেশে যেতে হবে, এ বিদেশে, চিরদিন ত কেউ রবে না।

১। ওরে সে স্বদেশ তোমার, নয় রে এ পার, ও পার আছে তা জান না; কেমনে ওপার যাবে, পার্ হইবে, সে ভাবনা কেউ ভাব না।

২। ওরে ভাই, দিন্ ফুরালে, আঁধার হ'লে, চোখে দেখ্‌তে কেউ পাবে না; তাই বলি দিনের বেলা, রেখে খেলা, ভবের্ ভেলা দেখে নে না।

৩। কাঙ্গাল কয় দিন্ কি আছে, যে দিন্ গেছে, সে দিন্ ত আর ফিরিবে না; যে দু'দিন্ বেঁচে থাক, দীননাথে ডাক ভব ভয় রবে না॥ ২৯॥

ঐ সুর। তাল—ঐ।

করিছ পরের কারণ, সদাই রোদন, আপন কাঁদন ত কাঁদ না।

১। টোকাহীন্ হ'লে নাড়ী, যুক্তি করি, খুঁজ্‌বে খাড়ি পাট বিছানা; থাম্‌লে তোর্ ঘড়্‌ঘড়ি বোল, ব'লবে সকল, শীঘ্র ধ'রে বাইরে নে না।

২। মন্ রে তোর্ আত্মজনে, বাইরে এনে, দেখ্‌বে কিছু আছে কিনা; অনুমান্ মাত্র টোকা, পেয়ে খোকা, ব'ল্‌বে আছে নাম্ ডাক না।

৩। কিছুক্ষণ কান্না কেঁদে, গাম্‌ছা কাঁধে, খুঁজ্‌বে কোথা জ্ঞাতিজনা; আছে সব্ জাত-বেহারা, এসে তারা, দু'দণ্ড তোমায় থোবে না।

৪। ফিকিরচাঁদ ফকীর বলে, এ দিন্ পেলে, ঘোচে তার্ ভব-ভাবনা; অন্তিমে কল্‌সী কাচা, বাঁশের মাচা, বুঝি এবার্ তাও মেলে না॥ ৩০ ॥

১৯শ গানের ন্যায় সুর। তাল গড়খেম্‌টা।

হায় আমি খেদে মরি, একি রে লাঞ্ছনা। যারে আপন্ ভেবে, এলাম্ ভবে, সে আমার্ আপন হ'ল না।

১। আমি, সদা বলি আপন্ আপন্, উপার্জ্জন করি যে ধন্; ভেবে তাই দেখি এখন, সে ধন সঙ্গে যাবে না।

২। ভাই বন্ধু কুটুম্ব জ্ঞাতি, যারে আপন্ বলি দিবা-

রাত্তি; নিবিলে জীবনের্ বাতি, কেও আমার্ সাথী হবে না।

৩। কাঙ্গাল বলে আমারি মন, আমার না হ'ল যখন্; কারে দোষ দিব তখন, সাধন ভজন হ'ল না॥ ৩১॥

—:*:—

তাল—একতালা।

কারে বল মন্ আপন্ আপন্; ভেবে দেখ নহে আপন্ আপনার্ জীবন।

যখন পূর্ণ হবে কাল, ধ'র্‌বে এসে কাল; তখন, রাখ্‌তে কে পারিবে, ধ'রে এ জীবন।

১। আত্ম বন্ধু পরিজন, ভেবে অতি প্রিয়জন, যাদের সুখ্ খুঁজিছ সর্ব্বক্ষণ; তারা ক'র্‌বে কি যতন, গেলে এ জীবন, তখন্ তুমি রবে কোথায় কোথায় পরিজন।

২। জীবন্ হ'তে যতন্ ক'রে, যে ধন রাখিছ ঘরে, না করে তায় দীনের্ দুখ্ মোচন্; সে ধন্ কোথা বা রবে, দেখ না ভেবে, তোমার্ প্রাণ পাখী উড়ে ক'র্‌লে পলায়ন।

৩। ফিকিরচাঁদ কয় কেও কার নয়, এ সংসারে সব মায়াময়, মায়াবশে দেখিছ স্বপন; যদি আপন্

ভাল চাও, সত্য পথে যাও, সরল হ'য়ে ভজ নিত্য নিরঞ্জন ॥ ৩২ ॥

তাল—তেতালা।

চিরদিন এ ভাবে যাবে না রে যাবে না;
তুমি কি ছিলে, কি হ'লে, ভেবে দেখ না।

১। আগে ছিলে অসহায়, পরাধীন পঙ্গুপ্রায়, পরে দেহ বল সম্বল, পিতা মাতার সহায়; স্বাধীন হ'য়ে জ্ঞান বলে, নেচে বেড়াও ধরাতলে, ভাবিলে এ দেহ পতন, কখন আর হবে না, হবে না।

২। দেখিতে দেখিতে হ'ল, পরে তোমার সে আকার, ওরে লোল চর্ম্ম দন্তহীন, শ্বেত কেশ কদাকার, শক্তি নাই আর চলিবার, কফ কাশী অনিবার, এ দেহের অহংকার, বৃথা আর ক'র না ক'র না।

৩। মাটি হ'তে দেহ ভব, মাটি হবে জান না, মাটি হবার আগে ভবে, কেন মাটি হও না; কাঙ্গাল কাঁদে হ'লেম মাটি, তবু মন হ'ল না খাঁটী, তাই ভাঙ্গা ঘরে দিয়ে টাটী, করিতেছি কল্পনা জল্পনা।৩৩।

——):*:(——

প্রথম গানের ন্যায় সুর। তাল—খেমটা।

কত আর আয়না ধ'রে, বারে বারে, দেখ্‌বে রে মন মুখ বল না।

১। কাল কেশ সাদা হবে, ক্রমে সবে দন্ত যাবে, তা জান না; বলিতে কথা সুধু, মুখে থুতু, পড়্‌বে দিনেক্ তা ভাব্‌লে না।

২। কদাকার লোল চর্ম্ম, বিষয় কর্ম্ম, কফ্ কাশী গুড়ুক ভজনা; তখন তোর আত্মস্বজন, স্ত্রী পরিজন, মর বই বাঁচ, কেউ ব'ল্‌বে না।

৩। ফিকিরচাঁদ ফিকির্ ক'রে, দিনের তরে, সুখের পরিণাম ভাব্‌লে না; এখনও আছে সময়, ডাক রে তাঁয়, দিন্ গেলে আর দিন্ পাবে না ॥ ৩৪ ॥

ঐ সুর। তাল—ঐ।

সংসার-কোষের কীট, কি শকট, দেখরে সম্মুখে এবার।

১। বিষয় তুঁতের পাতে, রসাস্বাদে, বাঁধিলে ঘর সোণার আকার; ওরে সেই ঘরের সুতায়, বাধ্বে তোমায়, কালের দূত ব্যবসাদার।

২। এখন্ রে বদ্ধ কোষে, আছ সুখে, না ভাবিছ

কোষের ব্যাপার; যে দিন্ তন্দুরে রেখে, ভাপ দেবে, কি কষ্টে প্রাণ যাবে তোমার।

৩। কাটিয়ে কোষের সুতায়, বের ও ত্বরায়, যদি ভাল চাও আপনার্; নতুবা বিপদ্ ভারি, দেখ্ বিচারি ঘরের্ সূত্র শক্র তোমার।

৪। কাঙ্গাল কয় নিজ দোষে, কর্ম্ম বশে, পঞ্চ কোষে বদ্ধ এবার; হরি হে, তোমার দয়া বিনা, মায়া-কোষ কাটিতে সাধ্য নাই আর॥ ৩৫॥

ঐ সুর। তাল—ঐ।

যা'র্ ফুল নকল ক'রে, গয়না গ'ড়ে, দিচ্ছ রে মন! কত বাহার।

১। তিনি যে জগদ্গুরু কল্পতরু, তাঁরে ভোল এ কি ব্যভার; কখন হয়ে অন্ধ, বল মন্দ গুরু মারা বিদ্যা তোমার।

২। ওরে যাঁ'র্ আকাশের রং দেখে রে রং কর্‌তে শিখে জগৎ সংসার; আবার তাঁয় সং বলিয়ে, চং করিয়ে, নাচাও তুমি কি অহংকার!

৩। কাঙ্গাল কয় যাঁকে দেখে, লোকে শিখে, না করে যে নামটি তাঁহার; ওরে তার পদে প্রণাম, নিমখ্-হারাম, তার মত কে আছে রে আর॥ ৩৬॥

৩৩শ গানের ন্যায় সুর। তাল—তেতালা।

আজব্ দনিয়ার একি, দেখি আজব্ কারখানা;
ফল খেয়ে ঘোরে যে গাছ দেখে না।

১। হ'চ্ছে কত গাছের পাতা, পড়্‌ছে আবার খসিয়ে;
আগুনেতে পুড়্‌ছে ঘসি, গোবর উঠ্‌ছে হাসিয়ে;
মর্‌ছে লোকে সর্ব্বদাই, শ্মশানেতে হচ্ছে ছাই, তবু
লোকে কর্‌ছে মনে, আমার মরণ হবে না হবে না।

২। ইচ্ছা অনুসারে যখন কার্য্য হয় না সবাকার, তখন
ইচ্ছা পরে ইচ্ছা আছে, সন্দেহ আর নাহি তার;
লোকে এমন অবোধ ভাই, হাতের ফল বলে নাই,
অহঙ্কার করি তাই, বলে ঈশ্বর মানি না মানি না।

৩। কেঁদে ব'লে অতি দীন বিদ্যাহীন কাঙ্গালে, ঈশ্বরে
কি জানা যায়, বিদ্যা বুদ্ধি কৌশলে; আমি আছি
কি রে নাই, আগে ঠিক্ কর তাই, পরে দেখ্‌বে
আছেন্ তিনি, ভাব্‌তে কিছু হবে না হবে না। ৩৫।

তাল—গড়্‌খেমটা।

আমি কে, আমায় কেবা চিনেছে। আমি ঐ খেদে
যে কেঁদে মরি, আমায় সবায় ভুলেছে।

১। আকাশ পাতাল সমুদায়, কোথা আমি ছাড়া নয়,
আমি ছাড়া হ'লে অমনি হ'য়ে যেত লয়; আমি

নাই রে যথায় এমন স্থান এই, জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের কোথায় আছে।

২। যারা চেনে না আমায়, তারা বলে সর্ব্বদায়, কিছু-দিন পরে আমি রব না হেথায়; আমি হেথা ছেড়ে যাব যথা, আমি সেই থানেই ত রয়েছে।

৩। কেমন ছলনা মায়ার, ভুলায়েছে সবাকার, ফিকির-চাঁদ সেই ধাঁধায় পড়ে দেখিছে আঁধার; ভুলে আত্মতত্ত্ব সংসার লয়ে, কেবল আমার্ আমার্ করিছে॥ ৩৮॥

তাল—গড়খেমটা।

ওরে সরোবরে, রসভরে কমল ফুটেছে। ঐ যে, মধু আণে উড়ে এসে, ভ্রমরা সকল জুটেছে।
(রসিক মন)

১। রসে করে টলমল হায়, দেখে শুনে রসিকের মন রসে ভুলে যায়; রসের কূল কিনারা, পায় না তারা, যারা রসে মেতেছে। (রসিক মন)

২। এ কমল যেমন্ তেমন্ নয়, ফুটলে পরে দিনে রেতে এক্ ভাবেতে রয়; যে জন যত ঘাঁটে, ততই ফোটে, মধু উঠে তার কাছে। (রসিক মন

৩। ফিকিরচাঁদ রসের কথা কয়, এ রস পেয়ে না যায় ভুলে, এমন কেহই নয় ; এ রস রসিক বিনে, ভেবে মনে, বোঝে এমন কে আছে। (রসিক মন) ॥ ৩৯

—•—

১৫ গানের ন্যায় সুর। তাল—একতালা।

আমি, কর্‌ব এ রাখালী কত কাল। পালের ছয়টা গোরু ছুটে, ক'র্‌ছে আমায় হাল বেহাল। ওরে,

১। আমি সোজা পথে যদি নিতে চাই, তারা ঘুরে ফিরে বাঁকা পথে চলিছে সদাই ; আমি যদি যাই তাদের ফিরাতে, তারা ছুটে দলায় ক্ষেতের আল ॥

২। তাদের, বাঁধিলে আর বাঁধা নাহি যায়, এ যে, রাত চোরা গোরু ছ'টা রাখা হ'লো দায় ; তারা খোয়ার ভেঙ্গে পালায় সদাই রে ; খন্দ খেয়ে আমায় খাওয়ায় গা'ল। ওরে,

৩। আমি, গাদা করে নাদা পূরে রে, কত যত্ন ক'রে খো'ল বিচালি, খেতে দিই ঘরে ; তারা ছ'টা যে গু-খেকো গোরুরে : তারা নরক খায় রে হামে-হাল। ওরে,

৪। কাঙ্গাল কাঁদে প্রভুর সাক্ষাতে, তোমার রাখালী লও, আর পারি না গোরু চরাতে ; আমি আগে

তোমার যা ছিলাম হে, আমায় তাই কর দীন-
দয়াল ॥ ওহে ॥ ৪০ ॥

---

৩৯ গানের ন্যায় সুর। তাল—গড়খেমটা।

শূন্য ভরে একটী কমল আছে কি সুন্দর! নাই তার
জলে গোড়া, আকাশ-জোড়া, সমান ভাবে নিরন্তর।
১। কমলের সহস্রেক দল, তাতে বিরাজ করে, সোণার
মানিক, কিবা সে উজ্জ্বল; তারে যে জেনেছে, যে
পেয়েছে, সেই হ'য়েছে দিগম্বর। (হায় রে পাগল)
২। কমলের ডাঁটাতে কাঁটা, আবার ছয়টি সাপে,
জড়িয়ে ধরে ক'রেছে লেঠা; কেবল পায় রে দেখা,
যারা বোকা সাপের ফণা ভয়ঙ্কর। হায় রে পাগল)
৩। ফিকিরচাঁদ ফকীরে বলে, সেই সাপ্‌কে ধরে, বশ্
করেছে, যে জন্ কৌশলে; কেবল সে পেয়েছে,
নিজের কাছে, সোনার মাণিক্য মনোহর।
(হায়রে পাগল) ॥ ৪১ ॥

প্রথম গানের ন্যায় সুর। তাল—খেমটা।

চিরদিন জলে ফেলে, রগ্‌রাইলে, কয়লার ময়লা
যায় না ধুলে।
১। যদি রে কর গুড়া, দিয়ে নোড়া, রেখে তারে

পাথর শিলে; তবে সে হবে চূর্ণ, সে বিবর্ণ, যাবে না আর কোন কালে।

২। ওরে ভাই কয়লা ঘোসে, অবশেষে, ফেল যদি কোন স্থলে; তবে রে তথায় কয়লা, করে ময়লা, আপনার স্বভাব ফলে।

৩। দীনহীন কাঙ্গাল বলে, ভাগ্য ফলে, যদি রে সদ্‌গুরু মেলে; তবে রে আগুণ লাগায়, অঙ্গারের গায়, সকল ময়লা যায় রে জ্বলে ॥ ৪২ ॥

প্রথম গানের ন্যায় সুর। তাল—খেমটা।

এ রসের রত্নাকরে, ভাস্‌লে পরে, কখন রতন পাবে না।

১। সাগরে আছে রতন, মনের মতন্, যতন বিনে তা মেলে না; ওরে মন ডুবে জলে, গিয়ে তলে, পরশ পাথর তুলে নে না।

২। ওরে মন্ ভাবাবেশে, বেড়াও ভেসে, প্রেমরসে ডুবে দেখ না; ওরে সে পরশ রতন, পরশে মন্ অমনি রে তুই হবি সোণা।

৩। কাঁদিয়ে কাঙ্গাল আকুল, সোনার পুতুল, ডুবালেও এ মন ডোবে না; ওরে সে আপন্ বশে, আপ্‌নি ভাসে, মন্ যেন ঠিক্ টোপা পানা ॥ ৪৩ ॥

তাল—গড়খেমটা।

আমারে ছুঁয়োনা রে! ও ভাই! আমার জাত গিয়েছে। আমায় প্রবৃত্তি নিবৃত্তি নারী, তারা কুলের বাহির হয়েছে॥ (ঝগ্ড়া ক'রে)

১। এক রমণী প্রসবেতে নহে বিরত, সন্তান জন্মিছে যত; (মরি হায় রে) আর রমণীর সন্তান মরে তত, জনম মরণ অশৌচ ঘটেছে। (আমার)

২। দশ জনে ক'রেছে আমার একঘরে ভাই! আমার ঘর দরজা নাই; (মরি হায় রে!) আবার ছয় জন পণ্ডিত যুক্তি করে, আমায় মুচি করেছে। (তারা)

৩। এ দুই নারী আমার ঘরে থাকিতে রে ভাই! আমার উপায় আর ত নাই; (মরি হায় রে) দুসতীনের হিংসার আগুন জ্ব'লে, আমার সোণার সংসার পুড়িছে। (হায় রে)

৪। শোন্ রে কাঙ্গাল দুসতীনে শীঘ্র বিদায় দাও, যদি আপনার ভাল চাও; (মরি হায় রে) ডেকে বিবেক পুত্র সঙ্গেতে লও, নইলে যেতে নার্বি মার কাছে॥ ৪৪॥

—:*:—

প্রথম গানের ন্যায় সুর। তাল—খেমটা।

আশা কুটিল ভঙ্গী, কাল ভুজঙ্গী, দংশিল আমার বুকে।

১। সুশীতল পরশ্ পেয়ে, ধেয়ে গিয়ে, আমি যে ধরিলাম তাকে; নিদারুণ বিষের জ্বালায়, জীবন যায়, এ বিপদে কে আর রাখে।

২। শুনেছি সাধুর বচন, মায়ের চরণ, অমৃত হয় সকল রোগে; ডাকি তাই অবিরত, পদামৃত, দিয়ে বাঁচাও মা আমাকে।

৩। কাঙ্গালের হৃদয় কূপে, আশা সাপে, বাসা ক'রে আছে সুখে; কত বিষ নিশ্বাসে তার, মলেম এবার জ্বলে পুড়ে ঘোর বিপাকে॥ (মা! মলেম) ৪৫॥

তাল— গড়খেমটা।

খাটিয়ে সংসারে দ্বন্দ্ব, (রে) নেড়ে চেড়ে দেখ্‌লাম ইহার, কিছুতেই নাই ক্ষুতবরান্দ॥

১। খাটুনী খাটি যত, মজুরি না পাই তত, চিনির বলদের মত বই শুধু। কে খাটায় না বুঝ্‌তে পারি, কার্ খাটুনী খেটে মরি; এ কার্ বাজী বুঝ্‌তে নারি, তর্কের বেলায় মহামন্দ॥

২। খাটিতে জনম্ গুয়ায়, কেবা রে খাটায় আমায়, আমি না দেখ্লাম্ তাঁহার দিন অন্ধ। যে খাটায় সেই কর্ত্তাটিকে, দেখ্তে পেলে সুধাই তাকে; তুমি খাটাচ্ছ যাকে, তার্ সনে তোর্ কি সম্বন্ধ?

৩। খাটায় যে গুপ্ত সে জন্, খাটে সে বোকা এমন, জানে না আপ্নি কেমন, কিসে বদ্ধ। দিনে রেতে যে খাটায় এত, যদি সে আপ্নাকে দেখ্তে পেত, তবে কি আর খাটিত, না থাক্ত নিয়মের্ বাধা?

৪। কাঙ্গাল কয় খাটায় যে জন, তাঁরে দেখেছে যে জন, সেত থাকে না এমন্ আবদ্ধ। কর্ত্তা পেয়ে ছুটি আনায়, কর্ত্তার খাস্মহলে খাটুনী পায়; তার্, ভূতের বেগারটী যে যায়, ছয়টা খাটন্দার্ যে অন্ধ।

॥ ৪৬॥

'শক্তিপুজাকথার কথা নয়" গানের ন্যায় সুর। তাল—একতালা।

এ মায়াপাশ কিসে ছিন্ন হয়। আমি মায়াতে ভুলিয়ে, র'য়েছি মাতিয়ে, হ'তেছে সতত কত ভাবোদয়। (মনে)

১। যা নহে আপন্, ভাবি আপন, আশা-পবন্ সদা বয়। আমি, আলোতে থাকিয়ে, আলো না দেখিয়ে, ভাবি এ সকল কেবল্ তমোময়।

২। আমি, ভবের্ মাঝে, দেখি খুঁজে, আমার্ মত কেহই নয়? আছে আমার্ মত যারা, সদা ভাবি তারা, আমা হ'তে পৃথক্ পৃথক্ যেন হয়। (তারা)

৩। মায়ায়, ভুলে থাকি, নাহি দেখি, জগতে এক্ কিছুই নয়; আমি ভাবি এ জগতে, পৃথক্ আমা হ'তে, তরু লতা কিম্বা প্রাণী সমুদায়।

৪। ফকীর ফিকিরচাঁদে, মনের্ খেদে, কেঁদে মনের্ কথা কয়। বলে, করেছে যে জন, মায়াপাশ ছেদন্ কেবল্ সে জন্ দেখে জগৎ আত্মময়॥ ৪৭॥

প্রথম গানের ন্যায় সুর। তাল—খেমটা।

আগে ভাই আপন্ থলে, দেখ খুলে, পরে দেখো পরের্ থলে।

১। তুমি যে ধর্ম্মাধর্ম্ম, কর্ম্মাকর্ম্ম, এত কাল্ যা উপার্জ্জিলে; তা ত সব মজুত্ আছে, থলের মাঝে দেখ্‌তে পাবে মন্ খুজিলে।

২। মানব যা করে যখন্, তার্ ত কখন, ক্ষয় হয় না কোন কালে; হবে রে মরণ যখন, যাবে তখন, কর্ম্মফল সব সঙ্গে চলে।

৩। করেছ যে অত্যাচার, যে ব্যভিচার, ফল পাবে

তার্ পরকালে; পাপের্ নাই ওয়াশীল বাকী,
ভেবেছ কি, সে পাপ যাবে ভোগ রাগ দিলে।

৪। পরের থলেতে কয়লা, বড় ময়লা, তাই দেখিছ নয়ন মেলে; আপনার থলেয় যে ছাই, দেখ না ভাই, চোক্ বোঁজ দেখায়ে দিলে।

৫। কাঙ্গাল কয় চিত্তশুদ্ধ, প্রায়শ্চিত্ত, কর অনুতাপানলে; নইলে ভাই পাপ যাবে না, ত্রাণ পাবে না, মহানরক্ পরকালে॥ ৪৮ ॥

দেহ তত্ত্ব।

৪৬ গানের ন্যায় সুর। তাল—গড়খেমটা।

দেল্ দরিয়ায় উঠ্‌ছে তুফান। রে, জোয়ার্ ভাটা
নদী এ যে, উজান ভাটা দুই রে সমান।

১। দরিয়ার ঢেউয়ের জলে, একবার্ উপরে তোলে, আবার্ রে নীচে ফেলে ভাবনা; আবার্ অমাবস্যা পূর্ণিমাতে, বান্ ডাকে কোটালেতে, নাও ডোবে আচম্বিতে, হ'লে একটু অসাবধান।

২। জলেতে লোণা পোরা, বেলা ভুঁই কাদা ভরা, কার্ সাধ্য আছে তাতে গুণ টানা; ঘেরা আবার

ঘোর জঙ্গলে, উপরে বাঘ্ কুমীর্ জলে, ঘোর বিপদ উভয় স্থলে, ভয়ে মরি কাঁপে রে প্রাণ।

৩। কাঙ্গাল কয় মনোদুঃখে, দরিয়ার তুফান্ দেখে, সাবধান্ মন্ মাঝি ভাই হাল ছেড়ো না; ঠিক্ রেখে জ্ঞান মাস্তুলে, ভক্তির পাল দেরে তুলে; বাতাসে যাবে চ'লে, মুখে কর রে নাম গান॥ ৪৯॥

"করব এ রাখালি কতকাল" গানের সুর। তাল—একতালা।

এ যে বিষম্ নদী দেখে করে ভয়। বাচ্ খেলাতে এলাম্ এবার, বাচখেলান হ'ল দায়। ওরে,

১। পাঁচ কাঠের জীর্ণ তরণী, তার্, নবছিদ্রে উঠে বারি দিবা রজনী; জলের্ ভারে তরি গড়ায় রে, বুঝি গড়্তে গড়্তে ডুবে যায়।

২। দশ খানি দাঁড় পাতা আছে রে, ছয় দাঁড়িতে জোরে টেনে লয় ভাটিয়ে রে; আবার্ মাঝি বেটা এমন্ বোকা রে, হা'ল ধরিতে নাহি দিশে পায়।

৩। আটার ডওরাতে ব'সে রে, আঠার জন আছে, তারা কেবল ঘুমায় রে, তারা, জাগে না কোন মতে রে, আমায় ব'লে না দেয় সদুপায়। ওরে,

৪। আকাশে মেঘ্ দেখা যে দিল, অম্নি দারুণ ঝড়

বাতাসে তুফান্ উঠিল; পাঁচ গুণারি টানে পাঁচ দিকে রে, পাকে প'ড়ে তরি মারা যায়। ওরে,

৫। ফিকিরচাঁদ কয় মন্ রে বিনয়ে, কেন এত ভাবছিস্ ব'সে বিপদ সময়ে; এখন, কূলে যেতে চা'স যদি রে, বাদাম টেনে দে ত্বরায়। ওরে ॥ ৫০ ॥

—৪—

ঐ সুর। তাল—ঐ।

এখন থাকি ভাঙ্গা ঘরে কি করি; ভয়ে মরি কখন্ বা এই ঘর পড়ে প্রাণে মরি। রে,

১। এ ঘরের্ সে ঘরামী ভাল, থাকবে অনেক দিন তাই, যতন ক'রে ঘর বেঁধেছিল; কিন্তু এমন্ আমার পোড়া কপাল রে, ক'র্‌ল রুয়ে খেয়ে সব ঝুরি। রে,

২। ভাল বেতে বাঁধা ছিল চাল, ঐ যে ছয় ইঁদুরে কটর কটর কাটে হামেহাল, যেন ঘরের মালিক ইঁদুর ক'টা রে, তারা নাচিছে ঘুরি ফিরি। রে,

৩। খুঁটি কটার গোড়ায় নাই মাটী, লোক দেখান হয় রে কেবল কাজে নয় খাঁটি; আবার কবাট নাই রে, নয় দুয়ারে, হিঁয়াল এসে করে শীত ভারি।

৪। এ সময়ের গতিক্ ভাল নয়, আকাশে মেঘ দেখা দিলে, দারুণ বাতাস বয়; অম্‌নি মট্‌কা হ'তে, খড় উড়ে রে, আবার বেড়া ক খান যায় পড়ি। রে

৫। ফিকিরচাঁদের কথা রাখ্ রে মন! ঘরামী রে ডেকে দেখা, ঘরের্ ভাব যেমন; সে জন বিনে এখন আর উপায় নাই রে, যতন করে খুঁজে দেখরে তারি। রে,

———০———   ৫১

তাল—খড়খেমটা।

কি আজব! দেখ এক যাত্রাতেই, সুমুখ রথ ফিরে রথ হ'ল। এসে রথ ঠিক্না ছেড়ে, চ'ল্ল ফিরে, যেখান হ'তে এসেছিল—রে।

১। মিস্থিরী বড় ভাল, পাঁচ কাঠে রথ গড়েছিল, থাক্‌বে সে বহুকাল, মনে ভেবে ছিল; কিন্তু যতনেতে না রাখাতে, ঝুরি ক'রে রুয়ে খেল—রে।

২। রং করা চারিদিকে, আবার, চা'র্ যুগের সব দেবতা লিখে, রেখেছে চারি থাকে করিয়ে কৌশল; কিবা কারুগিরি, আট কুটরী, মধ্যখানে শোভে ভাল—রে।

৩। সারথী বড় বোকা, আবার দশটী ঘোড়া হয় এক রোখা, আছে যে ছয় খান চাকা, ভাঙ্গা তার আল; আবার পাঁচজন জোরে ঘোড়া ধরে, পাকের মাঝে টেনে নিল—রে। রথ,

৪। ফিকিরচাঁদ বলে রে মন! এ রথের মিস্থিরী যে

উপরের থাকে সে জন ব'সে করে আলো ; এক-
বার,নেহার ক'রে, দেখ তারে, যাবে তোমার সব
জঞ্জাল—রে। ঘুচে ॥ ৫২ ॥

—— ০ ——

ঐ সুর। তাল—গড়খেমটা।

হায় রে ! রথ দেখে লোকে, কিন্তু তার্ খবর না
জানে। এ রথের্ আছে থাকা, নাই রে চাকা,
ঘোড়ায় টানে রে। রথ,

১। কারিগর রথের গোড়া, পাঁচ কাঠে করেছে খাড়া,
পাঁচ কাঠের তক্তা জোড়া, দিয়ে স্থানে স্থানে ;
আবার একটী দড়া, রথে বেড়া, কার্‌খানা তার্
মধ্যখানে রে। কত,

২। এ রথের জোড়া জোড়া, আছে ভাল মন্দ অনেক
ঘোড়া, ছয়টী তার লক্ষ্মীছাড়া সারথী না মানে,
সে যে আপন্ বলে, টেনে ফেলে, বিপদে প'ড়ে
মরে প্রাণে রে। রথী,

৩। এ রথের নয় দুয়ারে, নয়টী রসের নারী বিরাজ
করে, তারা সব সারথীরে ভুলায় প্রলোভনে ;
প'ড়ে তাদের মায়ার, দুষ্ট ঘোড়ায়, জ্ঞানের চাবুক্
নাহি হানে রে।

৪। এ রথের নীচের থাকায়, কত কুৎসিত ছবি আছে রে হায়! সে দিকে কেবল তাকায়, নীরেট বোকা জনে; রথের চূড়ার থাকায়, যে জন্ তাকায়, সে যে দেখে সুনয়নে রে। রথের কারিগরে,

৫। কাঙ্গাল কয় ওরে অজ্ঞান, উঁচ নীচ্ না ক'র্‌লে সমান, কঠিন হয়, এ রথ চালান্ ভেবে দেখ মনে; এ রথ সমান পথে, সোজা পথে, ভাল চলে নিজ স্থানে রে। (শেষ ঠিকানায়,) ॥ ৫৩ ॥

১৩শ গানের ন্যায় সুর। তাল—একতালা।

এ ঘরেতে বসত করা হ'ল রে দায়; ডানে চালাইলে মন চলে বাঁয়।

১। এই নবদ্বারী ঘর, দেখিতে সুন্দর, পূর্ণ ছিল বিস্তর মণি মুক্তায়। ছ'জন বোম্বেটে জুটিয়ে, সে রতন্ বেচিয়ে, গরল কিনিয়ে খাওয়ায় আমায়।

(তারা ফাকি দিয়ে)

২। লোকে কথায় বলে, বাহিরের চোর্ হ'লে, সাবধান কৌশলে তায় বাঁচা যায়; আমার্ ঘরের মাঝে চোর, সদাই করে জোর, মন্ প্রহরী যোগ দিয়েছে তায়। (আমার ঘর সন্ধানি)

৩। কাঙ্গাল করিছে ক্রন্দন, ঘরের চোর্ ছ'জন, স্বাধীনতা রতন্ সব লুটে খায়। আমি ঘরের রাজা হয়ে, সকল খোয়াইয়ে, নিযুক্ত হইলাম দাসের সেবায়।
(আমি প্রভু হয়ে) ॥৫৪॥

চিরদিন এ ভাবে গানের ন্যায় সুর। তাল—তেতালা।
চল্‌ছে আজব্ ঘড়ি, দিবা রাতি নাই কামাই।
যার্ ঘড়ি এমন, কারিকর তার কেমন ভাই?

১। এক স্প্রিংয়ের জোরে ঘড়ির ঘুর্‌ছে যে রে সকল কল, সেই স্প্রিংয়ের জোর্ না থাকিলে, যত কল সবই বিকল; বুকের দু'পাশে দোল্‌না, টক্ টটক্ টক্ হয় বাজনা, বেদম ভাবে চল্‌ছে কিন্তু, দম্ দিবার তার চাবি নাই। ওরে ভাই,

২। সুতার মত ছোট খাট, চাকার আকার কত চিহ্ন, তার, উপর উপর দেখ্‌লে তাতে পায় না কেউ কোন উদ্দিশ; দুই কাঁটা চলে বাইরে, এক্‌টা যায় ধীরে ধীরে, এক্‌টা বাধায় পাকেতে গোল, ভাল মন্দ দুই এরাই। ওরে ভাই,

৩। ফিকির তোরে ফিকির বলি, যদি মোর্ কথা রাখিস্ তবে প্রেমভরে দিনান্তরে, দয়াময় নাম টাইম দিস্;

যে কারিগর্ বানিয়েছে, নষ্টের কি কথা আছে, নিজের দোষে ভাঙ্গবে যখন, তখন রাখ্‌বার্ উপায় নাই॥ (ওরে ভাই) ॥৫৫॥

—:*:—

প্রথম গানের ন্যায় সুর। তাল—খেমটা।

এ দেহের্ গরব্ কিরে, বিচার ক'রে দেখ একবার্ নিজের মনে।

১। ওরে সার সকল অসার, সৌন্দর্য্য তার, বল্ শুনি রে কোন স্থানে; রক্ত আর্ মাংস পিণ্ড, মলভাণ্ড, জড়িয়ে আছে নাড়ীর সনে॥

২। এ দেহ হাড়ে জোড়া, দড়ি দড়া, ঢাকা চাম্‌ড়া আবরণে; দেখ আবার তাতেও রে ভাই! বিশ্বাস্ নাই, নষ্ট হ'চ্ছে ক্ষণে ক্ষণে॥

৩। ওরে ভাই, দেহের্ মত, দেখি না ত নিমক্‌হারাম ত্রিভুবনে; যতন্ যে কর এত, তবু সেত সঙ্গে যায় না মরণ দিনে॥

৪। কাঙ্গাল কয় দেহ অসার, হয় রে অসার, সার বস্তুর অন্বেষণে; তায় না তত্ত্ব ক'রে দেহ ধ'রে, মলেম্ ব্যাধির তাড়নে॥ ৫৬॥

—০—

১৩শ গানের ন্যায় সুর। তাল একতালা।

বাসা বাড়ী পাকা করা কি ঝক্‌মারি। কর্ম্ম গেলে দু'দিন্‌ রইতে নারি॥

১। জীবের দেহ কাঁচা বাসা, ক্ষণ নাই ভরসা, তবু পাকা করে আশা করি; কালের স্রোতে দিলে টান্‌ কাঁচা পাকা সমান, যখন উঠে মৃত্যু-তুফান ভারি॥
(এই ভব সাগরে)

২। গাঁথি, ইট্‌ পাথরে পোস্ত, পাকা বন্দোবস্ত, করলে যে সমস্ত কোটা বাড়ী; কালের ভূমিকম্প এসে, সকল প'ল খ'সে, এখন থাক্‌বি কিসে দেখ বিচারি॥
(দেহ গেল, আশ্রয় ক'রে)

৩। জীবের বাড়ী ঘর আছে ভেবে কি দেখিছে, গোলোকমাঝে নিত্যানন্দপুরী; যদি যাবি সেই বাড়ীতে, হবে রে ছাড়িতে, বিষয়-বাসনা মায়ানারী॥

৪। আমি কাঙ্গাল এম্‌নি বোকা, কাঁচা করি পাকা, এখন্‌ তাতে দেখি বিপদ ভারি; কোথায় হরি দয়া-ময়, এই বিপদ সময়, দয়া করি দাওহে চরণ তরি॥
(নইলে ডুবে মরি) কাঙ্গাল ডাকে হে॥ ৫৭॥

৩৯শ গানের ন্যায় সুর। তাল—গড়খেমটা।

দেখ ভাই, কি কারখানা, গুণিপণা আজব গাছেতে;
ক'রে একের আশ্রয়, গাছ খাড়া রয়, দুই মত ফল
স্বাদেতে॥ (এক গাছের দুয়)

১। তিনটী মূল গাছের গোরায়, চার রসেতে রসাল
সে পঞ্চবিধ তায়, আবার ছয়টী স্বভাব, এ কেমন
ভাব, সাত মত সাত ছালেতে॥ (গাছটি বেড়া)

২। আট শাখা প্রবল অতিশয়, গাছের গায়ে থরে থরে
নয়টী কোটর হয়; দশটী পাতা গাছে, কেবল আছে
গাছটী পারে চলিতে॥ (পাতার জোয়ে)

৩। ফিকিরচাঁদ দেখে তামাসা, এত বড় গাছে কেবল
দুই পাখীর বাসা, থাকে একটী পাখী উপবাসী,
চায় তারে মন দেখিতে॥ (সকল ছেড়ে) ॥৫৮॥

—•—

২৪শ গানের ন্যায় সুর। তাল—একতালা।

ভূতের ঘরে বাস্ করা ভাই! হ'ল রে দায়। জ্বলে
ম'লেম পাঁচ ভূতের্ জ্বালায়॥

১। আমি ভুলে ভূতের ঠাটে, ভূতের বেগার খেটে,
ভূতের হাটে ভ্রমি ভূতের জোগায়; ভূতের সকলই
অদ্ভুত, ভূতে জন্মে ভূত, ভূতে জড়ীভূত ক'র্‌লে
আমায়॥ (ভূতের বেড়ী দিয়ে)

২। এ যে ভূতের সংসার, ভূতের ব্যাপার, ভূতে ভূত খায় ভূতের জ্বালায়; কিছু নাই ভূত্ ছাড়া, ভূতে ভূত্ বেড়া, ভূতের্ সঙ্গে ভূত নেচে বেড়ায়॥
(ভুলে ভূতের মায়ায়)

৩। কাঙ্গাল কেঁদে কয়, পঞ্চভূত ময়, দেহে আবার্ ষড় ভূতে জ্বালায়; এখন্ বল রাম নাম, মুখে অবিরাম, হবে প্রাণ আরাম, নাম-মহিমায়॥
(ভূতের ভয় ঘুচিবে) ॥২৯॥

৩৩শ গানের ন্যায় সুর। তাল—তেতালা।

বহেছে ভবনদীর্ নিরবধি খরধার্। দেখ, ক্ষণকাল বিরাম নাই এই দরিয়ার্।

১। ডিঙ্গা ডেঙ্গি পিনাশ বজ্‌রা, মহাজনী নৌকায়, পাপী তাপী সাধু ভক্ত, চরণদার্ তার্ সমুদায়। ভাসিছে দরিয়ার্ জলে, ইচ্ছামত নৌকা চলে; হাল্ ধ'রে তার সুকৌশলে, বসে আছে কর্ণধার। মন সবার,

২। কর্ণধারের ইচ্ছামত, কেহ চলে উজায়ে, মনের্ সুখে জ্ঞান্ মাস্তুলে, ভক্তিপাল উড়ায়ে। কেহ আবার্ মনের্ দোষে, ভেটেনেতে যাচ্ছে ভেসে, পাকে ফেলে অবশেষে, ডুবায় তরি কর্ণধার। মন সবার,

৩। কেহ আবার্ ক্রমাগত বলে বলে ভাটিয়ে, অপার

সাগরে পড়ে নদীর্ মুখ ছাড়িয়ে। সাগরের্ তরঙ্গ ভারি, স্থির্ নাহি থাকে তরি; লোণা জলে জীর্ণ করি, ডুবায় তরি কর্ণধার। মন সবার,

৪। সাধু মহাজন্ যত, বাদাম্ তুলে দরিয়ায়, সুবাতাসে চলে তারা, মুখে নামের্ সারি গায়। ঠিক্ না থাকিলে হালি, অম্নি নৌকা করে গালি; গুপ্তচড়ায় চোরা বালি, ডুবায় তরি কর্ণধার। মন সবার,

৫। কাঙ্গাল বলে কাঙ্গালের্ পুঁজি পাটা যা ছিল, বারে বারে ডুবে ভবে, সকলি ত খোয়াল। খাবি খেয়ে অনেক কাল, আবার তুলে দিলাম্ পা'ল; সাবধানে ধর হাল্, বিনয় করি কর্ণধার। মন আমার, ॥ ৬০॥

বেশ গানের ন্যায় সুর। তাল—গড়খেমটা।

আমি বুঝ্‌তে নারি, ভেবে মরি, ঘটিল একি! আমি ডিমে এলেম্, ডিমে র'লেম্, হোতে নারিলাম্ পাখী। (হায় রে এবার)

১। যুগে যুগে কত যুগ্ গেল, তুমি ডিমে ব'সে তা' দিতেছ ডিম্ না ফুটিল; আমি তাইতে ডাকি, দেখ দেখি, কেঁজো হ'য়ে গেল কি। (এবার এ ডিম্)

২। শুনেছি সাধুর্ কথা, সময় হ'লে ডিম্ ফুটায়ে দেন্ পক্ষীমাতা; বল আমার্ কবে, সে দিন্ হবে, যে দিন্ ফুটিবে আঁখি। (এই মায়া ডিমের্)

৩। জ্ঞান্ ভক্তি, বিবেক পেয়ে, কাঙ্গাল মানুষ হ'য়ে, মায়া ডিমে রয় বদ্ধ হ'য়ে; একবার্ খুলে দে মা জ্ঞান আঁখি, প্রাণ ভরে তোমায় দেখি।
(প্রাণের মাঝে) ॥৮১॥

—:*:—

৩৮শ গানের ন্যায় সুর। তাল—গড়খেমটা।

এ সংসার্ ছেড়ে এখন্ কোথা যাই; জ্বলি দিনে রেতে, ঘোর্ জ্বালাতে, কোন মতে শান্তি নাই।

১। একে, দুই মাগীর্ জ্বালায়, আমি জ্বলি সর্ব্বদায়, এখন তাদের্ ছেলে হয়ে, আমার্ ঘটিল যে দায়; ছোট মাগীর্ ছেলে, সবে মিলে, জ্বালায় আমায় সর্ব্বদাই।

২। বন্ধ্যা ছিল বড় জন, কত বল্ত কত জন, শেষে দয়াময়ের দয়ায়, একটী হ'ল তার্ নন্দন; সেই ছেলে দেখে, মরে দুঃখে, ছোট জন্ ভাবে বালাই।
(সদাই)

৩। সেই শিশু ছেলে রে, আমি বাঁচাই কি করে, আবার ছোট মাগীর্ ছেলে গুলো দেখিতে নারে, সদা জোরে জোরে মারে তারে, বুঝি শিশুর রক্ষা নাই।

৪। বলে ফিকিরচাঁদ কেঁদে, প'ড়ে বিষম্ বিপদে,

আমায় দয়া ক'রে দীনবন্ধু রাখ শ্রীপদে; আমায় দাও হে অভয়, দীন্ দয়াময়! মাগ ছেলে আর্ নাহি চাই। এমন, ॥ ৬২ ॥

——):৪:(——

তাল—গড়খেমটা।

মরি! এক্ আজব্ জন্তু, এ দুনিয়াতে এসেছে। তার, পশুর্ মত সকল দেখি, কিন্তু লেজটী নাহি আছে। (আজব জন্তুর)

১। সে, সকাল্ বেলা খেলা করে, চারি পায় চলে ফেরে, দুপুর্ বেলা দুই পদে হাঁটিতেছে; সন্ধ্যা বেলা তিন্‌টি পদে, চ'লে খেলা ভাঙ্গিতেছে।

(এই ভবের)

২। মরি ইহার্ স্বভাব্ একি! ব'ধে বনের্ পশু পাখী, মনের্ সুখে আপন্ উদর্ পূরিতেছে; এমন্, স্বার্থ-পর আত্মম্ভরী জন্তু কোথায় কে দেখেছে।

(দুনিয়ার মাঝে)

৩। দিবানিশি ঘরে ঘরে, কত জন্তু যাচ্ছে মরে, এ জন্তু দেখেও তা না দেখিতেছে; যে ম'ল সে ম'ল, আমি মরিব না ভাবিতেছে। (এ জন্তু)

৪। পশুর স্বভাব্ না থাকে তার, জ্ঞান বলে জন্তু আবার্, সাধন্ গুণে দেবতা যে হইতেছে; আবার্ জ্ঞান্ সাধন্ বিনে, পশুর্ অধম হ'য়ে রহিতেছে।

৫। সাধন্ হীন কাঙ্গাল বলে, জন্মে এ অস্তর কুলে, মায়া জালে বেঁধে প্রাণ্ কাঁদিতেছে; ওহে! কাঙ্গাল-বন্ধু হরি আমায়, রাখ কাঙ্গাল ডাকিতেছে। (এ বিপদে)
॥ ৬৩ ॥

৩৯শ গানের ন্যায় সুর। তাল—খেমটা।

দুনিয়ার্ আজব গাছে, সদা বসে, আছে দুই পাখী; কেহ বাসা ছেড়ে নাহি নড়ে, দু'জনে মাখামাখি।
(ভালবাসায়)

১। এক্ পাখী কত ফল বিলায়, সেত খায় না সে ফল, আর এক্ পাখী বসে বসে খায়, যে ফল্ বিলাচ্ছে, সে না খাচ্ছে, অন্যে হচ্ছে ফল্ ভোগী। (ইচ্ছামত)

২। পাখী নয় কাহার অধীন, যে ফল্ খায় সে ফল চিনিতে হ'য়েছে স্বাধীন; সে ফল দেখে শুনে, নাহি চেনে, ফল খেয়ে হারায় আঁখি। (নিজদোষে)

৩। মনোদুখে কাঙ্গাল কাঁদিছে, আমি স্বাধীন্ হ'য়ে না পারিলাম্ ফল নিতে বেছে; আমি খেলাম্ যে ফল, এখন্ সে ফল, কেবল গরলময় দেখি।
(হায় হ'ল কি) ॥ ৬৪ ॥

এত ভালবাস গানের ন্যায় সুর। তাল—খেমটা।

ডাকে করুণ স্বরে, পাখীর্ হ'ল কি? একে, ঘোর্ রাতি, মাঝে নদী, দু'পারে দু' পাখী। (আছে)

১। একটী পাখী ডেকে বলে, ভেসে যায় সে নয়ন্ জলে (হায় রে); আমি তোমা বিনে এ ঘোর্ রাতে, কেমনে প্রাণ রাখি। (বল)

২। আর্ এক্ পাখী বলে তারে, বিনাইয়ে উচ্চৈঃস্বরে, (হায় রে); এখনও যে নিশি আছে, চেয়ে দেখ প্রাণ সখি!

৩। তুমি যদি উড় এখন, আমায় পাবে না আর্ যাবে জীবন (হায় রে); তাই বলি নিশি পোহাইলে, দুয়ে হবে দেখাদেখি।

৪। কাঙ্গাল্ কেঁদে বলে আবার্, কবে নিশি প্রভাত, হবে আমার (হায় রে); গিয়ে নদীর্ পারে মিল্‌বে তবে, আত্মা-চকাচকী॥ (আমার) ॥ ৬৫ ॥

ঐ সুর। তাল—ঐ।

কেমন্ করুণ স্বরে ডাক্‌ছে ওরে, দুই ঘু ঘু পাখী।
বসি বিজন্‌বনে, ও দুইজনে, কর্‌ছে রে ডাকাডাকি॥
(পরস্পরে)

১। দেখা নাই দুয়ের সনে, এক্ বনের এক্ গাছে ব'সে আছে দুই জনে; দু'জনে সমান্ ব্যাকুল দেখার্ তরে, ঘটে না দেখা দেখি। (পাতার আড়াল)

২। ডেকে বলে ঐ যে ঘু ঘু সই, এস আমার কাছে,

প্রাণ সখা, দু'জনে এক্ হই, কেন মিছে লুকায়ে থেকে, দিচ্ছ হে আমায় ফাকি। (প্রাণ সখা)

৩। ঘু ঘু সখা দিছে রে সাড়া, ব'ল্‌ছে, পার যদি এস ভেঙ্গে এ পাতার্ বেড়া; নইলে এ জীবনে হইবে না, আমাদের্ দেখা দেখি। (প্রাণ সখী)

৪। কেঁদে ফকীর্ ক্ষেপাচাঁদে কয়, তুই ঘুঘুর কথা শুনে আমার্ ফাটিছে হৃদয়; বুঝি বেড়ার্ দোষে, এবার্ আমার হ'ল না দেখা দেখি। (প্রাণসখার সনে)

॥ ৬৬ ॥

৬ষ্ঠ গানের ন্যায় সুর। তাল—খেমটা।

ভেবে দাস্ত হারা হ'লেম্ ভাই, এক দাস্ত হ'লে অম্‌নি নাই।

১। ওলাউঠা রোগের প্রধান, ইহার্ কাছে হার্ মেনেছে বিলাতী বিজ্ঞান; (হাকিমী ডাক্তারি বিজ্ঞান) আবার নিদান্ হাতে, বৈদ্য ঘোরে নিদানে এর্ বিধান নাই।

২। হুজুর্ মুজুর্ সকলেই সমান, ওলাউঠা ধরিলে ভাই, অম্‌নি প্রাণ হারান; (বাদ্‌সা উজীর প্রাণ হারান) এ রোগ্ শালগ্রামের শোওয়া বসা, খেলেও যা না খেলেও তাই।

৩। যে জন, কোন কালে হরি না বলে, রোগের্ ঠেলায়

ঢুক্‌ল সে জন, কীর্ত্তনের দলে ; (হরি সংকীর্ত্তনের দলে) রোগী পরম্ ভক্ত, শাস্ত্র উক্ত, ওলাউঠায় দেখায় তাই।

৪। কাঙ্গাল বলে দেখায়ে প্রমাণ, বৈজ্ঞানিক্ ভাই ছাড় ছাড়, বিজ্ঞান্ অভিমান, (তোমার) যে জন্ সৃজন করে, সে জন্ তোরে, সংহারিলে ঔষধ নাই ॥ ৬৭॥

৪৬শ গানের ন্যায় সুর। তাল গড়খেমটা।

মা! আমি তোমার্ পোষা পাখি! বল আর্ কত কাল্ তোলা ছোলা, খাওয়াইয়ে দেবে ফাকি।

১। পাঁচটী জিনিস্ মিশায়ে, আজব্ খাঁচা গড়াইয়ে, রেখেছ খাঁচার্ মাঝে এক্ পাখী। ওমা! বাটী পুরে ছোলা দিয়ে, তুমি পাখী পড়াও ঝুলাইয়ে ; পড়ে না না পড়ালে, মুদিত্ ক'রে থাকে আঁখি।

২। না পড়্‌লে দাও না ছোলা, পেটের্ দায় হরি বলা, নইলে হরি বলার্ ধার কি রাখি। মাগো! তুমি সরে গেলে, আমি হরি বলা শিকায় তুলে ; স্বজাতির্ বোল্ শুনিলে, ক্যাঁচর ম্যাচর ক'রে ডাকি।

৩। খাঁচাতে পাখী থাকে, বাহিরে বিড়াল্ ডাকে ; ভয়েতে তোলা ছোলায় নই সুখী। আমার্ শত্রু কত আশে পাশে, তারা ধ'র্‌বে বলে আছে বসে ; পেলে আপন বশে, অমনি দফা সারে আর্ কি?

৪। কত দিন বদ্ধ রব, বিড়ালের্ ভয় করিব, শ্রীচরণ-আকাশ ছেড়ে বল্ দেখি। দেখ্‌লাম এখন্ সব বুঝিয়ে, কয়েদ করেছ মা ফাকি দিয়ে; বল্ ছেলের মাথায় হাত্ দিয়ে, সে কয়েদের্ ক' দিন বাকী।

৫। কাঙ্গাল আবদ্ধ আছে, সংসার্ খাঁচার মাঝে, শত্রু তার্ হইয়াছে পাঁচ ছয়টি। ঐ যে, ডাকে শমন্ বিড়াল, ওমা! ভয় পেয়ে ডাকিছে কাঙ্গাল; বিপদে র[illegible] ছ[illegible]য়াল, দিও না আর্ ফাকি জুাক॥ ৬৮॥

মনস্তত্ত্ব।

প্রথম গানের ন্যায় সুর। তাল—খেমটা।

ওরে মন্! মনেরি মন, বোঝে না মন, এমনি তার্ বুদ্ধি কাঁচা।

১। মন্ আমার ভবের্ মুটে, মরে খেটে, নাহি জোটে পানি গাম্‌ছা; মন্ আমার শাল রুমালের্ চিন্তা ক'রে মর্‌ছে ঘুরে হ'চ্ছে রাঙ্গা।

২। কাপড় যে হাতে থাট, বহর্ আঁট, মন্ দিতে চায় লম্বা কোঁচা; ময়ুরের নৃত্য দেখে, মনের্ সুখে, প্যাকম্ ধর্‌তে চায় রে পেঁচা।

৩। মন্ আমার্ অহঙ্কারে, ম'র্‌ছে ঘুরে, মাথায় ক'রে

জ্ঞানের্ বোঝা ; এই আকাশ যাঁরে, ধর্‌তে নারে, তাঁর্ আকাশে দিচ্ছে খোঁচা।

৪। কাঙ্গাল কয় যে জন্ যত, বোঝে তত, বয়ে মরে ভূতের্ বোঝা ; অত, বোঝা পড়ায় কায নাই রে মন! সোজা বোঝ চল সোজা॥ ৬৯ ॥

ঐ সুর। তাল—ঐ।

মনের কি বিষম্ আশা, কি তামাসা, ভাব্‌তে গেলে মগজ নড়ে।

১। মন আমার্ আকাশ পাতাল, খায় রসাতল, তবু রে পিপাসা বাড়ে; সে যে নির্জ্জনে ব'সে, মনের্ খোসে মনে মনোরাজ্য গড়ে॥

২। যদি রে মন্-হাতীরে, জোরে ধ'রে, জ্ঞানের্ অঙ্কুশ মারি ঘাড়ে ; সে যে রে মাত্‌লা হাতীর মত, নত হয় না আবার্ কাদায় পড়ে॥

৩। যে জন্ এই মন্ হাতীরে, যতন্ কোরে, রেখছেন্ এই দেহের গড়ে ; যদি রে তাঁরে ডাক্‌ব, মনে করি মন করি শুয়ে পড়ে॥

৪। কাঙ্গাল কয় দিলে প্রবোধ, মন্ যে অবোধ, ছল্ করিয়ে সুপথ্ ছাড়ে ; ওরে সে গুপ্তিপাড়ার মাটির্ মত, শিব গড়াতে বানর্ গড়ে॥ ৭০ ॥

৩২শ গানের ন্যায় সুর। তাল—একতালা।

তুমি যেন মন ধোপার গাধা ; পরের্ বোঝা পিঠে ক'রে বহিছ সদা।
যত তুলে দেয় বোঝা, যদিও হও কুঁজা, তবু ব'য়ে বেড়াও সদা কাপড়ের গাদা ॥

১। ভারি বোঝা দিলে পরে, অনায়াসে বইতে পারে, ভাতের্ কাটি দেখে শোয় গাধা ; তেম্নি তুমি হও দড়, বোঝা বও বড়, কিন্তু তত্ত্বকাটি দেখে হ'য়ে যাও ম্যাদা।

২। ফিকিরচাঁদ কয় শুনিয়ে ছড়া, "গাধা পিট্‌লে হয় না ঘোড়া" নয় রে কোন কাজের সে কথা ; যদি আগুণ সঙ্গে রয়, আঙ্গরাও আগুণ্ হয়, তেম্নি মানুষের সঙ্গ ধ'রে মানুষ হয় গাধা ॥ ৭১ ॥

ঐ সুর। তাল—ঐ।

আমি সোণা হ'য়ে মনের্ দোষে হলেম্ এবার্ মাটী, তারে হাফরে পোড়ালাম্ কত তবু হয় না খাঁটী।

১। সে যে ধোপার গাধা, মন যে আমার ; সকল বইতে পারে, বৈতে নারে কেবল ভাতের্ কাঠি।

২। মন্ যে আবোল্ তাবোল, কতই বল্‌তে পারে তাঁকে ব'ল্‌তে বল্লে, বল্‌তে নারে, কেবল তাঁর নামটি।

৩। বলি মন্ পাখী রে, একবার্ বল হরি ; সে যে দাঁড়ে ব'সে, মনের্ খোসে, করে কাটিকুটি।

৪। কাঙ্গাল কয় আমার, নাই রে কবাট খুঁটী ; আমার মন্ পায়রা ভাঙ্গা ঘরে, সদাই দিচ্ছে টাটী ॥ ৭২ ॥

তাল—গড়খেমটা।

খেকো গোরু মন্ যে আমার অনিচ্ছায় খায়। ঘাস জল উদর পুরে, দিলেও তারে, সে যে ফিরে ফিরে চায়। (আড়ে আড়ে নরক পানে)

১। খোল বিচালি নবীন দুর্ব্বা ঘাস, গমের ভুসী জল মাখায়ে যোগাই বারমাস ; মন যে, স্বভাব দোষে, লোভের বশে, গুতে হাবলা দিতে যায়।

(পথে ঘাটে চল্‌তে ফির্‌তে)

২। বেঁধে যদি যোগাই ঘাস জল, নূতন দড়ি ছিঁড়ে পালায়, এমনি গায়ের বল ; রাখ্‌লে, আগড় বেড়ায়, ভেঙ্গে পালায়, গোরু রাখা হ'ল দায়।

(ছ'দিক্ দিয়ে ছ'টা পালায়)

৩। কুণ্ডলিনী বলে শোন্ কাঙ্গাল! গোরক্ষ নাথ ডেকে কর, ছয় গোরুর রাখাল্, তাঁরে সঁপে দিয়ে, থাক্ বসিয়ে, বিবেক জ্ঞানের জ্যোৎস্নায়।

(বিমল পথে গোরু যাবে) ॥ ৭৩ ॥

১৩শ গানের ন্যায় সুর। তাল—একতালা।

কত আর্ বুঝাব আমি বল্ আমাকে, কলুর্ বলদ অবোধ মন্ রে তোকে।

১। তুই বিষয় ভুষি খেয়ে, মনে খুসি হয়ে, মায়াঠুলি দিলি রে চোখে; ছুটে যাওয়া রে মুস্কিল, (অবোধ মন রে) কাঁধে আঁটা খিল, ঘুরে বেড়াস সদা পাকে পাকে। (এই ভবের পাকে)

২। ঘানি টেনে টেনে, কাতর্ হ'লে প্রাণে, না টানিলে পাঁচনী হাঁকে; ও তোর্ আত্মপরিবার, (অবোধ মন রে) পিঠে দিয়ে ভার, টানিছে নাকুসী দিয়ে নাকে। (মন রে আমার)

৩। ওরে কাঁদিয়ে কাঙ্গাল, করিছে ছওয়াল, মন্ রে তোমার বেহাল দেখে; আর্ কতকাল ঘুরিবি, (অবোধ মন রে) খোদা ভুষি খাবি, মায়াঠুলি দিয়ে থাকবি চোখে। (মন্ রে আমার) ॥ ৭৪ ॥

---

৩৯ শ গানের ন্যায় সুর। তাল—খেমটা।

হয়েছ বনের শূকর, যেন পামর, মন রে আমার। তুমি এক রোখে যাও, ফিরে না চাও, তোমার গোঁ ফিরান ভার। (বাঁয়ে চল,)

১। রাখ্‌তে চাই সদা পরিষ্কার, তুমি সূর্য্যের আলো।

সইতে নার, গা জ্বলে তোমার; তাইতে কাদা
দেখে সুখে সুখে, গায়ে মাখ অনিবার।
(হায় রে পামর,)

২। সকলে আলোয় থাক্‌তে চায়, ওরে আলো দেখে
তোমার কেন অঙ্গ জ্বলে যায়; তুমি আলো দেখে
উঠ রুকে, ভালবাস অন্ধকার। (হায় রে পামর,)

৩। তাজিয়ে আম কাঁঠাল নিচু, তুমি স্বভাব দোষে মাটী
খুঁড়ে খাও সদা কচু; তুমি সকল ফেলে অবহেলে
বিষ্ঠা তুলে খাও আবার। (হায় রে পামর)

৪। ফিকিরচাঁদ বুঝায় তোমাকে, ওরে কত আর
আঁধারে রবে এস আলোকে; ঐ দেখ ধর্‌তে তোরে
ফাঁদ পেতে রে, রয়েছে কাল্ দুরাচার॥ ব্যাধরূপে,

॥ ৭৪ ॥

প্রথম গানের ন্যায় সুর। তাল—খেমটা।

ভেবে ত দেখে না কেউ, কত যে ঢেউ, উঠ্‌ছে সদা
দেলদরিয়ায়।

১। কখন হ'য়ে রাজা, মারে মজা, মনেতে মন্ মন্ কলা
খায়; কখন পাদ্‌সা উজীর, কোটাল্ নাজীর,
আবার্ ফকীর হ'য়ে বেড়ায়।

২। কখন ধনের্ আস্ফাল, কখন্ কাঙ্গাল, অট্টালিকা বৃক্ষ
তলায়; ওরে তোর্ মনের মাঝে, হাসিকান্না ঘর-
কন্না, এই সমুদায়।

৩। ওরে ভাই মনের্ কথা, যেথা সেথা, ব'লে আবার লোকে ক্ষেপায়; এ পাগল কে নয় রে ভাই, মনের কথা ব'লে সবাই, 'তা জানা যায়।

৪। কাঙ্গাল্ কয় যে জন মোরে, পাগল ক'রে, মনের্ কপাট ভেঙ্গে ফেলায়; যদি সেই পাগল্ করা, পড়ে ধরা, তবে সফল পাগল হওয়ায়॥ ৭৬॥

ঐ সুর। তাল— ঐ।

তবে কি বড়্শী খেত, টোপ গিলিত, যদি মাছের্ মন্ থাকিত।

১। একবার্ সে টোপ গিলিয়ে, ছুটে গিয়ে, আবার্ এসে না গিলিত; গলাতে বড়শী হানে ছিপের টানে, ছট্ফটানি অবিরত।

২। একবার্ সে পেলে রে টের, করে না ফের, এই ত জানি মনের রীত; ওরে সে পড়ে দুখে ঠেকে শিখে, হয় না লোভের অনুগত।

৩। কাঙ্গাল কয় মানুষ্ হয়ে, মন্ হারায়ে হ'লেম্ আমি মাছের্ মত; যাহাতে দিন্‌রজনী আত্মগ্লানি, তাই করি রে অবিরত॥ ৭৭॥

৪৭শ গানের ন্যায় সুর। তাল—একতালা।

আমার মন্ হ'ল না, সার্ কোন মতে। কেবল অসার সংসার, ভাবিয়ে সুসার, সার্ অসার তাহা তাহা না পারে জানিতে।

১। হ'ত সুঁদর্ কি শাল, আম্ কি কাঁঠাল, মন্ যদি গাছের মাঝেতে; তবে কিছুদিন্ পরে, সারে যেত সেরে, অমন্ করে যেত না অসারেতে।

২। আমার্ মন দুরাশয়, বিষ্ঠা গোময়, হ'লেও পার্ত-তাম জানিতে; একদিন্ লোকে করে আদর, সার হয়েছে গোবর, বলে তুলে দিত গাছের গোড়াতে।

৩। ফিকির্ যতন ক'রে, বুঝায় তোরে, সার আছে সংসারেতে; তবে না হইলে সার সারে চিনা ভার, অসারে কি সারে পারে চিনিতে॥ ৭৮॥

৫২শ গানের ন্যায় সুর। তাল গড়খেমটা।

ভাবি তাই, আমি রাখ্‌ব কার্ মন, আমার দু'দিকে দু'মাগী। একজনের যোগালে মন, হয় যে আর্ জন, অভিমানে দেশত্যাগী॥ (হায়)

১। ছোট জন্ পুত্রবতী, সংসারে তার বড়ই মতি, থাকতে চায় দিবা রাতি, আমায় কাছে রাখি; সে সদা আমায় প্রলোভ দেখায়, আঁখি ঘুরায় থাকি থাকি। (সে আবার)

২। বড় জন্ শান্তমতি, হয় নাই তার্ সন্তান্ সন্ততি,
তার্ ভারি আমার্ প্রতি ভালবাসা দেখি ; তারে
অনাদরে রাখি দূরে, ছাড়ে না তাও সে সুমুখী।
(আমায়)

৩। দু'মাগীর্ দু'মত মন, তাদের নিয়ে আমার্ এখন,
সংসারে থাকা বিষম্ বিপদ হ'ল দেখি ; এখন্
বাঁচি প্রাণে, এই দুই জনে, ভালবাসায় মাখামাখি।
(হায় হ'লে)

৪। ফিকিরচাঁদ ভেবে মরে, এ বিষম্ ফাঁপড়ে প'ড়ে,
রক্ষা পাই কেমন্ ক'রে, উপায় না দেখি ; দিল
যে জন্ মোরে দু' মাগীরে, তার্ দয়া বই আর্
উপায় কি ? (এখন)। ॥ ৭৯ ॥

ঐ সুর। তাল—গড় খেমটা।

হায় রে ! আমায় ক'র্‌লে পাগল, কোথাকার্ এ
দুটো মাগী। দু দিকে টানাটানি, দিন্ রজনী, উপায়
করি কি ?

১। বাঁয়ে যে মাগী টানে, সে নিষেধিলে নাহি মানে,
মন্ ভুলায় মধুর গানে, ঘুরায় আবার্ আঁখি ; মাগী
প্রাণ হরে অলঙ্কারে, জ্বলে যেন জোনাকী ঝিকি।

২। এ মাগীর্ কোঠা বাড়ী, আরও আছে বহুৎ টাকা

কড়ি, ঘড়ি আর্ জুড়ি গাড়ী, সংখ্যা তার্ না দেখি;
মাগী বিষয় জালে পুরুষ ফেলে, বোঝা না যায় আসল নকল কি।

৩। যে মাগী দক্ষিণেতে, কোন অলঙ্কার নাই তার্ অঙ্গেতে, কেবল তার্ স্বরূপেতে ভোলে দুটী আঁখি;
মাগী সরলভাবে বলে সবে, আমার্ দিকে এসে হও সুখী।

৪। মাগীর্ নাই বিষয় আশয়, সুখ পাবে কয় কথায় কথায়, আবার পরকাল দেখায়, আমায় বিধুমুখী;
আমি বুঝ্তে নারি ভেবে মরি, আছে কোথায় পরকাল বা কি।

৫। কাঙ্গাল কয় বিপদ্ ভারি, এ যে দুই পথে দুই রসের নারী, যাই এখন কোন্ পথ ধরি, কার্ বা মন রাখি; এই বিপদ্ ঘোরে রাখ মোরে, দয়াময়! আজ্ কাতরে ডাকি॥ ৮০॥

——৪——

এত ভালবাস গানের ন্যায় সুর। তাল—খেমটা।

মানুষ্ বড় কিসে ভাবি তিন্ বেলা; সে ত বিদ্যা-বুদ্ধি জ্ঞান পেয়ে, না বোঝে পরের্ জ্বালা।

১। গাছেতে ফল ধরে যত, নত হয়ে বিলায় সে ত, খায় না; মানুষ ধন জ্ঞান বিদ্যা পেলে, লাগায় জ্বালার উপর তালা।

২। গাছের্ তলে ব'স্‌লে এসে, সে ত ছায়া দেয় রে, ভালবেসে দেখ না; কাট্‌তে গেলেও ছায়া দান্ করে সে, গাছ না হয় রে উতলা।

৩। ঝড় বৃষ্টি শিলা সয়ে, আছে স্থির ভাবেতে দাঁড়াইয়ে দেখ না; যাচ্ছে এক্ উদ্দেশে ঊর্দ্ধদেশে, তার্ শক্তি কি অচলা!

৪। কাঙ্গাল বলে বড় যে জন, সে ত ফকীর হয় রে, পরের কারণ দেখ্ না; ঘর ছেড়ে তাই যোগী ঋষি, সার্ করে গাছের তলা॥ ৮১ ॥

——):৪:(——

১৩শ গানের সুর। তাল—একতালা।

মরা মানুষের মরণের্ ভয় কি চমৎকার, সকল আজব, এই আজব দুনিয়ার।

১। ভবে যে জন জন্মেছে, সে জন মরেছে, চিরকাল বেঁচে কে আছে আর; তবু মরার্ কথা শুন্‌লে, চমকে উঠে পীলে, গায়ের রক্ত জল হয় সবাকার।

(মরণ স্মরণ হলে)

২। স্বাধীন্ হইয়ে মানুষ, যখন্ নাই রে হুঁস, তখন্ মরা মানুষ বলে কারে; যদি তাজা মানুষ হ'তো, আপনায় চিনিত, তবে সে করিত হিত আপনার।

(মরে থাকুত না আর)

৩। কাঙ্গাল বলিছে রে মন, পশুর আচরণ, মানুষ হয়ে যখন্ হ'ল তোমার ; এখন্ মর্‌তে বাকী আর, কি আছে তোমার, এ হ'তে কি মরণ আছে আবার (মানুষ পশু হ'লে) ॥ ৮২ ॥

কে তুমি শ্মশান শয্যায় গানের সুর। তাল—ঐ।

সবে হচ্ছে পার, যাচ্ছে এক্ খেওয়ায়। একি চমৎ-কার কেহ কার, ছোঁয়া পানী নাহি খায়।

১। এক খেয়ানি তুলিয়ে নৌকায়, সকল্ জাতের পারে লয়ে যায় ; এক্ আকার সবাকার, তবু জাত্ বিচার দেখায়।

২। এক্ নদীতে হিন্দু মুসলমান, খ্রীষ্টান আদি করিছে জলপান ; সেই জল্ তুলে কেউ ছুলে, অমনি ঢেলে ফেলে দেয়।

৩। এক্ বাতাসে সবাই ক'র্‌ছে বাস, সেই বাতাস আবার নিশ্বাস প্রশ্বাস ; তবু বিশ্বাস নাই এক্ সবাই, অবিশ্বাস কথায় কথায়।

৪। এক্ সূর্য্যের আলোক পায় সবায়; আঁধার নষ্ট এক চাঁদের জ্যোৎস্নায় ; তবু অসম্ভব ভিন্ন ভাব, প্রেম-ভাব নাই দুনিয়ায়।

৫। কাঙ্গাল বলিছে সকলেই সমান, সবে মুখে বলেন

কাজে না দেখান; বিনে তত্ত্বজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান, ভেদ জ্ঞান কভু না যায়। ৮৩ ॥

প্রথম গানের ন্যায় সুর। তাল— খেমটা।

ভবে একেরই খেলা, একেরই মেলা, আহা মরি! কি কার্‌খানা।

১। একই আলোক্ আকাশে দিন্ প্রকাশে, এক বাতাস বই প্রাণ্ বাঁচে না; একই তাপেরই বলে একই জলে, চল্‌ছে জগৎ তা দেখ না;

২। যে বলে ধরা চলে অস্তাচলে, সবাই চলে তা জান না; সেই একই বলে শূন্যে চলে, শশী তারা পথ্ ভোলে না।

৩। এইরূপে একে একে দেখ চোকে, জগতের্ যত রচনা; সে সকলই এক্ক ক'রেছেন্ এক, আজব পুরুষ তাঁয় চিন্‌লে না।

৪। সবেই ত দেখ রে এক্ক, ভগ আর এক্ক, কেন রে ভাই ভাই বল না; দীন বলে এস রে ভাই! মিলি সবাই, করি সেই একের্ ভজনা॥

(ভবপারের তরি রে ভাই, সেই এক জনা) ॥ ৮৪ ॥

ঐ সুর— ঐ তাল।

ভাব মন্ অধমতারণ সত্যশরণ, যার্ নামেতে পাষাণ গলে।

১। যিনি এই গগণ তপন্ পাতাল ভুবন, শূন্য পবন্ জলে স্থলে; কিবা আশ্চর্য্য কথন নাই তাঁর চরণ, সমভাবে বেড়ান্ চলে।

২। যিনি এই গাছ্ গাছড়ায় দালান্ কোটায়, পত্র-কুটীর ঘরের্ চালে; তিনি তোর্ দেলের মাঝে ব'সে আছে, ভালমন্দ কথা বলে।

৩। যিনি সেই চীনতাতারে রুম সহরে, বর্ম্মা কাশ্মীর্ ঝিল নেপালে; তিনি তোর্ ভাতের গ্রাসে খাটের পাশে, নাচিয়ে বেড়ান্ লয়ে কোলে।

৪। যিনি তোর্ উপবীতে চাপদাড়ীতে, বেদ্ পুরাণ কোরাণ বাইবেলে; তিনি তোর্ খোল খমকে ঢোলে ঢাকে, আল্‌খেল্লায় ফুর্‌ফুরি ঝোলে।

৫। যিনি সেই মস্‌জিদ গির্জ্জায় ব্রাহ্মসভায়, শ্মশানে কি গাছের্ তলে; তিনি মোহন্ত আখ্‌ড়ায় তুলসী তলায়, সর্ব্ব স্থানে ভূমণ্ডলে।

৬। যিনি সেই ব্রহ্মপুত্রে পেঁড় ক্ষেত্রে, ঘোষপাড়া কি বিন্ধ্যাচলে; তিনি শ্রীবৃন্দাবনে কাশীধামে, মক্কা মদিনা চিথুলে।

৭। যিনি সেই জ্ঞাতি হিংসায় বিবাদ ঘটায়, যুদ্ধ বাধায় সন্ধি স্থলে; তিনি যে অধীনতা স্বাধীনতা, যা বল তা সবার মূলে।

৮। যিনি সেই গড়ের মাঠে মনুমেণ্টে, রেলের রোডে ধূমকলে; তিনি যে নেড়া মাথায় জুল্পী খোপায় টাক্ পড়া কি আল্বার্ট চুলে।

৯। যিনি তোর ভাত ব্যঞ্জনে চুণে পানে, দধি দুগ্ধ শাক্ অম্বলে; তিনি তোর্ ধুতি চাদর, আমার ভিতর, কোট্ পেণ্টুলন শাল রুমালে।

১০। যিনি সেই নাটক যাত্রায় টপ্ অপেরায়, কবিকঙ্কণ কবির দলে; তিনি পাঁচালীর ছড়ায় হাফ্ আথরায়, ঝুমুর খেম্টা বাই মহলে।

১১। যিনি সেই কথকতায় রসিকতায়, বক্তৃতায় কি পণ্ডিত্ টোলে; তিনি তোর্ ছেঁড়া ছালায় কৌপীন্ ঝোলায়, গোধুড়ি কিম্বা কম্বলে।

১২। ফিকিরচাঁদ বলে তোরে করে ধ'রে, মূল হারালি ভুলের মূলে; থুয়ে ধন্ চালের বাতায় অন্ধ যে হাতড়ায়, তাকেই লোকে পাগল বলে॥ ৮৫ ॥

তাল—খেমটা।

ওরে ফিকির্ বেজে, আমায় বল্ দেখি রে সেই কথা।

১। যখন্ ছিলি মার উদরে উদ্ধ ক'রে মাথা; ভাল, শুতি নেতি কেমন্ ক'রে, অমিন্ ত আধ্ হাতা।

২। বল, কেবা দিত চা'ল ডা'ল, বাজার ছিল সেথা; আর, কেবা তোমার যোগাড় দিত, আহার পেতিস্ কোথা।

৩। আমি ত তা বুঝ্‌বো না রে, ব'ল্‌লে নাতা পাতা সেথা, দশ্ মাস দশ্ দিন গেছে, নয় দু' এক্ দিনের কথা।

৪। ফিকিরচাঁদ কয় দি'ছ্‌ল খেতে, অদৃশ্য এক্ মাতা; তিনি, আমার্ মাতা নয় স্বধু, এই জগতের্ হন মাতা॥ ৮৬॥

প্রথম গানের ন্যায় স্বর— তাল খেমটা।

পাথর্ আর সীসে লোহা দেখে যাহা, তাকে লোকে কঠিন বলে।

১। এ সকল নয় রে কঠিন, গলে একদিন, স্বকৌশলে উত্তাপ দিলে; ওরে ভাই কঠিন হৃদয় সেই ত রে হয়, পর-দুঃখে যে না গলে।

২। আকালের্ ক্ষুধার জ্বালায় লিং দরজায়, অনাথ ভাসে চক্ষের জলে; সে কি ভাই কঠিন নয় রে, উদর্ পুরে, যে খায় অন্ন তারে ফেলে।

৩। ধনী যায় টাকার জোরে রাজদ্বারে, ছলে বলে ফেরে ফেলে; সেই ত রে কঠিন পাথর, না হয় কাতর্ যার্ হৃদয়, তার্ বিপদ কালে।

৪। কাঙ্গাল কয় পাষাণ সম হৃদয় মম, হচ্ছে ক্রমে কর্ম্মফলে; যিনি মোর্ পিতা মাতা অন্নদাতা, তাঁর্ নামেতে নাহি গলে॥ ৮৭॥

ঐ সুর— ঐ তাল।

ফকীরের সজ্জা ধ'রে, বিলাস ছেড়ে, নাচে কি মন্ ইচ্ছা ক'রে।

১। যিনি হন্ জগৎস্বামী অন্তর্যামী, তিনি জানেন্ সব অন্তরে; তিনি যে নাচান্ সদাই নাচি রে তাই, নইলে নাচ্‌তে পা কি সরে।

২। কাটিয়ে মনের্ ধাঁধা সংসার বাধা, ফকীর হয় যে ফিকির ক'রে; সে জন্ জেনেছে রে, তার কাছে রে, ফকীর্ হয় লোক কেমন্ ক'রে।

৩। কাঙ্গাল কয় নাম মহিমায় বোবা গান্ গায়, পাথর লোহা গ'লে যায় রে; ও তার্ দৃষ্টান্ত হেথা দেখ যথা, আগার্ কথা স্মরণ ক'রে॥ ৮৮॥

অনিত্যতা।

তাল—একতালা।

ভাই রে, কে তুমি এই শ্মশান-শয্যায়; সন্ন্যাসীর
বেশে হায় শেষে, কে তোমায় দিল বিদায়।

১। ভাই রে, যদি হও মুলুকের বাদ্‌সা, তবে কে করিল
এ হেন দশা; তোমার সৈন্যবল কল কৌশল, সে
সকল এখন কোথায়।

২। ভাই রে, তোমার্ সেই অতুল ধন রাশি, এখন্
কারে দিয়ে সাজ্‌লে সন্ন্যাসী; তোমার্ কৈ বাড়ী
সে গাড়ী, জুড়ী এখন্ কে হাঁকায়।

৩। ভাই রে, যদি হও তুমি মান্যমান কুল মর্য্যাদায়
সব্ কুলীন প্রধান; তোমার্ সে মান্য কৌলিন্য
প্রাধান্য এখন্ কোথায়।

৪। ভাই রে, যদি হও দীনহীন্ কাঙ্গাল, তবে ধনীর্-
দ্বারে যত খেয়ে গা'ল; ভিক্ষা ক'রেছ কেঁদেছ,
এখন্ সে জ্বালা নিবায়।

৫। কাঙ্গাল বলিছে, কাঙ্গাল ধনবান, গুলে শ্মশানে হয়
সকলেই সমান; জাতি কুল্ বিচার অহঙ্কার, কোন
বিচার নাই তথায়॥ ৮৯ ॥

প্রথম গানের ন্যায় সুর। তাল—খেমটা।

করিস্ তুই এত যতন, কেন রে মন, মাটির্ দেহ ছাপাই তরে।

১। শরীরে লাগ্‌লে ধুলা ভাবিস্ জ্বালা, মুছাস্ কত যতন্ ক'রে; সে শরীর্ কোথা রবে কে ধোয়াবে, যাবি যে দিন নদীর চরে।

২। কোথা তোর্ রবে সাবান তেল পোমেটম্, ধ'র্‌বে যে দিন্ শমন তোরে; থাক্‌বে না আয়না চিরুণ, যার্ জোরে মন, বেড়াস্ এত টেরি ক'রে।

৩। ওরে তুই ঘাটে গিয়ে গামছা দিয়ে, মাজিস্ দেহ যতন্ ক'রে; সে দেহ আগুণ দিয়ে ছাই করিয়ে, দেবে তোরে ছারেখারে।

৪। যে বদন বারে বারে যতন কোরে, দেখ রে মন্ আয়না ধ'রে; সে মুখে বিমুখ হ'য়ে আগুণ দিয়ে, পোড়াইবে জ্ঞাতিতে রে।

৫। ফিকিরচাঁদ বলে রে মন, এ কি মরণ! অসারকে সার্ ভাবিয়ে রে; যেতে রস পারাবারে পথ ভুলে, রে, মলি মন্ তুই গো-ভাগাড়ে॥ ১০॥

ঐ সুর। তাল—ঐ।

দেখ ভাই জলের্ বুদ্‌বুদ্, কিবা অদ্ভুত, দুনিয়ার্ সব আজব খেলা।

১। আজি কেউ পাদ্‌সা হ'য়ে দোস্ত লয়ে, রং মহলে ক'র্‌ছে খেলা; কাল আবার্‌ সব হারায়ে ফকীর হ'য়ে, সার্‌ ক'রেছে গাছের তলা।

২। আজি কেউ ধন গরিমায় লোকের মাথায়, মার্‌ছে জুত এরিতলা; কাল্‌ আবার কোপ্‌নী পরে টুক্‌নী ধরে, কাঁধে ঝোলে ভিক্ষার ঝোলা।

৩। আজ রে যেখানে সহর কত নহর, বসিয়াছে বাজার্‌ মেলা; কাল্‌ আবার তথায় নদী নিরবধি, ক'র্‌ছে রে তরঙ্গ-খেলা।

৪। কাঙ্গাল কয়, পাদ্‌সা উজীর কাঙ্গাল ফকীর, সকলি ভাই ভোজের খেলা; মন্‌ তুমি যখন্‌ যা হও ঠিক্‌ পথে রও, ধর্ম্মকে ক'র না হেলা॥ ৯১॥

—:*:—

৬ ষ্ঠ গানের ন্যায় সুর। তাল—খেমটা।

দুনিয়ার্‌ সব কেবল ফাকি ভাই, ইহার্‌ কিছুতেই আর্‌ বিশ্বাস নাই।

১। পিতা-মাতা ভাই বেরাদার, ছেলে মেয়ে কেবা রে ভাই আপ্ত পরিবার; (ভেবে দেখ) ইহার্‌ কেউ কারু নয়, সব ফাকি হয় মায়ায় ভুলে রয় সবাই।

২ বিষয় আশয় ধন্‌ কি পরাণী, যত দেখ সকলি ত

জোয়ারের পানি; (ভেবে দেখ) এরা এক্ আস-
তেছে, এক্ যেতেছে, ঠিক্ থাকিবার সাধ্য নাই।

৩। আপন্ প্রাণের মত আপন্ কেহ নাই, সে পরাণে
নিশ্বাস নাই ভাই, এক তিলের্ তরে; (ওরে ভাই)
যখন্ চ'লে যাবে কে ঠেকাবে, ঠেকাবার যো কা'র
নাই।

৪। ফকির ফিকিরচাঁদ কয় মনের্ খেদে রে, আমি মিছে
মায়ায় ভুলে থেকে পড়েছি ফেরে; (ওরে ভাই)
ও যে দুনিয়ার্ সার, চিন্‌লাম না তার মুখে আমার্
পড়ুক ছাই॥ ৯২॥

—:*:—

প্রথম গানের ন্যায় সুর। তাল—খেমটা।

রবে না দিন্ চিরদিন, সুদিন্ কুদিন্ একদিন্ দিনের্
সন্ধ্যা হবে।

১। এই যে আমার্ আমার সব ফক্কিকার, কেবল
তোমার্ নাম্‌টী রবে; হবে সব্ লীলা সাঙ্গ সোণার
অঙ্গ, ধুলায় গড়াগড়ি যাবে।

২। সংসারের্ মিছে বাজী ভোজের বাজী, সব্ কার-
সাজি ফুরাইবে; তথন্ যে এক্ পলকে তিন ঝলকে,
সকল আশা ঘুচে যাবে।

৩। তোমার এই আত্ম স্বজন ভাই পরিজন, হায় হায়

ক'রে কাঁদ্‌বে সবে; তারা ত পেয়ে ব্যথা ভাঙ্গবে মাথা, তুমি কথা না কহিবে।

৪। তোমার সব্ টাকা কড়ি ঘর বাড়ী, ঘড়ি গাড়ী পড়ে রবে; আবার রে পা থাকিতে হাত রহিতে, পরের কাঁধে যেতে হবে।

৫। আগে যে ক'রে হেলা গেলে বেলা, সন্ধ্যা বেলা আর কি হবে; জগতের কারণ যিনি দয়ার খনি, তিনি 'মশার' ভরসা ভবে ॥ ৯৩ ॥

ঐ সুর। তাল—ঐ।

বর্ত্তমান্ মাসের শেষে হবে দেশে, দারুণ একটা জুলমত এবার্।

১। থাকবে না মানুষ গোরু শিষ্য গুরু, মোটা সরু কত প্রকার; বাদসা কি রাজা রুজরো, পাখি পুজরো, সকল কুঁজরো ঠিক্ করিবার।

২। থাকবে না মুটে মুজুর কর্ত্তা হুজুর, বালক বাছুর্ এ দেশাচার; থাক্‌বে না দারগ্‌গিরি মাজেষ্টরি, সর্ব্বস্বী মান্‌বে না আর।

৩। উল্‌টাবে এ তিন্ সংসার, সব্ একাকার, থাকবে না রে আচার ব্যভার; বামুন্ কি কায়েৎ কামার মুচি চামার, থাক্‌বে না [illegible]র জাতের বিচার।

৪। ফিকিরচাঁদ ফকীরে কয় দালান কোটায়, বাঁচবার্ যো নাই ভাইরে এবার ; আছে এর্ এক সদুপায় দীনদয়াময়, ডাক্‌লে পরে পাবি নিস্তার ॥ ৯৪ ॥

৪৬শ গানের ন্যায় সুর। তাল—গড়খেমটা।

এ সংসারে সুখ্ আর্ কোথায়, পদে পদে বিপদ্ এত, তবু ফের সুখের আশায়।

১। জমিদারী তেজারতী, সিন্ধুকে টাকার খুঁটি, অনুগত বন্ধু জ্ঞাতি দরজায় ; দু'দিন্ পরে সকল গেল, বসত্ বাড়ী অন্যের্ হ'ল, ভিক্ষার্ ঝুলি সাম্বল, ভিক্ষা নাহি মেলে কোথায়।

২। আজ হ'ল পায়া ভারি, মুলুকের সুবাদারি, হাতী আর্ ঘোড়া গাড়ী দরজায় ; ওরে কাল আবার্ গেল সে পদ, ঘটিল রে ঘোর বিপদ, রাজার বিচারে গারদ, লোহার বেড়ী ঝোলে রে পায়।

৩। আজ ঘরে রূপবতী, পরম নারী সতী, সুখী হও দিবারাতি যার্ সেবায় ; কাল্ আবার এসে শমন, সে রমণীধন ক'র্‌লে হরণ, আঁধার দেখ ত্রিভুবন, বুক ভাসে রে চোখের্ ধারায়।

৪। আজ্ আবার পুত্রধনে, কোলে ক'রে যতনে, সে মুখ চুম্বনে সুখী সর্ব্বদায় ; হায় রে আবার একি

হোল, মৃত পুত্রের অঙ্গে চক্ষের্ জল, সকল্ সুখ ফুরাইল, বজ্রাঘাত হ'ল মাথায়।

৫। আকাশে আশার জাঙ্গল, বাঁধিয়ে অবোধ কাঙ্গাল, চ'ড়েছে হাল্‌ছে বেহাল সুখ্ আশায়; যে সংসারে দেয় যন্ত্রণা, করি সেই সংসারের আরাধনা, হায় রে কি বিড়ম্বনা, ঘুচাও হরি এ যন্ত্রণায়॥ ৯৫ ॥

—•—

প্রথম গানের ন্যায় সুর। তাল—খেমটা।

এ দেহের্ দশা এই ত তবে এত, গরব্ বল কিসে তোমার।

১। কাল যে দেহের্ শোভা মনোলোভা, রূপে ফাটে জগৎ সংসার; সে দেহ সামান্য রোগে কিঞ্চিৎ ভোগে, জরা জীর্ণ কুৎসিত আবার।

২। যে দেহের্ রূপ বাড়াতে দিনে রেতে, দিতে কত চন্দন সার; এখন্ সে দেহ জরা পুঁজে ভরা, কেহ কাছে বসে না আর।

৩। যে দেহ সার্ ভেবেছ সাজায়েছ, দিয়ে কত বস্ত্রা-লঙ্কার; সেই দেহে ভন্‌ভনাচ্ছে উড়ে আস্‌ছে, বসিয়াছে মাছির্ বাজার।

৪। কাঙ্গাল কয় রক্ত মাংসের শরীর্ যাদের, তাদের দশা একই প্রকার; কখন্ কার্ কি ঘটিবে কে কহিবে, ক'র না দেহের অহঙ্কার॥ ৯৬ ॥

—•—

ঐ সুর— ঐ তাল।

ঝুলিয়ে বাঁশের দোলায়, যাচ্ছ কোথায়, বল রে ভাই ভাই জিজ্ঞাসি।

১। বাঁশের চাটাই বিছায়ে শোয়াইয়ে বাধন্ দিয়ে তিন রশি; হরিবোল বলি মুখে মনোদুঃখে, বহিতেছে প্রতিবাসী। (স্বজাতি কুটুম্ব সকল)

২। তোমার যে অট্টালিকা বালক বালিকা, প্রেয়সী নারী রূপসী; এ সকল পাশরিয়ে কারে দিয়ে, নীরবে হও শ্মশানবাসী। (ওরে ভাই, কি দুঃখেতে)

৩। যে ধন আমার্ বলে বাক্সে তুলে, পাহারা দাও দিবা নিশি; এখন তোর্ সে ধন্ কোথায়, সঙ্গে না যায়, সাথের সাথী কাচা কলসী।

(ছেঁড়া লেপ কাঁথা বালিশ)

৪। ফিকির কয় প্রাণাবধি সম্বন্ধাদি, তার পরে চড়ুকে হাসি; অল্পক্ষণ কান্নাকাটী কেউ দেয় মাটী, কেউ করিছে ভস্মরাশি॥ (সকল সম্বন্ধের দেহ)

॥ ৯৭ ॥

৪৬শ গানের ন্যায় সুর। তাল—গড়খেমটা।

এ সংসারের্ এই ত দশা। (রে) ভালবাসার্ আশা এতে মরুভূমে জল্ পিপাসা।

১। শরীর শক্তিতায় যখন, করয়ে ধন উপার্জ্জন, সকলেই

জানায় ভালবাসা; শরীর্ অচল হয় রে যখন, পুত্র কন্যা স্ত্রীপরিজন, বিষ নয়নে দেখে তখন, বন্ধু না করে জিজ্ঞাসা।

২। ক্ষমতা যখন থাকে, সম্ভ্রমে সবাই ডাকে, কর্ত্তা বলিয়ে করে প্রশংসা; ক্ষমতার্ হানি হ'লে, তখন্ বায়ান্তরে বুড় বলে, কত নিন্দা করে ছলে, পড়্সী বলে কটু ভাষা।

৩। চিরকাল্ বাতাস খেয়ে, মাথার্ ঘাম ফেলে পায়ে, সংসারের ক'র্‌লে সেবা শুশ্রূষা; রোগে হ'লে জীর্ণ দেহ, বিশ্বাস্ না করে কেহ, বকায়ার নিকাশ ধরে, বোকা বলে মাঠের চাষা।

৪। জানিয়ে সংসারের রীত, সংসারে করে পিরিত, কাঙ্গালের বিপরীত দুর্দ্দশা; বল্‌তে প্রাণের কথা বাধা, স্থান সে পায় কোথা, বোকা কাঙ্গাল তবু বৃথা, না ভাঙ্গে সংসারের বাসা॥ ৯৮॥

প্রথম গানের ন্যায় সুর— তাল খেমটা।

ওরে ভাই সকল্ ফাঁকি, শেষ দশা কি, মনে একবার্ ভেবে দেখ্‌লে।

১। মানুষে করে যখন ধন উপার্জ্জন, মাথার্ ঘাম পায়ে ফেলে; তখন রে ধনের্ তরে মধুর স্বরে, সবাই ডাকে কর্ত্তা বলে।

২। যদি রে ধন উপার্জ্জন না হয় কখন, নিন্দা করে কথার ছলে; গৃহিণীর্ মুখ হয় তোলো ছেলে গুলো, নাহি ডাকে বাবা ব'লে।

৩। দিয়ে রে ছাই উদরে সিন্ধুক পুরে, ধন দৌলত রেখেও ম'লে; শ্মশানে লবে যখন বাধ্‌বে তখন, একখান ছেঁড়া চাটাই ফেলে।

৪। তুমি যে গিন্নির ঠাটে খেটে খেটে, সোণার শরীর্ মাটী ক'র্‌লে; শ্মশানে লবে যখন হয় ত তখন, তিনি দেবেন্ গোবর গুলে।

৫। কাঙ্গাল যে ভবের যুটে খেটে খেটে, হবে এখন্ এই শেষকালে; বুড় বলদের্ মত কষ্ট কত, স্থান না পায় আর্ কোন স্থলে॥ ৯৯॥

ঐ সুর। তাল— খেমটা।

সংসারের্ ভালবাসা সুখের্ আশা, জলের্ আশা মরীচিকায়।

১ যখন্ থাকে রে অর্থ পদ পদার্থ, হাসে খেঁসে কথায় কথায়; জ্ঞাতি কুটুম্ব স্বজন পুরুত বামন, সবাই ভালবাসা দেখায়।

২। যখন্ না থাকে অর্থ পদ্ পদার্থ, সকল স্বার্থ ফুরায়ে যায়; তখন্ না কাছে আসে কেউ জিজ্ঞাসে, দুঃখ লাগিলে মাথায় মাথায়।

৩। সংসারের্ আত্মীয়তা বান্ধবতা, স্বার্থ মাখা সকলের গায়; বিনে রে স্বার্থ সাধন আছে ক'জন, পরের দুঃখে কেঁদে বেড়ায়।

৪। জ্ঞাত্ বন্ধু পিতা পুত্র গুরু ছাত্র, কেবা ভালবাসে কাহায়; ওরে ভাই স্বপদ্ গেলে বিপদ্ প'লে, তখনই ত' তা জানা যায়।

৫। কাঙ্গাল কয় আছে এক জন ওরে সে জন, টাকাকড়ি কিছু না চায়; তারে না ভালবাসলেও ভালবাসে, ভালবাস্‌লে হৃদয় জুড়ায়॥ ১০০॥

ঐ সুর। তাল— খেমটা।

বাবুজীর্ শেষে হয়েছে, দেহ আছে মাটীত্ পড়ে অন্তর্জ্জলে।

১। গৃহিণীর কান্নাকাটি ছুটাছুটি, মরিতে যায় ডুবে জলে; পাঁচ জনে ধ'রে এনে শব যেখানে, বুঝায় প্রবোধ বচনে। (ছি মা! অমন করিতে নাই)

২। প্রতিবাসী রমণী এক ডেকে কয় দেখ, ভাল বালিশ হাতে তুলে; এইটি কি কর্ত্তার সাতে হবে দিতে, দেখে আমায় দাও বলে। (কোন্‌বালিশ্ বিছানা দিব)

৩। গৃহিণী বালিশ্ দেখে কান্না রেখে, উচ্চ স্বরে ডেকে বলে; ছেঁড়া ছুটো মলা যা পাও, তাই ফেলে দাও, ও সব ভাল রাখ তুলে।

(অমন্ আর্ কে এনে দিবে)

৪। ফিকির্ কয় কেবল অসার ওরে সংসার, প্রণমি তোর্ চরণতলে; সহেনা কপট রোদন মায়া বাধন, কেটে দে যাই আমি চলে। (স্বার্থপর ভালবাসা)

৫। কাঙ্গাল কয় পুরুষ অবোধ কলুর বলদ, নারী খাটায় প্রেমের ছলে; দেখে তা বোঝে না মন, বোকা এমন্ নারীকে প্রেয়সী বলে ॥

(প্রিয়বস্তু ভুলে গিয়ে) ॥ ১০১ ॥

—— ৪ ——

ঐ সুর— ঐ তাল।

এই ত সম্বন্ধের কথা প্রাণের্ ব্যথা, সকল বৃথা ভাব্‌তে গেলে।

১। যখন্ রে রোগে জরা শয্যাধরা, অঙ্গ ভরা মূত্র মলে; কেহ না কাছে এসে ঘেঁসে বসে, হাতে রূপচাঁদ না থাকিলে।

২। থাক্‌লে রে হাতে রূপচাঁদ, নাই আর্ প্রমাদ, প্রসাদ ভিক্ষা চায় সকলে; জ্ঞাতি কুটুম্ব স্বজন এসে তখন, মলমূত্র টেনে ফেলে।

৩। যার্ নাই রে টাকা কড়ি কোটা বাড়ী, তার্ যে বিপদ্ মরণ কালে; ডাক্‌লে না কথা শোনে, বন্ধু-গণে, পালিয়ে ফেরে কাজের্ ছলে।

৪। কাঙ্গাল কয় অমঙ্গলের ভয় সকলের, ম'র্‌তে দেয়

না বাঁধনতলে ; পরকাল্ ছলনাতে প্রাণ থাকিতে, বাইরে এনে টেনে ফেলে।

৫। এ কাঙ্গাল-ফিকির্ আবার বলে এবার, কি ঘটে রে মোর্ কপালে ; দয়াময় নিজগুণে শ্রীচরণে, স্থান দিও অন্তিম্‌কালে ॥ (সেই শেষের দিনে) ॥১০২॥

---

৫২ শ গানের ন্যায় সুর। তাল গড়খেমটা।

হায় রে, এ সংসারেতে সুখ্ আশা কেবল্ বিড়ম্বন। লোকের্ সুখ-বাসনা, সাপের্ ফণা করে ধারণ। (রজ্জু ভ্রমে)

১। আজ্ কেউ মনোল্লাসে, রাজসিংহাসনে ব'সে হাসে, কাল্ আবার শত্রু এসে, রোষে করে বন্ধন ; তখন কোথা পাত্র কোথা মিত্র, দারাপুত্র রয় ধন রে।

২। আজ কেউ ধনের ভরে, বুক ফুলায়ে অহঙ্কারে, কারে মারে কারে ধরে, কারে করে ভর্ৎসন ; আবার্ সব হারায়ে ফকির্ হ'য়ে, দেশে দেশে করে ভ্রমণ। (কাল আবার)

৩। আজ কেউ পুত্র ধনে, হৃদে ধ'রে সযতনে, স্নেহে সেই চাঁদ বদনে করে শত চুম্বন ; আবার ধরাতলে তারে ফেলে, মৃতদেহে অশ্রুবর্ষণ রে। (পুত্রের)

৪। কাঁদিয়ে কাঙ্গাল বলে, সুখ যদি চাও ভূমণ্ডলে,

অভিমান গরল ফেলে, সরল কর হৃদয় মন ; ছাড়
দ্বেষ হিংসা পরনিন্দা, পরকুৎসা পরপীড়ন রে ; ছাড় ॥ ১০৩ ॥

তাল— খেমটা।

হায় রে ! এখন আমি কি করি উপায় ? ঐ যে,
রণ বেশে শমন এসে সম্মুখে দাঁড়ায়।

১। ভাব্ নাই আমার্ কারু সাথে, ছটি ভাই চলে ছয়
পথে ; কি সে ত্রাণ পাব রে, শমন সমরেতে, যোগ
দিলে মন্ তাদের মতে বৈরী সমুদায়।

২। আপন্ ব'লে নিশি দিবা, কর্‌লাম যে দশ জনের
সেবা ; তারা আপন্ না হ'ল রে, কাল পেয়ে
কালের অনুগত, তারা আমায় রেখে একা আগে
যে পালায়।

৩। কাঙ্গাল বলে বিনয় ক'রে, ভায়ে ভায়ে বিবাদ যে
ঘরে ; তাদের মঙ্গল নাই রে, রণে বনে কোন স্থানে,
বল সে জন সমরে বিজয় হয় কোথায় ॥ ১০৪ ॥

৬৫ ক্রঃ গানের ন্যায় সুর। তাল—খেমটা।

ভবে আসা যাওয়া আজব্ কারখানা। তুমি, পড়ে
শুনে চোখে দেখে, তবু হয়ে র'লে কাণা ॥

১। গ্রহ তিথি মাস যত, ঘোরে ফেরে অবিরত দেখ্‌না ;

২। যদি কেউ গায়ের জোরে দড়ি ছিঁড়ে, যেতে চায় রে দেশান্তরে; গোছরের্ গোরুর্ মত অবিরত, ঘুরে বেড়ায় চার্ দিকেতে।

৩। যদি কেউ না বুঝিয়ে ফকির্ হয়ে, দড়ি কাটে আচম্বিতে; ওরে তার্ গলার দড়ি হয়ে বেড়ী, জড়িয়ে ধরে দুই পায়েতে।

৪। ধর্ম্ম কি বুঝে যে জন কাটে বাঁধন, জ্ঞান বিবেকের্ সুধারেতে; তবে রে ফকীর হওয়া গৃহে রওয়া, সকল সমান্ তার পক্ষেতে।

৫। দীন হীন্ কাঙ্গাল বলে ছলে বলে, প্যারে না কেউ দড়ি কাট্‌তে; যদি দড়ি, চাও রে কাট্‌তে জ্ঞান অস্ত্রেতে, কাট তবে পারবে কাট্‌তে ॥ ১০৬ ॥

৩৩শ গানের ন্যায় সুর। তাল— তেতালা।

এ সব্ খেলা বা কার্, ভেবে দেখ্ রে মন আমার্।
হায় রে! মূল ছেড়ে ডালেতে পয়দা দুনিয়ার ॥

১। অপ্ তেজ মরুৎ আদি পাঁচটী বস্তু মিলিয়ে, পশু পক্ষী আদি বৃক্ষ সকলি দেয় সৃজিয়ে; দেহ অন্তে যার যার অংশ, সকলি লয় হরিয়ে, তারা, নিলে অংশ অস্থি মাংস রস গন্ধ রয় না তার।

(মন আমার)

২। ওরে, তিন হতে উঠিয়ে এক চিজ, প্রথমেতে আস্‌মান ধায়, পরে, বারি রূপে পড়ে ভূমে জীব সবার্‌ জীবন দেয়; সৃষ্টির মূলে সেই সহায়, এখনও তারই কৃপায়, তার্‌ জিনিস যা থাক্‌তে তোতে' ছাড়বে না সে মন্‌ তোমার। (মন আমার)

৩। জল বায়ু মৃত্তিকা কিরণ, ইথে যখন মিশিবে, ফিকির তোমার ফিকির করা জগতেতে না রবে; শূন্যময় দেখিবে সবে, তুমি শূন্য না রবে, তাই থাক্‌তে বেলা, ভাঙ্গ খেলা, ছাড় দম্ভ অহঙ্কার॥ (মন আমার) ॥১০৭॥

পুরুষপ্রকৃতি তত্ত্ব।

১৫শ গানের ন্যায় সুর। তাল— একতালা।

ও মন, দেখ্‌ রে চেয়ে আজব্‌ তামাসা, স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল, জুড়ে এক্‌ পাখীর্‌ বাসা। (ওরে)

১। সকলে রয়েছে সে বাসায়, বাসা দেখা যায় রে, ধর্‌তে গেলে ধরা নাহি যায়; বাসার্‌ মাঝে আছে কত ডিম্‌ আবার, ও তা গুণ্‌তে পণ্ডিত হয় চাষা। রে

২। এক্‌ এক্‌ ডিমে কত কার্‌খানা, ও তা গণা যায় না কেউ জানে না কত হয় ছানা; এক্‌ পাখীতে সবার আধার যোগায় রে, সবে সমান্‌ তার্‌ ভালবাসা। রে

৩। আধার্ যোগায় পাখী সর্ব্বক্ষণ, কিন্তু কেউ কখন দেখে নাই রে পাখীটী কেমন; পাখী আছে সদা বাসা জুড়ে রে কিন্তু সেত কারু নয় পোষা। রে,

৪। কাঙ্গাল বলে পাখীর ধরণ, সেত আপনি এসে দেখা দেয়, ইচ্ছা হয় যখন; তারে দেখে কিন্তু সে হয় কেমন রে, ও তা বল্‌বার মত নাই ভাষা॥ ওরে

॥ ১০৮ ॥

৯১ শ গানের ন্যায় সুর— তাল গড়খেমটা।

দেখ, আসমান্ জুড়ে আছে আজব পুরুষ এক জনা। লোকে যাহা হেরে যাহা করে, সকলই তাঁর কারখানা। (ওরে ও ভাই!)

১। আকাশ তাঁরে বেড়ে নাহি পায়, তাই সে পুরুষ চিরকালই লেংঠা হয়ে রয়; সে ত সকল্ স্থলে, আস্‌মান জলে, নিজে কিন্তু চলে না। (সকল চালায়)

২। সে পুরুষের সকলই আজব্, হাত বিনে সে গ্রহণ করে, কান নাই শোনে সব্; সে ত বিনা চোখে সকল দেখে, কেউ ত তারে দেখে না। (ওরে ও ভাই)

৩। পুরুষ যেমন রমণী তেমন, তারা দু'জনে মিলিয়ে করে জগত সৃজন; আবার স্ত্রী পুরুষে যখন মিশে, তখন্ কিছুই থাকে না। (এ ব্রহ্মাণ্ডের)

৪। কাঙ্গাল কাঁদে চক্ষে পড়ে জল, এদের্ স্ত্রী পুরুষের

দেখ রে ভাই অনন্ত সকল; এদের্ খেলার্ মাঝে
যে রস আছে, কর রে তাই ভাবনা। (ওরে ও ভাই)

॥ ১০৯ ॥

৬৭ শ গানের ন্যায় সুর তাল— গড়খেমটা।

ঝরি কার, এ বালিকা ধূলা খেলা খেলতেছে। এই
যে অসীম জগতের মাঝে একাকিনী বসে আছে।
(অভয়া হয়ে)

১। আহা! গড়্‌ছে কত ধুলার্ ঘর, দেখিতে কি সুন্দর,
ঘর আপনি গ'ড়ে আপন রসে হাসিতেছে; ঘর্
আপ্‌নি গ'ড়ে আপ্‌নি ধ'রে, ভেঙ্গে চুরে ফেলি-
তেছে। (গড়া ঘর)

২। আপ্‌নি পুরুষ্ আপ্‌নি মেয়ে, আপ্‌নি দেয় আপ্‌নার
বিয়ে, আপ্‌নার মত পুরুষ্ মেয়ে প্রসব করিছে;
ঐ যে, প্রসব ক'রে বুকে ধ'রে, দুধ দিয়ে প্রাণ
বধিতেছে। (মা হ'য়ে)

৩। খেলার্ ঘর নারী নরে, চারিদিকে আছে ঘিরে,
কুমারের্ চাকের মত ঘুরিতেছে; কে বল্‌তে পারে
অবিরত, কত হয় কত যেতেছে। (খেলার ঘরে)

৪। এক, মায়ের কোলে সবাই আছে, পৃথক্ পৃথক্
ভাবিতেছে, যে যেমন্ ভাবে, সে তেমন্ দেখিতেছে,
ঐ যে, ভয়াভয়া জয়াজয়া মায়াকায়া দেখিতেছে।
(সকলে)

৫। খেলাচুরো ভাঙ্‌লাম ব'লে, মেয়ে যখন্ যাচ্ছে চলে, ঘর্ নর মিশে তখন্ এক্ হ'তেছে ; এ দীন্ কাঙ্গাল বলে জলবিম্ব, জল হয়ে জলে মিশিতেছে ॥

(স্থলে জল) ॥ ১১০ ॥

---

১৫ শ গানের ন্যায় সুর তাল একতালা।

এ মাগী কি ভাতার সোহাগী। জগৎ জুড়ে বুড় একটা, তার্ উপরে এক্ মাগী ॥ রে,

১। মরার্ মত বুড় র'য়েছে, তার্ উপরে দিবানিশি মাগী নাচিছে ; মাগীর্ নাচা গোচা বুঝা যেত রে, যদি এ বুড় হ'ত রাগী। রে—

২। বুড়র্ জোরে মাগী নাচিছে, নিতুই নূতন সাজে আপ্‌নার অঙ্গ সাজাচ্ছে ; মাগী সাজে আবার জগৎ সাজায় রে, বুড় হ'য়েছে তাই বিরাগী। রে—

৩। জগৎ জুড়ে মাগীর্ ঘর্‌কন্না, মাগীর খেলায় এ জগতের্ হাসি আর্ কান্না ; বুড় নির্গুণে তার্ মাগী স্বগুণে, জগৎ প্রকাশ তাই মাগীর্ লাগি। রে—

৪। কাঙ্গাল কাঁদে হইয়ে আকুল, বুড়র্ ভাব্‌না বুঝে, ভেবে ভেবে হ'লেম্ রে বাতুল ; বুড় মাগী সাজায়, নিজে সাজে না, সাজ্‌লে হ'ত সুখ দুঃখে ভাগী ॥

রে— ॥ ১১১ ॥

সাধন তত্ত্ব।

প্রথম গানের ন্যায় সুর। তাল— খেমটা।

কেন মন্, মরে ভুগে ভব রোগে, যোগে যাগে ওষুধ কর।

১। আছেরে অনেক সুযোগ অনেক প্রয়োগ, তাই বলি মনোযোগ কর; সাধুজন্ সহবাসে, সুবাতাসে, শীতল হবে হৃদয় তোর।

২। এত রে নয় অন্য রোগ হয় বায়ুরোগ, ঊনপঞ্চাশ সংখ্যা তার; আছে এর্ মহৌষধি পরম নিধি, চিন্তামণি সেবন কর।

৩। কাঙ্গাল কয় পঞ্চযোগে স্থিতি ক'রে, ষড়যোগে বচ্ছে জ্বর; হায়, আমার যোগ তাই হ'লো না ভাই, মিছামিছি আড়ম্বর॥ ১১২ ॥

ঐ সুর। তাল—ঐ।

মনে না বিবেক্ হ'লে ভেক্ লইলে, কেবল রে তার্ বিড়ম্বনা।

১। মনে তোর্ টাকা কড়ি কোটা বাড়ী, কিসে হবে সেই ভাবনা; বাহিরে তিলক ঝোলা জপের্ মালা, দেখে ত ভাই সে ভুল্‌বে না।

২। বাহিরে মোড়া মাথা ছেঁড়া কাঁথা, মনের্ মধ্যে কুবাসনা; তাইতে মাগীর তরে ভিক্ষা ক'রে, বেড়াও আসল ঠিক্ থাকে না।

৩। কাঙ্গাল কয় কুবাসনা মনের্ মধ্যে, থাক্‌লে না হয় উপাসনা; যদি বৈরাগী হ'তে ইচ্ছা তবে, ছাই কর ভাই কুবাসনা॥ ১১৩ ॥

তাল—গড়খেমটা।

যদি, বৈরাগী হবে শুন তবে, তার্ উপায় রে মন!
গুরুপদারবিন্দে যশঃ নিন্দে, কামাদি কর অর্পণ।
(তোমার সর্ব্বস্বধন)

১। তোমার, দেহ ভাণ্ডে যথা সর্ব্বস্ব, কাম ক্রোধ লোভ মোহ সুখ ঐশ্বর্য্য; এ সব বিষয় গেল, আশায় র'ল, শ্রীগুরু চরণ সাধন। (এই ত বৈরাগী লক্ষণ)

২। কাম ক্রোধ যার্ রাজা হয়েছে, বন্দী ক'রে কারাগারে ফাটক খাটাচ্ছে; ও তার, রাগানুরাগা কাম সোহাগা, গড়াছে কালের গড়ন। (সং সাজাইতে)

৩। জ্ঞান প্রেম শ্রীগুরুর চরণ, সর্ব্বরাগে সর্ব্বক্ষণ যে করে রমণ, সেই ত রাগ বিরাগে অনুরাগে, বৈরাগ্য করে গ্রহণ। (সংসার রাগে বিবেকী হয়ে)

৪। ফিকির কয় এই সোজা কথা ভাই! কিছু মাত্র

নিজের স্বার্থ যার মনেতে নাই; সে জন, উদাসীন আর, গৃহী হোক্ পূজা করি তাঁর চরণ॥
(তিনি ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব যা হউন) ॥ ১১৪ ॥

প্রথম গানের ন্যায় সুর। তাল—খেমটা।

আয় রে মন্ আমার সাথে বৈদ্যনাথে, হবে রোগের্ প্রতীকার।

১। তিনি যে অনাথের্ নাথ হন্ বৈদ্যনাথ, কাঙ্গালে তাঁর্ দয়া বড়; তাঁর দ্বারে ধন্না দিলে তাঁয় ডাকিলে, কোন রোগ না থাকে কার।

২। তিনি হন্ বড় দয়াল ধনী কাঙ্গাল, সকলেই যে সমান তাঁর; তাঁরে ভাই সকাতরে ডাকুলে পরে, দয়া করেন্ যার তার।

৩। কাঙ্গাল কয় সে বৈদ্যনাথ অনাথের নাথ, টাকা কড়ি লন্ না কার; কেবল্ রে ভক্তি ক'রে ডাকুলে পরে, রোগ হ'তে করেন্ উদ্ধার॥ ১১৫ ॥

---

৪৭ শ গানের ন্যায় সুর তাল—একতালা।

শক্তিপূজা কথার্ কথা না; (শ্যামা)। যদি, কথার্ কথা হ'ত, চিরদিন্ ভারত, শক্তি পূজে শক্তিহীন্ হ'ত না।

১। কেবল, ডাকের্ গয়নায় ঢাকের্ বাজ্নায়, শক্তি পূজা হয় না; এক্ মনোবিল্বদল ভক্তি গঙ্গাজল, শতদল্ দিলে হয় সাধনা। (হৃদয়)

২। দিলে আতপান্ন কি মিষ্টান্ন, মা যে তাতে ভোলেন্ না; কেবল জ্ঞান-দীপ্ জ্বেলে, একান্ত-ধূপ দিলে, ব্রহ্মময়ী পূর্ণ করেন্ কামনা। (ও ভাই)

৩। বনের্ মহিষ অজা মায়ের বাছা, মা সে বলি লেন না; যদি বলি দিতে আশ স্বার্থ কর নাশ, বলি-দান্ কর বিলাসবাসনা। (ও ভাই)

৪। কাঙ্গাল কয় কাতরে জাত্ বিচারে, শক্তি পূজা হয় না; সকল "বর্ণ" এক হ'য়ে, ডাক মা বলিয়ে, নইলে মায়ের দয়া কভু হবে না॥ (ও ভাই)॥ ১১৬॥

তাল—কয়ালী।

প্রেম ভরে সবাই কর নাম গান। প্রাণ ভরে বল হরি, শীতল হবে প্রাণ॥

১। নর নারী এক্ হৃদয়ে, ডাক তাঁরে সরল্ হ'য়ে, (কেউ দূরে থেক না, সাধু পাপী তাপী) দীন দয়াল ব'লে ডাক্লে, পাবে পরিত্রাণ।

২। তাঁরে ডাক্লে সকাতরে, ভক্তি ক'রে প্রেম ভরে, (তিনি দয়া করেন রে, যারে তারে,) দ্বিজে ফেলে চণ্ডালে রে, চরণে দেন্ স্থান।

৩। তিনি পিতা মাতা আবার, পরম বন্ধু সবাকার, (কেউ দূরে থেক না, ডাক দীনবন্ধু বলে, ডাক অধম-তারণ ব'লে,) তাঁর্ কাছে নাই জাতের বিচার, সকলই সমান।

৪। সকাতরে কয় কাঙ্গালে, পণ্ডিত্ যারে ত্যজ্য বলে, (কেউ পরশ করে না, মহাপাপী বলে, যম যারে দণ্ড করে,) এমন পাপী ডাক্‌লে তাঁরে, করেন্ কোল দান॥ ১১৭ ॥

৮৯শ গানের ন্যায় সুর। তাল— একতালা।

ভক্ত হওয়া মুখের্ কথা নয়। ভক্ত হ'তে যার, ইচ্ছা তার, আগে শাক্ত হ'তে হয়।

১। শাক্ত হইলে শক্তির প্রকাশ, সেই শক্তিতে হয় প্রবৃত্তি বিনাশ; মান্ অপমান বলিদান, দিয়ে কর রিপু জয়।

২। রিপু হ'লে জয় জ্ঞানের বৃদ্ধি, তখন অনায়াসে হবে ভূতশুদ্ধি; সিদ্ধি না হ'লে জ্ঞানবলে, অ আ ই ঈ ক'র্‌তে হয়।

৩। সিদ্ধি হ'লে মন বৈষ্ণব লক্ষণ, তখন হিংসা আদি হবে রে বারণ; বিবেকী যখন হবে মন, তখন্ রে ভক্তির উদয়।

৪। কাঙ্গাল বলিছে ভক্ত হয় যখন, ওরে ভেদ জ্ঞান না থাকে তখন; যায় প্রবৃত্তি নিবৃত্তি, জগৎ দেখে ব্রহ্মময় ॥ ১১৮ ॥

—:*:—

তাল—গড়খেমটা।

কে যাবি মাছ ধরিতে? আয় রে ভাই আমার সাথে।

১। পদ্মপুকুরের মাঝে, গোড় করিয়ে মাছ র'য়েছে রে; যদি পারিস্ ধ'রতে, (সে মাছ যতন ক'রে) কোন মতে, সুখ পাবি রে ভোজনেতে।

(মাছ ধ'রতে পার্‌লে)

২। বিশ্বাসের ছিপ ক'রে হাতে, দেরে একান্ত-সূতা তাতে রে; জ্ঞানের বড়সীতে, (উপরে বিবেকের কল) যতনেতে, নামের টোপ দেরে গেঁথে।

(হরিহর)

৩। মাছের ঠোকে কল নড়িলে, যেন আসন্ নাহি টলে রে; চোখ্ রেখে কলে, (বসে থেকো রে ভাই) কল্ ডুবিলে, সুতা ছেড়ো যুতে যুতে।

(হেঁক্‌চা টান্ দিও না)

৪। খেলা ক'র্‌বে সে মাছ যখন, মাছের্ সাথে তুমি খেল তখন রে; খেলা না ছাড়িলে, (সে মাছ

আপনা হ'তে) ছিপ্ টানিলে, ছাই পড়িবে সব আশাতে। (সুতা ছিঁড়্‌লে পড়ে)

৫। যদি রে মাছ ধ'র্‌তে পার, ইচ্ছামত মাছ পাক ক'র রে ; ভাতে ভাজা ঝোল, (নিজের ইচ্ছা যেমন) কোরমা অম্বল, যেমন্ ইচ্ছা হয় মনেতে।

(তখন তোমার)

৬। মাছ না ধ'রে নিজের হাতে, কাঙ্গাল মাছ ভাজিছে কল্পনাতে রে ! কভু ক'র্‌ছে অম্বল, (আপন মনে মনে) কখন ঝোল, গণ্ডগোল তাই জগতেতে ॥

(পুকুরে মাছ নাই ব'লে) ॥১১৯॥

৮৯শ গানের ন্যায় সুর। তাল— একতালা।

সেই প্রেম্ রতন কি সহজে মিলয়। যে প্রেম লাগি বৈরাগী, সর্ব্বত্যাগী মৃত্যুঞ্জয়।

১। যে প্রেম্ লাগিয়ে নারদ সদাই, মুখে হরি বলে, সুখী শুক গোঁসাই ; যে রতন্ পেয়ে বিষ খেয়ে, বালক প্রহ্লাদ বেঁচে রয়।

২। ধ্রুব হ'য়ে যে প্রেম্ অভিলাষী, মায়ের্ কোল ছেড়ে হয় অরণ্যবাসী ; যে প্রেম্ লাগিয়ে ভাবিয়ে, গৌরাঙ্গ সন্ন্যাসী হয়।

৩। যে প্রেমে হইয়ে উন্মাদ, রাজা রামকৃষ্ণের হয় রাজত্ব

প্রমাদ; ছেড়ে অতুল ধন্ পরিজন, লালা বাবু ফকির হয়।

৪। শঙ্কর আচার্য্য নানক্ তুলসীদাস, যে প্রেম্ মহিমা করেন প্রকাশ; যে প্রেম্ মহিমায় রামমোহন রায়, এ বাঙ্গলায় হ'লেন উদয়।

৫। দবীর আর কবীর দুটী ভাই ছিল, তারা সংসার ছেড়ে বৈরাগী হ'ল; পাদ্‌সা ইব্রাহিম সেজে দীন, যে প্রেমেতে ফকির হয়।

৬। কাঙ্গাল বলিছে, এ প্রেম্ যার আছে, ওরে সীসা সোণা সমান তার্ কাছে; বিষয় অহঙ্কার নাই রে তার, মান্ অপমান সমান হয়॥ ১২০ ॥

—:*:—

৪৭ শ গানের ন্যায় সুর তাল—একতালা।

ভক্তিগুণে কিনা ঘটিছে। এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পায় না যাঁর অন্ত, হৃদয় মন্দিরে তাঁরে দেখিছে। (ভক্ত)

১। যাঁর মহিমা হয় অসীমা, যোগে যোগী ভাবিছে; কেবল, ভক্ত ভক্তিগুণে সদা সর্ব্বস্থানে, সর্ব্বভুতে তাঁর প্রকাশ দেখিছে। (ভক্ত)

২। জগৎ ব্রহ্মাণ্ড রে, যে জনা রে, আশ্রয় ক'রে র'য়েছে; যাঁর সকলি অনন্ত নাহি আদি অন্ত, দেখ ভক্তিগুণে তাঁরে হৃদে বাঁধিছে। (ভক্ত)

৩। যে জন্ তারা গ্রহ উপগ্রহ, আদি শূন্যে ঘুরাচ্ছে; ভক্ত ভক্তিভরে তাঁরে ঝুলায়ে সাদরে, অপার আনন্দ-নীরে ভাসিছে। (ভক্ত)

৪। ফকীর ফিকিরচাঁদে বলে কেঁদে, যে জন হৃদে জাগিছে; হারা হ'য়ে ভক্তিধন পাইনে তাঁর দর্শন, কুবাসনা মেঘে তাঁরে ঢেকেছে॥ (আমার)

॥ ১২১ ॥

তাল গড়খেমটা।

যদি কল্পনা ক'রে, অরূপীর্ সে রূপ দেখা যে'ত।

১। তবে সাধন্ ভজন্ ছেড়ে লোকে কল্পনা করিত, কত জল্পনা করিত; লোকে কল্পনার্ জল পান করি শীতল হইত।

২। মাতৃহীন্ শিশুর্ কাছে ছবি গ'ড়ে দিত, যাদু তোর্ মা এই বলিত; শিশু আমার্ মা বলিয়ে ছবির্ কোলেতে উঠিত।

৩। যদি কল্পনাতে রূপ গ'ড়ে মা ব'লে কাঁদিত, তবে বুক্ কি জুড়াত; প্রাণের্ সাগর উথলিয়ে বক্ষঃস্থল ভাসিত।

৪। কাঙ্গাল বলে যদি লোকে সাধন করিত, মায়ের চরণ পূজিত; তবে চোখে নাকে কাণে জিভায় সে রূপ দেখিত॥ ১২২ ॥

তাল—ঐ।

বড় গোল নিরাকার্ নয়, সাকার্ সে জন, গোলে দিন্ কেটে যায়। যে ভাবে সে ভাবে ডাক, ডাক রে তাঁয় ॥ (একান্তে, এক প্রাণে, এক হয়ে)

১। চক্ষু বু'জ্‌লে অন্ধকার দেখায়, যে বলে সে জন্মান্ধ নিশ্চয়; আমি, চক্ষু মুদে দেখি হৃদে, আনন্দময় ॥ (সে রূপ কি)

২। দূরবীণ অনুবীক্ষণের কাজ নয়, যে সেরূপ কি রূপ দেখাইয়ে দেয়; তবে যোগের চোখে দেখ্‌লে তাঁকে, দেখা যে যায় ॥ (তবে তাঁর)

৩। অরূপীর যে কিবা অপরূপ, কার সাধ্য তাঁর প্রকাশে স্বরূপ; কেবল সাধক জানে ধ্যানে প্রাণে, রূপ কি হয় ॥ (অরূপীর)

৪। ফিকির কয়, ধরা না দেয় মোরে, লুকোচুরী খেলা যে করে; এবার আছি ব'সে ধর্‌বার আশে, দেখিলেই হয় ॥ (আর একবার) ॥ ১২৩ ॥

---

৫৮ শ গানের ন্যায় সুর— তাল গড়খেমটা।

দেশ্‌টা মাতালে রে তুই মাতালে? মদের্ ঢালাঢালি ঢলাঢলি ডুবিয়ে সকল ডুবালে। (মদে)

১। এক্ মাতাল দেখ হায়, কেবল শুঁড়ির সেবায়,

তালুক মুলুক টাকা-কড়ি সকলি খোয়ায়; আবার্ চেয়ে দেখ মাতাল এক, জমিদারী যায় ফেলে। মদে,

২। এক্ মাতালে মদ খায়, ও সে ভূমেতে গড়ায়, মরার্ মত পড়ে থাকে আবার্ উঠে খায়; ও তার্ মুখে গন্ধ ক্ষুধা মন্দ, চোখের তারা কপালে। (ওঠে)

৩। আর্ এক্ মাতাল দেখ হায়! দশা তুল্য তুলনায়, পৃথক্ কেবল নিজের ভাঁটি, খাঁটি মাল জন্মায়; খেজুর রসের মত অবিরত, চুয়ায়ে পড়ে গালে॥ (সে মদ)

৪। দেখ এই দুই মাতালে, পৃথক্ মরণ কালে, শুঁড়ির মাতাল মরে যকৃৎ পীলায় ঘা হ'লে; মরে আর এক মাতাল, বলে কাঙ্গাল, ব্রহ্মরন্ধ্র ফাটিলে॥ মদে

৫। ডেকে বলিছে কাঙ্গাল, দেখ আর্ দুটী মাতাল, নিতাই গৌর গুণের ঠাকুর পরম দয়াল; প্রেমে মাতোয়ারা জ্ঞানহারা, নাচে আর হরি বলে॥ (প্রেমে)॥ ১২৪॥

৩৭শ গানের ন্যায় সুর। তাল— তেতালা।

বলি দাও বলে সবে, বলি কি তা বোঝে না। বলি কারে বলে ভেবে দেখে না॥

১। বৃক্ষ লতা বনস্পতি, যত দেখ জগতে, বলিদানে

জগৎ মাতার পূজা করে তাবতে; ফল শস্য করি দান ওষধি হারায় প্রাণ, বিনা আত্ম-বলিদান পূজা সিদ্ধি হয় না হয় না॥

২। রক্ত দানে শক্তি পূজা, করে যে সব বলবান্, তারা শাক্ত নাম ধরে, লোকে করে তাদের কীর্ত্তিগান; রাখিতে ধর্ম্মের মান, করে যারা প্রাণ দান, করে তারা বলিদান, ছাড়ি সংসার বাসনা কামনা।

৩। কাঙ্গাল বলে বন পশু, বলি দেয় রে যে জনা, তারা আপন ঘরের মাঝে, কত পশু আছে জানে না; মন তুমি দাও বলি, রাগ দ্বেষ মহিষ বলি, লোভ নরবলি কাম অজাবলি কল্পনা জল্পনা॥ ১২৫॥

উদ্দীপন।

৬৫শ গানের স্থায় সুর তাল— গড়খেমটা।

ব'সে চাতক্ পাখী ডাকে রে ডালে। মেঘের্ জল বিনা পিপাসা যায় না, তাই ফটিক্ জল দে বলে।

১। ডাঙ্গা ফলেতে আকাশে, যদি মেঘে বারি বর্ষে, হায় রে! তবে ত তার্ পিপাসা যায়, তুষ্ট না হয় অন্য জলে।

২। না হইলে মেঘের্ প্রকাশ, দেখ, চাতক্ ত তার্

ছাড়ে না আশ হায় রে! মেঘ এসে জল দেয় তারে,
দেখ যথাসময় কালে।

৬। চাতক পাখীর্ ভাবটি দেখে, কাঙ্গাল নীরব হয় না,
তাঁরে ডাকে হায় রে! কাঙ্গাল জল্ পাবে ভরসা
আছে, দয়াময়ের দয়া হলে॥ ১২৬॥

—০—

৩৯শ গানের ন্যায় সুর। তাল—গড়খেমটা।

মরি এ কার্ মেয়ে, ঘানিগাছে বসে রয়েছে। ঐ যে,
মোটা সরু বলদ গোরু, ঘানি গাছে ঘুরিছে।
(কাঁধে জোঁয়াল)

১। ঘানিগাছে বাসনা মত, অবিরত ঝরিতেছে রস শত
শত; যে যা যাচে, ঘানিগাছে, সেই মত রস
পাইছে। (কাম অকাম)

২। এক্ গাছে রস নানা মত হয়, তিক্ত কষায়, অম্ল
মধুর, যে যেমন্ যা চায়, রসের এক্ বিন্দু, হচ্ছে
সিন্ধু নানা রসে ডুবিছে॥ (ইচ্ছামত)

৩। কেউ করিয়ে কাম্য রস পান, পরে জীবন হারায়,
গুড়ের্ হাঁড়ায়, মৌমাছির সমান; কেহ অনায়াসে
ভক্তি রসে, পান করিয়ে নাচিছে। (নামামৃত)

৪। কাঙ্গাল ভবের্ গাছের বলদ, গাছে কি রস চোঁয়ায়,
টের্ নাহি পায়, এমনি অবোধ; ও সে, ঘানি

টেনে, কাতর্ প্রাণে, রস নাহি পান করিছে ॥
(যানি টেনে মরে) ॥ ১২৭ ॥

৪৬শ গানের ন্যায় সুর। তাল—গড়খেমটা।

কোন্ কারিকর ঘুড়ি উড়াচ্ছে। বাতাস ভরে ঘুড়ি উড়ে, কত খেলা খেলিতেছে ॥

১। কখন গোপ্তা খেয়ে, কখন লপ্টাইয়ে, কোণ ঝুকিয়ে সোজা দাঁড়াচ্ছে; ঘুড়ির্ ডুরি আছে ও যার্ হাতে, যে ঘুড়ি উড়ে তাহার্ মতে, সে ত আকাশ ভেদ ক'রে, মাথা খেয়ে উঠিতেছে।

২। না মানি কারিকরে, যে ঘুড়ি আপনার্ জোরে, আকাশে ঘুরে ফিরে উড়িছে; সে ত লপ্টাইয়ে গোপ্তা খেয়ে, উঠে না আর্ মাথা খেয়ে, আখেরে নীচে গিয়ে গড়াইয়ে পড়িতেছে।

৩। যে ঘুড়ি কাটে ডুরি, তার্ তো বিপদ ভারি, পাঁচ বালক ধরে টেনে ছিঁড়িছে; কারিকর্ না ছাড়ে ঘুড়ি, আপন্ হাতে কারিগিরি, সৌখীন্ সেই সখের্ ঘুড়ি, ফিরে আবার্ গড়িতেছে।

৪। কাঙ্গাল কয় কারিকরে, উড়্‌তেছি ডুরির্ জোরে, টেনে নও ডুরি ধরে নিকটে; ওহে! ডুরির্ টানে

টান্ খেয়ে, আমি উপরে যাই মাথা খেয়ে, হাথ প্রাণ্ দেখা দিয়ে, তোমায় কাঙ্গাল ডাকিতেছে ॥

—— ৪ —— ॥ ১২৮ ॥

তাল—গড়্খেমটা।

নদী বল্‌রে বল আমায় বল রে। কে তোরে ঢালিয়ে দিল এমন শীতল্ জল রে ॥

১। পাষাণে জন্ম নিলে, ধর্‌লে নাম হিমশিলে, কার্ প্রেমে গলে আবার্ হইলি তরল রে; ওরে যে নামেতে তুমি গল, সেই নাম্ একবার্ আমায় বল, দেখি গলে কিনা আমার্, কঠিন হৃদিস্থল রে।

২। কার্ ভাবে ধীরে ধীরে, গান্ কর গভীর্ স্বরে, প্রাণ মন হরে কিবা শব্দ কল কল রে; নদী রে তোর্ ভাবাবেশে, যখন্ যায় রে বক্ষঃস্থল ভেসে, তখনি বর্ষা এসে, ভাসায় ধরাতল রে।

৩। ভক্তজন্ পবন সঙ্গে, পুলক না ধরে অঙ্গে, প্রেম তরঙ্গে তুমি কর টলমল রে; তুমি নেচে নেচে ছুটে বেড়াও, যারে নিকটে পাও তারে নাচাও, উচ্চ রবে কার্ নাম গাও, হইয়ে বিকল রে।

৪। সর্ব্বত্র সমান স্বভাব, কোথাও নাই গুণের্ অভাব মরিরে তোমার প্রভাব, শক্তি কি অটল রে; তুমি ঘৃণা ক'রে না দাও ফেলে, যত সরা মরা কর কোলে, ক'র্‌লে পরশ তোমার জলে, অঙ্গ হয় শীতল রে।

৫। যে স্মরন্ করে তোরে, তার্ স্বরূপ তোমার্ নীরে,
তাই নদী তোমার্ তীরে, দেখি শ্মশান স্থল রে;
যোগী ঋষি আদর্ ক'রে, তাই তোমার তটে সাধন
করে, হয়ে থাকে তোমায় হেরে, হৃদয় নিরমল রে।
৬। মূঢ় মন্ যত নরে, কিছু না বিচার্ ক'রে, ভব জলে
ত্যাগ করে মূত্র আর্ মল রে; তাতেও তোমার্
না যায় গৌরব, তুমি মায়ের্ মত সম্বর সব, কাঙ্গা-
লের ভব-বান্ধব শ্মশান-গঙ্গাজল রে ॥ ১২৯ ॥

---

৭৮ শ গানের ন্যায় সুর। তাল—গড়খেমটা।

পাখী মোর্ সেই কথাটি বল না। মনে বড় আশা,
তাই জিজ্ঞাসা, ক'র্বো ক'রতে পারি না।
১। অতি প্রভাত্ কালেতে, বসে গাছের্ ডালেতে,
তুই, উর্দ্ধমুখে ডাকিস্ কারে মনানন্দেতে; তারে
না ডাকিলে প্রভাতকালে, ক্ষুধা পেলে গিলিস্ না।
২। শক্তি নাই বলে তোরে, খেতে দেয় অকাতরে,
তোর, এমন্ দরদি জন্ কোথা বল্ না আমারে; যে
জন্ এমন দাতা বল সে কোথা, শুন্‌বো তা আর
ছাড়ব না।
৩। তোর্ গর্ত্ত সঞ্চারে, গাছের ডালের্ উপরে, এমনি

ক'রে কর্‌রে বাসা কে বলে তোরে ; আবার্ ডিম্ব হ'লে তায় তা দিলে, কে বলে হবে ছানা।

৪। ফিকিরচাঁদ কয় কাঁদিয়ে, অশেষ পাপী বলিয়ে, ব'ল্লে না সে কথা পাখী গেল উড়িয়ে, তবে কোথায় যাব, কায় ডাকিব, কেউ যে কথা বলে না ॥ আমায়,

—— ॥১৩০ ॥

প্রথম গানের ন্যায় সুর। তাল— খেমটা।

ওরে ভাই হিমগিরি বিনয় করি, বল একবার্ আমার্ কাছে।

১। কেবা রে আদর্ করে তোমার্ শিরে, সোহাগ ঝুটি বাঁধিয়াছে ; আবার, সেই চূড়ায় চূড়ায় কেবা তোমায়, হীরার্ টোপর পরায়েছে।

২। যখন্ রে প'ড়ে আলোক মারে ঝলক, চুণি মণি টোপর্ মাঝে ; ওরে, তোর মাথার্ উপর এমন্ টোপর, কোন কারিগর্ গড়ায়েছে।

৩। এত যে সোহাগ্ তোমার তবু আবার, দুটি নয়ন ঝুরিতেছে ; তাইতে রে ঝর ঝর, নিরন্তর নিঝরের্ জল পড়িতেছে।

৪। কাঙ্গাল কয়, ওরে আঁধা ও নয় কাঁন্না, প্রেমে গিরি গলিতেছে ; অথবা ভারতের্ দুখ্ দেখে রে বুক, ফাটে পাষাণ গলিতেছে ॥ ১৩১ ॥

——):#:(——

ঐ সুর— ঐ তাল।

ওরে ময়ুর্ বল্‌রে মোরে, কেবা তোয়ে, এমন্ ক'রে সাজায়েছে।

১। মরি কার্ এত সোহাগ এ অনুরাগ, রঙ্গের পোষাক পরায়েছে; তুমি রে কার্ সোহাগে অনুরাগে, প্যাকম্ ধরে বেড়াও নেচে।

২। একে অপূর্ব্ব পাখা পালক্ ঢাকা, চাঁদের্ রেখা তায় শোভিছে; যে তোরে এমন্ করে চিত্র করে, সে চিত্রকর্ কোথায় আছে।

৩। ময়ুর্ তোর সর্ব্বরঞ্জন ক'রে যে জন দুটী পা কুৎসিত্ ক'রেছে; সে তোরে একাধারে রঞ্জনকারি-দর্পহারী গুণ্ দেখাচ্ছে।

৪। কাঙ্গাল কয়, এ যার্ ময়ুর গুণের্ ঠাকুর, সে যে আমার্ জগৎ মাঝে; ওরে তার্ গুণের্ অন্ত বেদ বেদান্ত, না পেয়ে নির্গুণ বলেছে॥ ১০২ ॥

—o—

৪০ শ গানের ন্যায় সুর। তাল—গড়খেমটা।

ওরে মৃগ আমায় বল? (রে) স্বাধীন মনে চর বনে, এত পুণ্য কিবা ছিল।

১। খেয়ে লতা পাতা ঘাস, বনেতে কর রে বাস, নাই বিলাস বারমাস স্বচ্ছল; যোগী তোরা মৃগ সবাই,

তোদের্ দ্বেষ হিংসা প্রভুত্ব নাই, জাতীয় দল বেঁধেছে ভাই, আছে পরস্পরে মিল।

২। প্রয়োজন্ হ'লে পরে, নাহি যাও ধনীর্ দ্বারে, খাও প্রান্তরে চরে কেবল ; ধন্য তোদের্ স্বাধীনতা, সহয় আছেন্ বিধাতা, শুনে ধনীর বাঁকা কথা, চক্ষে নাহি পড়ে জল।

৩। ভূমির নাই খাজানা, স্বামীর নাই তাড়না, কাণ্ ধ'রে আন্ বলে না প্রবল ; তাড়া দিলে ব্যাধগণে, বন্ ছেড়ে যাও অন্য বনে, প্রাণ গেলেও মৃগ কোন জনে ধর্ম্মাধীনতার নাহি বল।

৪। যদি মৃগ বল বনে, বাণ দিয়ে অকারণে, মৃগদল বধে প্রাণে চণ্ডাল ; কাঙ্গাল বলে কাতরেতে, প্রাণ্ গেলেও মৃগ ব্যাধের হাতে, ধনীর্ বাক্যবাণ্ হতে, ব্যাধের্ বাণ বরং ভাল ॥ ১৩৬ ॥

---

৪৭ শ গানের ন্যায় সুর তাল— একতালা।

কার্ শোভাতে শোভা পাইছ। (লো,) ওলো আমায় বল সে বারতা, ওলো ঝুম্‌কো লতা, রূপের প্রভায় বন্ আলো ক'রেছ ॥ তুমি,

১। কেবা এমন্ করে থরে থরে, সাজায় তোমায়

সুসাজে লো; তোমার্ বিবিধ বরণে, ময়ূর পুচ্ছ জিনে, কাহার সোহাগে এ সাজ সেজেছ লো। তুমি

২। কেমন্ তিন্‌টি শিরে মাথার পরে, সদা করে বিরাজ লো; আবার্ মাঝে পাঁচটি কল, চমৎকার সে স্থল, কাহার্ কৌশলে সে সকল ঘুরিছে। বল,

৩। ফিকিরচাঁদে বলে ঝুম্‌কা ফুলে, এ সাজে যে সাজা লো; তাঁর্ রচনা দেখিতে, মহিমা জানিতে, মূঢ় মন্ কেন না ধাইছ ॥ (বল আমার,) ॥ ১৩৬ ॥

—০—

৩৮শ গানের ন্যায় সুর। তাল— গড়খেমটা।

কোথা তে এ সব্ আসে কোথা যায়; ও তা ভাব্‌তে গেলে মাথা ঘোরে, ভাব্‌না শেষে ভাব্ না পায়।

১। ভাইরে, বট গাছের বীচি, ওতা নিতান্ত কুচি, তার্ ভিতরে খুঁজ্‌লে পরে জল একটু রতি; যদি মাটিত পড়ে দু'দিন্ পরে, সেই রতি জল আস্‌মান ধায়।

২। ভাইরে! রক্ত আর বীজ, ও তা দুজনের দুই চিজ, ও তা জানে শুনে লোকে কিন্তু হয় না তার্ উদ্দিশ; আবার চিত্রকরে চিৎ করেছে, রং করে শূঁয়-পোকায়।

৩। ফকির ফিকিরচাঁদে কয়, একি কথার কথা হয়, ওরে বাবার বাজী বোঝা কারু বাবার্ সাধ্য নয়; একবার্ ডুব দে রে মন ভাব সাগরে, সাঁতার দিবার কাজটি নয় ॥ ১৩৫ ॥

---

৪৭ শ গানের ন্যায় সুর তাল—একতালা।

ভাব্‌তে গেলে মানুষ পাগল হয়। (রে) আহার্ বাতাস না পাইয়ে বাসায় বদ্ধ হয়ে, কেমন্ করে, গুটী পোকা বেঁচে রয়। রে,

১। থেকে বাসার্ মাঝে কত সাজে, সেজে সে যে বাহির হয়; ও তার্ বাসার মাঝে গিয়ে, কেবা দেয় সাজায়ে, কোন্ কারিগরের এত কৌশল হয়। রে,

২। আগে কুৎসিত্ ছিল শেষে হলো, কি উজ্জ্বল শোভা ময়; ও তার্ বিচিত্রতা কিবা, দেখিলে সে শোভা, কত মত হয় মনে ভাবোদয়। রে,

৩। যে জন্ ঘুরায় বসি রবি শশী, অসাধ্য তার্ কিছুই নয়; কেবল তার্ কৌশলেতে, থাকিয়ে বাসাতে, গুটি পোকা শেষে প্রজাপতি হয়। রে,

৪। দেখে এ সব ভাবে ভেবে ভেবে, কেঁদে ফিকির-চাঁদে কয়; আমায় যা হয় এক্ তা কর, তোমার প্রতি ভার, ইচ্ছাময় তোমার যাহা ইচ্ছা হয় ॥

(ওহে) ॥ ১৩৬ ॥

১১৯ শ গানের ন্যায় সুর। তাল— গড়খেমটা।

কেমনে ভুলিব তোমায়, তুমি কি ভুলিবার্ ধন।

১। যখন্ যে দিকে ফিরাই আঁখি, কেবল তোমারই মহিমা দেখি হে; দেখে আশ্ মেটেনা, (ওহে প্রাণ সখা!) যতই দেখি, ততই হেরি নূতন নূতন।

(সেই মহিমা)

২। পর্ব্বত উন্নত শিরে, ওহে সাগর গভীর স্বরে হে; তোমার রবি শশী. (ওহে দীন দয়াময়) চারুকরে মহিমা করে কীর্ত্তন। (দিবানিশি)

৩। ডাকে তোমায় ঘন ঘন, ওহে গভীর গরজে ঘন হে; (তোমার, প্রেম পিপাসু. ওহে প্রেম জলধর!) চাতক পাখী ঊর্দ্ধ মুখে ধায় হে তখন।

(প্রেম বারির আশে)

৪। উঠে যখন তরুণ ভানু, দেখিয়ে তার্ লোহিত তনু হে; তোমার সুশীতল, (ওহে জ্যোতির্ম্ময়!) লোহিত জ্যোতিঃ, অম্‌নি আমার্ হয় হে স্মরণ।

(সেই শীতল জ্যোতিঃ)

৫। ভাসি দুটী চোখের্ জলে কাঙ্গাল-ক্ষেপাচাঁদ ফকীরে বলে হে; এক্‌বার দাঁড়াও এসে, (হে কাঙ্গালের সখা!) হৃৎকমলে, দেখি তোমার অভয় চরণ॥

—:*:— ॥ ১৩৭ ॥

৪। শ গানের ন্যায় সুর। তাল—একতালা।

ভুলনা রে ভুল না তাঁহায়। ও যাঁর্ দয়ার তুলনা, জগতে মিলে না, জগৎ প্রকাশ যাঁর মহিমায় ॥(এই)

১। তুমি বিষয় আশয় বন্ধু সহায়, পেয়েছ রে যাঁর্ কৃপায়; তিনি বিষয়ের বিষয় সর্ব্ব মঙ্গলময়, সম্পদে বিপদে সকলের সহায় ॥ যিনি

২। তুমি বিষয় পেয়ে মোহিত হয়ে, ভুলে আছ তুমি যাঁহায়; যদি তিনি ভোলেন্ তোমায়, কি দশা হয় হায়, তুমি কোথায়, তোমার বিষয় রয় কোথায় ॥ তখন,

৩। দুখে কাঙ্গাল বলে নয়ন্ জলে বক্ষঃস্থল ভেসে যায়; আমি ভুলে আছি তাঁরে, না ভোলেন আমারে, তিনি মধুর স্বরে ডাকিছেন আমায় ॥ (কতবার) ১৩৮॥

তাল—গড়খেমটা।

যদি দেখ্‌বি তাঁরে, তবে ভাই! আয় রে শান্তিপুরে।

১। আমার চৈতন্য নিত্যানন্দ, সদা বিরাজ করে, দেখ অদ্বৈতের ঘরে; একে তিন তিনে এক হয়, দেখ্ রে বিচার ক'রে ॥

২। নিত্যানন্দ বিনে কে চৈতন্য দিতে পারে, ওরে এ মায়া ঘোরে; আবার্, দুইকে মিলায়ে দেয় অদ্বৈত দয়া ক'রে ॥

৩। চৈতন্য পাবিরে অদ্বৈত চিন্তা ক'রে, ওরে নিত্যা-নন্দে ধ'রে ; এক্ ধরিলে তিন্ যে মেলে, এক ছাড়া তিন্ নয় রে ॥

৪। কাঙ্গাল মরে অহঙ্কারে, মনে ফিকির ক'রে, বিদ্যা বিজ্ঞানের ঘোরে ; ও সে গোড়া কেটে আগায় জল দিচ্ছে বারে বারে ॥ ১৩৯ ॥

—— ০ ——

তাল ঐ।

(ওরে ও) চিড়ে মহোৎসবে মজ তবে মন্ আমার।
ওরে যথাবিধি চিড়া দধি, চিনি কর একাকার ॥

১। মালসা মানস তোমার, নিতাই দয়াল্ অবতার, ওরে সাধন কঠিন হয় রে, চিড়া যে তাঁহার ; গৌর দয়াল নিধি নিরবধি, প্রেম-দধি দেবেন্ আবার।

২। তত্ত্বজ্ঞানের আধার, দেখ অদ্বৈত আমার, একমেবা-দ্বিতীয়ম্ চিনি যে তাঁহার ; এ তিন মিশাইয়ে কর গিয়ে, চিড়া দধির ফলার।

৩। ভাসি নয়নের জলে, কাঙ্গাল ফিকিরে বলে, চিড়া দধির ফলার্ না হয় আমার্ কপালে ; যদি যোটে কখন, ভক্তি-লবণ বিনা আস্বাদ হয় না তার ॥

—— ০ —— ॥ ১৪০ ॥

৪৭শ গানের ন্যায় সুর। তাল—একতালা।

কে জানে সে কোথায় রয়েছে।(রে,) ও যার্ নিয়মে ভুবন, তারকা তপন আপন্ আপন্ পথে চলিছে।

১।একি চমৎকার কেহ্ কার, নাহি পরশ করিছে; ও যার, গগণে তপন, তপনে ভুবন, ভুবনে কতই চাঁদ্ ঘুরিছে। ওরে,

২। নাহি ধনী মানী, গুণী জ্ঞানী, পাপী তাপী তাঁর কাছে; ও তাঁর্ জলদ পবন অনল শমন, সম ভাবে সবায় সেবিছে। ওরে,

৩। দুঃখে বলে কাঙ্গাল, জ্যোতির্ জাঙ্গাল, চিরকাল ত জ্বলিতেছে; তাদের্ কেবা রে স্বজিল, কেবা জ্যোতিঃ দিল, সুধালে সকলে নাহি বলিছে। ওরে, ॥১৪০॥

——০——

তাল খেমটা।

(আরে ও) অরূপীব যে স্বরূপ দেখেছে। এ সংসারে তার্ কি কুলের ভয় আছে।

১। সংসারের সং সাজে সে কি; সে যে রং মহলে বারাম দিয়ে ব'সেছে।

২। সমাজ নাই সব্ সমান জ্ঞান; হরিপদ-রজ যে গায় মেখেছে।

৩। লোক লাজে ভয় কি আছে; ত্রিলোকের যে আলোক্ মাঝে ব'সেছে।

৪। জাতের্ বিচার রাখে সে কি ; সে যে সকল্ ছেড়ে অজাতে দাঁড়ায়েছে।

৫। ফিকিরের্ সে দিন্ কি হবে ; কবে জাত্ হারায়ে অজাতে দাঁড়াবে সে। ॥ ১৪৩॥

প্রথম গানের ন্যায় সুর। তাল—খেমটা।

বসায়ে সখের্ মেলা, রসের্ খেলা, দিন্ দুই চার্ খেল্লে ভাল।

১। মেলা ত দে'খে চোখে মেলা লোকে, কিবা উপদেশ পেল ; বাজিল শেষের্ ঘড়ি তাড়াতাড়ি, যার্ বাড়ি সেই চলিল। (সখের মেলা ভেঙ্গে গেল)

২। যদি ভাই বুঝে থাক ভেবে দেখ, ভব মেলার্ বেলা ডুব্‌ল ; এ সংসার্ রসের খেলা, রেখে পাগ্‌লা, ভবের্ ভেলা খুঁজিগে চল।

(পারে যাব যাতে রে সেই)

৩। এই কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদে, জীবের্ পদে ধরে, বলে ভাই হরি বল ! ঐ দেখ ডুব্‌ল বেলা, ভাঙ্গল্ খেলা রেখে খেলা সেই বাড়ী চল॥

(যে বাড়ী হ'তে এলে মেলায়) ॥ ১৩৮ ॥

—— ৪ ——

প্রথম গানের ন্যায় সুর। তাল—খেমটা।

দুনিয়ার ভোজের্ বাজী, মোল্লা কাজী ভাব্‌লে পাগল পণ্ডিত জ্ঞানী।

১। সন্তানের সম্ভাবনায়, কি বাজী হায়! স্তনের রক্ত দুধ অমনি; ওরে দুধ ছিল কোথায় কেবা যোগায় এমন্ দয়াল বল্ কে শুনি।

২। যত দিন্ দাঁত না উঠে সেই দুধ চাটে, মায়ের কোলে যাদুমণি; আবার রে দাঁত উঠিলে ভাত চিবালে, লুকায় দুধের প্রস্রবনী।

৩। কাঙ্গাল কয় অমৃতেরে গরল করে, গরল হয় অমৃত জানি; দেখ রে তার প্রমাণে, গরল পানে বাঁচেন প্রহ্লাদ গুণমণি॥ ১৩॥

১৫শ গানের ন্যায় সুর। তাল— একতালা।

সংসার্ জ্বালায় জ্বলে, সবাই মর্‌তে চায়; ম'লে এমন্ রতন কি পায়, তাই মানুষে মরণ চায়। রে,

১। বল্ শুনি মন্ সেই কথা আমায়, মানুষ ম'লে শান্তি পায় রে এমন্ স্থান কোথায়; জ্বলে পুড়ে মানুষ যথায় গেলে রে, সকল জ্বালা অম্‌নি নিবে যায়। রে

২। ভাই বন্ধু সংসারের মাঝে, এ সব বন্ধু হতে বন্ধু

আবার্ এমন কে আছে; সে কি এত ভালবাসে সবায় রে, ম'রে তার কাছে যেতে চায়। রে,

৩। এত ভালবাসে রে যে জন, তারে প্রাণের্ সহিত ভালবাসিস্ নে রে মন; তারে ভাল না বাসিলে মন রে, মানুষ ম'লেও শান্তি নাহি পায়। রে,

৪। কাঙ্গাল কাঁদে চক্ষে পড়ে জল, ও মন্ মর্‌তে চাও যে মরণের কাজ কি করিলি বল; যে দু'দিন্ বেঁচে থাকিস্ মন রে, ডাক দীননাথে সর্ব্বদায়॥ ১৪৫ ॥

---

৩৮ শ গানের ন্যায় সুর— তাল গড়খেমটা।

এবার এ জ্বরে আমার্ ভরসা নাই বাঁচিতে। শতো-পরে ছয়ের ঘরে, জ্বর উঠেছে কল কাটিতে। এবার

১। অহঙ্কার পারার ভাগে, ক্রমে ঊর্দ্ধ শত দাগে, ছয়ের দাগে ষড়যোগে, বিকার ঘটায় আচম্বিতে; জ্বরে ব্রহ্মচক্র টেনে ফেলে এ সংসার মর্ত্তলোকে।

২। এখনকার সদ্য জ্বরে, বৈদ্য নাহি নাড়ী ধরে, জ্বরের নির্ণয় কাটির বিচারে; কাঁচ পারদে কাঠির গঠন, কাঠির হাতে মরণ বাঁচন, বৈদ্যনাথে কর স্মরণ জীব রে! জীবন মরণ কলকাটিতে॥

(ডাক্তরে বৈদ্যনাথে, বৈদ্য ত হদ্দ হয়েছে)॥ ১৪৬ ॥

৬৩শ গানের ন্যায় সুর। তাল — গড়খেমটা।

আয় রে আয়! কে দেখিবি সাধকের সংসার আনন্দময়। সংসারের জ্বালা যাবে, শীতল হবে তাপিত হৃদয়॥ সংসার পোড়া,

১। মায়ের কোলে ছেলে হাসে, স্তন্য পানে সুখে ভাসে আবার স্নেহভাবে মায়ের মুখ্ কি শোভা পায়; সাধক্ স্ত্রীর কোলে দেখে ছেলে, ভেসে যায় রে চোখের্ ধারায়। (গণেশ জননী বলে)

২। ছেলে কোলে লয়ে আবার, মুখে তুলে দিচ্ছে আহার, যখন্ হাত পেতে 'দে দে' বল্‌ছে ছেলে যে তাঁর; সাধক্ আর কি রে রয়, নাচিয়ে কয় খাও রে আমার আনন্দলাল। (প্রাণের গোপাল)

৩। মেয়েটিকে বুকে লয়ে, সাজায়ে অলঙ্কার দিয়ে, মেয়ে হেসে হেসে স্নেহরসে ভেসে বেড়ায়; সাধক্ হৃদয় পরে মেয়ের ধরে, চক্ষু মুদে অজ্ঞান হয়।
(এই আমার উমা বলে)

৪। ধরা চুড়া বেধে দিয়ে, ছেলে রে কৃষ্ণ সাজায়ে, মেয়েটীকে দাঁড় করে তাহার বাঁয়; কভু শিব গৌরী সাজাইয়ে, যুগল রূপে পাগল হয়॥ (ভক্ত সাধক)

॥ ১৪৭ ॥

আমন্ত্রণ।

প্রথম গানের ন্যায় সুর। তাল—খেমটা।

আয়রে ফকিরের্ দলে, সবাই মিলে নাচি একবার্
বাহুতুলে।

১। একবার তাঁর্ সুমধুর নাম্ কর রে গান, জুড়াবে
প্রাণ অবহেলে; তখন রে ছেড়ে সংসার, নাম
গাবে তাঁর, ছাড়বে না আর্ ছাড়্‌তে বল্লে।

২। যদি কেও শ্রবণ কীর্ত্তন্ ক'রে যতন, পাও সে রতন
সাধন্ বলে; তখন্ রে সোণার্ খনি পরশ মণি,
তুচ্ছ ব'লে দেবে ফেলে।

৩। কাঙ্গালের ছেঁড়া তেনা নাইরে সোণা, কর ঘৃণা
কাঙ্গাল ব'লে; কাঙ্গালের্ সর্ব্বস্ব ধন অমূল্য ধন,
ধনী হবে সে ধন্ পেলে॥ ১৪৮॥

ঐ সুর—তাল কয়ালী।

যদি ভারতবাসী হবে পরিত্রাণ। তবে, সরল হোয়ে
এক হৃদয়ে, কর নাম গান।

১। যে নামে নাই শমনের ভয়, মহাদেব হলেন মৃত্যুঞ্জয়,
(সেই নাম্ কর রে, সবে এক হৃদয়ে) প্রহ্লাদের
মরণ না হয়, করিয়ে বিষ পান।

২। যে নামে নারদ যোগী, শুকদেব সুখ ত্যাগী ; (সেই নাম কর রে, সবে এক হৃদয়ে) যে নামে হ'লে বিবেকী, গলে রে পাষাণ।

৩। এ নাম্ নয় রে নূতন কথা, যোগী ঋষির হৃদয় গাথা, (সে নাম কর রে, সবে এক হৃদয়ে) গাহিলে যায় হৃদয় ব্যথা, শীতল হয় রে প্রাণ।

৪। কাঙ্গাল বলে নামে ভক্তি, হ'লে পাবে পরম শক্তি, (সেই নাম কর রে, সবে এক হৃদয়ে) সেই শক্তি জীবন-মুক্তি, বেদের বিধান॥ ১৪৯॥

—ঃ*ঃ—

৬৮ শ গানের ন্যায় সুর। তাল— গড়খেমটা।

তোরা আয় রে, মায়ের কাছে, ক্ষুধা যদি ভাই হয়ে থাকে।

১। ওরে, জগৎমাতা ডাক্‌ছেন ও ভাই! চেয়ে দেখ চোখে; ও ভাই! অন্নের্ থালা হাতে ক'রে, সবারে মা ডাকে।

২। ও ভাই! মা ভুলিয়ে কেন কাঁদিস মরিস কেন ক্ষুধাতে ; মা যে অন্ন দিবেন ক্ষুধা যাবে, মা ব'লে ডাক্ মাকে।

৩। ও ভাই! ধন জন জ্ঞান মদে, আছ মত্ত হয়ে ; ও ভাই, মাকে ভুলে আছি মোরা, মা ভোলেন নাই কা'কে। ও ভাই,

৪। অপরাধী ব'লে মা তো দিবেন্ না ফিরায়ে; ছেলে অমান্য করিলে মাকে, মা তা কি মনে রাখে।

৫। ও ভাই! সাধু পাপী জ্ঞানী অজ্ঞান্ সমান মায়ের্ কাছে; মা যে পুত্র কন্যা কোলে লয়ে, অন্ন দেবেন্ মুখে।

৬। কাঙ্গাল বলে, মাগো আমি তোমার্ কাঙ্গাল ছেলে; ওমা, কিঞ্চিৎ প্রসাদ অন্ন দিয়ে ধন্য কর আমাকে॥ ॥ ১৫০॥

প্রথম গানের ন্যায় সুর। তাল—খেমটা।

ওরে ভাই, তাঁর নাম অবিরাম, কর গান দিন্ বয়ে যায়।

১। ওরে, ভাই ধনী মানী গুণী জ্ঞানী, পাপী তাপী আয় রে ত্বরায়; সকলে সরল হয়ে এক্ হৃদয়ে, প্রাণ ভরিয়ে ডাকি রে তাঁয়॥

২। এ হেন সুযোগ পেয়ে অলস হয়ে, কেউ থেকনা ভুলে মায়ায়; ঘুচিবে সকল কুদিন পাবে সুদিন, দীন্‌দয়ালের নাম্ মহিমায়।

৩। ওরে ভাই মরণ কালে যাঁকে ডাকলে, শমনের দূত কাছে না যায়; ওরে, সেই অভয় নামে মর্ত্ত-ধামে, ফকির্ হয়ে ভয় করিস্ কায়।

৪। এই কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদে মনের সাধে, বাহুতুলে নেচে বেড়ায়; ওরে, তাঁর নামের্ ধ্বনি শিঙ্গার ধ্বনি, শুনিয়ে পাষাণ্ড পালায়॥ ১৫১ ॥

—•—

১১৭শ গানের ন্যায় সুর। তাল— কাহালী।

ভবপারের তরি তোদের লেগেছে তীরে। সকা-তরে ডাক্‌লে তাঁরে নেবে রে পারে ॥

১। জায়গার কমি নাই নায়েতে, জে'তের বিচার নাই বসিতে; (তোরা কে যাবিরে, ভবপারের তরণীতে, এমন সুযোগ আর পাবিনে) চলে নাও দ্রুতগতিতে এক্ হা'লের জোরে ॥

২। যদি নেয়ে মনে করে, ব্রহ্মাণ্ড নায় নিতে পারে, (সামান্য নয় রে, এ তরি তরির মত, এই বিশ্ব সংসার নিতে পারে) কিন্তু প্রেমিক ভিন্ন নেবে না রে, আস্‌তে হয় ফিরে ॥

৩। ফিকির্ এখন ফিকির্ ক'রে, না পেয়ে নাও কেঁদে মরে; (আমার কি হ'ল রে, ভবপারে যাওয়া হ'ল না, আগে তাঁরে প্রেম না ক'রে) ওহে, দয়াময় পার কর মোরে, ডাকি কাতরে॥ ১৫২॥

—•—

তাল— একতালা।

ওরে, ভয় কি আছে আমার কাছে, একবার আয় পাখী। আয় রে সবাই মিলে তাঁর ডাকি॥

১। আমি, মানুষের দলে ডাকিতে গেলাম, ডেকে, না পেলাম, আর লাভে হ'তে পাগল হ'লাম; তোদের, সরল জেনে বনে এলাম, পাখী তোরাই একবার ডাক্ দেখি॥

২। যে জন্ তোদের সৃজন করে, ডেকে ডুকে পাখী যদি দেখা পাস্ তাঁরে; তবে, তোরা তাঁরে দেখাস মোরে, পাখী দিস্‌নে আমায় ফাঁকি॥

৩। মানুষ অতি স্বার্থপর হয়, তাই ব'লে রে পাখী যদি, আমায় করিস্ ভয় তবে, গাছে থেকে ডাক্‌রে তাঁরে, আমি শুনি রে দূরে থাকি॥

৪। কাঙ্গাল বলে মানুষ হ'য়ে, যে জন্ তাঁরে ভুলে আছে, পাখী ভাল তার চেয়ে; পাখী আত্মারাম বলে ডাক্ রে, পাখী আয় তোরে হৃদে রাখি॥

॥ ১২৩ ॥

প্রার্থনা।

৫২ শ গানের ন্যায় সুর। তাল—গড়খেমটা।

ওগো মা! সদা তাই ডাকি মা, মা আমি তোমায় মা ব'লে। মা আমার, দুঃখ্ দূরে যায়, শীতল হয় মা; তোমায় ডাক্‌লে মা। (তাপিত হৃদয়)

১। রোগেতে শরীর জরা, ওমা, মল মূত্র অঙ্গ ভরা, সহোদর্ সহোদরা কেউ না করে কোলে; মা যে, এমন ছেলে করেন কোলে, ঘৃণা ক'রে না দেন্ ফেলে মা। (মা যে কোলের ছেলে)

২। রোগেতে শয্যাগত, ওমা, অনিবার্ যাতনা কত, রোগী যে অবিরত ডাকে মা মা ব'লে; ওমা ডাক্‌লে তোমায় ভয় থাকে না, রণে বনে ভয় থাকে না, মাগো, তোমায় মা ব'লে গো মা।

(বিপদ কালে ডাক্‌লে)

৩। কাঙ্গাল কয় ত্রিতাপ্ রোগে, ওমা, প'ড়েছি যে ঘোর্ নরকে, মা আমার, রোগে শোকে জীবন্ গেল জ্ব'লে; আমার আর সহেনা এ যাতনা, তুমি একবার্ কর কোলে মা! (সকল জ্বালা যাবে স্থান দাও অভয় চরণ তলে।) ॥ ১২৪।

ঐ সুর। তাল ঐ।

ওগো মা! মাগো ব্রহ্মময়ী, কি করি দাও আমায় ব'লে। আছে মোর সেই ভরসা ফেলে না যায়, দোষী হলেও ফেলে না মা, কোলের ছেলে। মা,

১। এই সংসার্ কয়েদখানায়, ওমা ছয় প্রহরী সদায় জ্বালায়, একটা ফাকি দে ভুলায় কত কথা বলে; আমি দিন্ রজনী ঘানি টানি, তবু একটার্ মন না মেলে॥ মা,

২। শুনে কাঁপিছে হিয়ে, এই কয়েদ হ'তে খালাস পেয়ে, আবার দ্বীপান্তর গিয়ে যেতে হবে জেলে; সেথা বিষ্ঠা মেখে ঝাটা মুখে, মারবে বলে বলে বলে॥ মা,

৩। ফিকিরচাঁদ এই ভরসায়, ওমা যোড় করেতে ডাক্‌ছে তোমায়, শুনি সেই শমন পালায় তোমার নাম শুনিলে; আমি ভয় করিনে, কাল শমনে, তুমি যদি কর কোলে॥ মা, ॥ ১৫ ॥

তাল—গড়খেমটা।

ওমা! নই আমি সে ছেলে। যার্ আছে সাধনের জোর, সে কি মা তোর্ ভয় করে, তুই ভয় দেখালে॥

১। ওমা, সত্যকালে সুরথ রাজা, রাজ্য হারিয়ে করে তোমায় পূজা, বৈরিকে বধে প্রজা রাজ্যধন তাহায় দিলে ; আবার বৈশ্যকে উদ্ধারের তরে, তুমি ক'রে কীর্ত্তি এ সংসারে, ব্রহ্মজ্ঞান দিয়ে তারে মাগো, ব্রহ্মজ্ঞান দিয়ে তারে মুক্তি দিলে ॥

২। যদিও অনেক দিন সে গত ত্রেতা, তবু আছে মা পুরাণে গাঁথা, রাবণ হরিণ সীতা, যুদ্ধ হয় সাগর কূলে ; সেই দেবদ্বেষী রাবণেরে, তুই কোলে নিলি রণোপরে, কি গুণে কোলে নিলি মাগো, কি গুণে কোলে নিয়ে দিলি ফেলে ॥

৩। ওমা, কালকেতু এক ব্যাধের ছেলে, তারে অভয় দিয়ে ক'র্‌লি কোলে, আমার দিক্ হীন ব'লে দোষ আছে কি চাহিলে ; যদি চাইলে হয় তোর্ দোষের কথা, তবে বল মা, আমি যাব কোথা, কলঙ্ক হবে তোমার মাগো, কলঙ্ক হবে আমায় ফেলে গেলে ॥

৪। ওমা, যাঁর স্মৃতিতে বঙ্গ শাসন, সেই দ্বিজপুত্র রঘুনন্দন, ক'র্‌লি তাঁর দুঃখ মোচন কঙ্কের আগুন যোগালে ; আবার সত্য মিথ্যা জান তুমি, ইহা লোকের মুখে শুনি আমি, প্রসাদের বেড়ার বাঁধন মাগো, রাম প্রসাদের বেড়ার বাঁধন কিরিয়ে ছিলে ॥

৫। আজ, ফিকিরচাঁদ বাজায় বগল, বলে যে ধরেছি

চরণ যুগল, ছাড়্‌ব না হোক্ গণ্ডগোল, তুই যদি না দিস্ ফেলে; যদি না রাখিস্ এই ছেলের কথা, তবে খাস্ মা, ও তোর্ ভক্তের মাথা, দেখ্‌ব আজ কেমনে যাস্ মাগো, দেখ্‌ব আজ কেমনে যাস্ কথা ঠেলে ॥ ১৫৬ ॥

প্রথম গানের ন্যায় সুর। তাল— খেমটা।

ওগো মা গেলাম গেলাম, মলেম মলেম তবু তোমার ডক্ ছাড়ব না।

১। কি শরীর্ ছিল আমার করলি ছার্‌খার, একেবারে চেনা যায় না; মনেতে সদাই ভাবি মা আবাগী, থাক্‌লে এ দেখ্‌তে পারত না।

২। ঘুরে ঘুরে জরে গেলাম প্রাণে মলেম, আর্ত্তনাদ এক্‌দিন্ শুন্‌লি না; সব জীবে সমান দয়া এ নাম দেওয়া, সাধক্ কবিদের কল্পনা।

৩। তা নইলে দিন্ রাত ডাকি তবু তোর্ কি, কাণে যায় না ছেলের্ কান্না; যে মা আপনার্ ছেলে খায় সেই মাকে কয় ডাইন তাকি তুমি জান না।

৪। যদি ফিকিরের জোরে চেতন করে, কর্‌তে পারে দেখা শুনা; তবে মা খাবি খাবে টের্‌টা পাবে, কলির ছেলে মা মানে না ॥ ১৫৭ ॥

৮৯ শ গানের ন্যায় সুর। তাল—একতালা।

আছে কাঙ্গালের আর্ কে এমন্ ধরায়। তার,
দর্শনে মিলনে অম্‌নি তাপিত্ প্রাণ জুড়ায়।

১। আছে যে জনার্ অতুলিত ধন, তারে বন্ধু বান্ধব
তোষে সর্ব্বক্ষণ; অর্থ না হলে কোন্ কালে, আত্মী-
য়তা রয় কথায়।

২। যত আছে এই আত্মীয় বান্ধব, কেবল লাভের তরে
করে তারা সব্; তারা লাভ বিনে কি জন্যে,
কাঙ্গালে তুষিবে হায়।

৩। অর্থ না হলে আপন্ পরিবার সদা কথায় কথায়
করে তিরস্কার; কেবল্ আশা তার অলঙ্কার, নৈলে
তার্ মন পাওয়া দায়।

৪। ফকির ফিকিরচাঁদে বলে মন্ তোমায়, কেবল এক-
জন্ আছে কাঙ্গালের সহায়; সে জন্ চায় না ধন,
কেবল মন, ভক্তিতে তাঁর্ পাওয়া যায়॥ ১৫৮॥

---

৮৯ শ গানের ন্যায় সুর তাল—একতালা।

আমার প্রাণারাম আত্মারাম কোথায়? যারে,
সুধাই রে কাতরে, সেই ঘোরে প'ড়ে ঘোলায়।

১। বেদ্ পুরাণ আর্ বাইবেল কোরাণ, দল্ বাঁধিতে
সকলেই সমান; আসল ঘরে তাই মুষল নাই,
কেবল্ সদাই দল বাড়ায়।

২। কারে জিজ্ঞাসি ব্যথিত কে এমন, কোথায় সে আছে যে করিল সৃজন; উপদেশ্ দানে প্রাণধনে, মিলায়ে দেবে আমায়।

৩। কেহ বলিছে হৃদয়ে আছে, বসে প্রাণধন্ তোর্ প্রাণের মাঝে; যদি প্রাণময় প্রাণে রয়, তবে সে কেন কাঁদায়।

৪। কাঙ্গাল বলিছে আত্মায় আত্মারাম, তাঁরে না সাধিলে হয় না প্রাণারাম; তাঁরে সাদরে সাধরে, বিদায় দিয়ে বাসনায়॥ ১৫৯॥

প্রথম গানের ন্যায় সুর। তাল—খেমটা।

আমার আজ এই নিবেদন লজ্জা বারণ, কর মা লজ্জারূপিণী।

১। মা, তোমার যে নাম জপে হৃদয় কূপে, নিরজনে যোগী মুনি; সেই নাম আজ জনসমাজে ফকীর সাজে, গাইতে এলাম ও জননী॥ এ পাপ মুখে,

২। মা, আমার হতেছে ভয় কাঁপে হৃদয়, একবার হৃদে এস বীণাপানি; মা, তুমি বীণা বাজাও আপনি গাও, আপনার নাম আমি শুনি॥

৩। মা তুমি মা নাম দিয়ে জাগাইয়ে, জাগলে কুল-কুণ্ডলিনী; এ হৃদয় বাঁধ ছুটিয়ে ঢেউ উঠিয়ে, ভাবে নাচায় ভাবরূপিণী॥

৪। কাঙ্গালের গেছে সজ্জা লোক লজ্জা, তোমার নামে পাগল দিনরজনী; নামে না হয় কলঙ্ক সেই আতঙ্ক, দেখিস অনন্তরূপিনী॥ ওমা দেখিস্ দেখিস॥ ১৬০॥

---

১৫ শ গানের ন্যায় সুর তাল—একতালা।

এখন, আমার মনের মানুষ কোথা পাই। যার তরে মন খেদে প্রাণ কাঁদে সর্ব্বদাই। রে,

১। যার লাগি মন ভুলেছে, কে আমায় বলিবে সে জন্ কোথায় বা আছে; তারে না দেখে যে হিয়া ফাটে রে, সদা মনস্তাপে জ্বলে যাই। রে,

২। তারে দেখা পাবার আশে রে, কত যত্ন করে খুজে বেড়াই দেশ্ বিদেশে রে; দেখি কত খানে কত জনে রে, কিন্তু তারে নাহি দেখা পাই। রে,

৩। যারে সুধাই তার কথা রে, ঐ যে, ঘোলায় পড়ে সে জন্ ঘোরে বলিতে নারে; তার কথা ব'লে জুড়ায় প্রাণ আমার, এমন ব্যথার ব্যথিত কেহই নাই। রে,

৪। ফিকিরচাঁদ কয় মন রে তোমারে, ও তোর মনের মানুষ হৃদে আছে খুজে নে তারে; কেন ঘুরে বেড়াস্ দেশ্ বিদেশে, এমন হাবা ত আর দেখি নাই। রে

—):৪:(— ॥ ১৬১॥

১৫৫শ গানের ন্যায় সুর— তাল গড়খেমটা।

আমার্ সে ধন্ কোথা গেল ? একবার্ যে দেখা দিয়ে ভুলাইয়ে, মন্ হরিয়ে পাগল কৈল।

১। কিবা রে তার্ রূপের কিরণ, ত্রিভুবনে নাই রে তেমন, রূপেতে ভুবনমোহন করে আঁধার বন আলো ; যে, একবার্ সে রূপ দেখেছে, সে ত অম্নি ভুলে গিয়েছে রে, ত্যজেছে তখনি সে (রে হায় !) কুলশীল।

২। হারায়ে সে গুণনিধি, আমি খুজে বেড়াই নিরবধি, কত দেশ নগরাদি হায়, নদনদী সকল ; এখন আমি কোথা যাই, কোথা গেলে তারে দেখা পাই রে, দেখে তায় কর্ব তাপিত, (রে হায়) প্রাণ শীতল।

৩। খুজে কত দেশ্ বিদেশ, আমি না পেয়ে তার কোন উদ্দেশ, বাড়িল জ্বালা অশেষ, কিছুই লাগে না ভাল ; জ্বলি, যে জ্বালায় না পেয়ে তায়, আমি সে কথা আর্ কব কায় রে, মনের্ আবেগে হিয়া, (রে হায়) ফেটে গেল।

৪। অমূল্য ধন হাতে পেয়ে, হেলা করে সে ধন্ হারাইয়ে, ফিকিরচাঁদ পাগল হয়ে ভাব্‌ছে বসে কেবল ; এখন যদি পাই আবার সে ধন, রাখ্‌ব হৃদয়-কমলে সযতনে রে ; ছাড়ব না বাঁচি আর (রে হায়,) যত কাল ॥ ১৬২ ॥

৬৮ শ গানের ন্যায় সুর। তাল— গড়খেমটা।

আমারে পাগল্ ক'রে যে জন পালায়, কোথা গেলে পাব তায়। তারে না হেরে প্রাণ্ কেমন করে, হিয়া আমার্ ফেটে যে যায়।

১। আমি সযতনে যে রতনে, রাখিলাম পুরে হিয়ায়; আমার্ ঘুমের ঘোরে চুরী করে, সে রতন্ কে নিল রে হায়।

২। সে যে ছিল হৃদে নয়ন মুদে, দেখিতে তায় আঁখি যে চায়; সকল ঘর হাতড়ায়ে নাহি পেয়ে, জলে যে অমনি ভেসে যায়। (চোখের)

৩। আমার্ ব্যথার ব্যথিত এমন সুহৃদ, বল কেবা আছে কোথায়; ও সেই হারাধনে ধরে এনে, দেখাইয়ে হিয়া জুড়ায়।

৪। সে ধন্ হয়ে হারা পাগল পারা, প্রাণ পাখী মোর্ উড়ে বেড়ায়; ওরে, জলে স্থলে আকাশ তলে, কোথাও দেখিতে না পায়।

৫। আমি সব হারায়ে যে ধন্ লয়ে, বাস করিতাম এ ঘর্‌তলায়; যদি গেল সে ধন্ তবে এখন, করে কাঙ্গাল আর্ কি উপায়। ১৬৩।

১২০ শ গানের ন্যায় সুর। তাল—খেমটা।

বল্‌না কি স্বরূপ্ কিরূপ হয় অপরূপ, সাধকের মনে। যে রূপ্ অটল হ'য়ে অটলেরে। (নিরঞ্জনে, দেখে সেই নিরঞ্জনে)

১। বিজলী মেঘের কোলে, যেরূপ ভাবেতে খেলে, সেও কিছু স্থায়ী ব'লে জ্ঞান্ হয় আমার মনে; আমি কি নাম্ ধ'রে ডাকি তারে, ত্রিভুবনে।

(পাইনে তার)

২। চক্ষু মুদিয়ে থাকি তখন্ তার্ যে টুক্ দেখি, যেমন মেলিনু আঁখি আর তাও দেখতে পাইনে; পরে আসমান জমিন খুজি যদি কোন খানে।

(পাইনে তার)

৩। আন্‌মনে আছি ব'সে দেখা দেয় হৃদে এসে, যেমন্ যাই দেখ্‌বার আশে অম্‌নি পালায় কোণে; যখন্ মনে করি দেখ্‌ব তারি, দেখা পাইনে। (পালায় সে)

৪। ফিকির্‌চাঁদ কাঁদিয়ে কয়, হবে কেউ আপনার্ বোধ হয়, নইলে দেখা দিয়ে কাঁদায় এমন্ কে ভুবনে; তুমি যে হও, আমায় দেখা দেও হে, এ অধীনে॥

(ওহে নাথ) ॥ ১৬৪ ॥

প্রথম গানের ন্যায় সুর। তাল—খেমটা।

অরূপের্ রূপের্ ফাঁদে পড়ে কাঁদে, প্রাণ আমার্ দিবানিশি।

১। কাঁদ্‌লে নির্জ্জনে ব'সে আপ্‌নি এসে, দেখা দেয় সে রূপ রাশি; সে যে কি অতুল্য রূপ নয় অনুরূপ, শত শত সূর্য্য শশী।

২। যদি রে চাই আকাশে মেঘের্ পাশে, সে রূপ আবার্ বেড়ায় ভাসি; আবার্ রে তারায় তারায় ঘুরে বেড়ায়, ঝলক্ লাগে হৃদে আসি।

৩। হৃদয় প্রাণ ভরে দেখি বেঁধে রাখি, চিরদিন্ সেই রূপশশী; ওরে, তায় থেকে থেকে ফেলে ঢেকে, কুয়াসা মেঘরাশি।

৪। কাঙ্গাল কয় যে জন্ মোরে দয়া করে, দেখা দেয় রে ভালবাসি; আমি যে সংসার মায়ায় ভুলিয়ে তাঁয়, প্রাণ্ ভরে কৈ ভালবাসি ॥ ১৬৫ ॥

---

৬৫ শ গানের ন্যায় সুর। তাল—গড়খেমটা।

যদি ডাকার মত পারিতাম ডাক্‌তে। তবে কি মা এমন ক'রে, তুমি লুকায়ে থাকতে পার্‌তে ॥

১। আমি নাম্ জানিনে ডাক্ জানিনে, আবার জানি না মা, কোন কথা বল্‌তে; তোমায় ডেকে দেখা পাইনে তাইতে, আমার জনম্ গেল কাঁদ্‌তে ॥

২। দুঃখ্ পেলে মা তোমায় ডাকি, আবার, সুখ পেলে চুপ ক'রে থাকি ডাক্‌তে; তুমি মনে বসে মন্ দেখ মা, আমায় দেখা দাও না তাইতে ॥

৩। ডাকার মত ডাকা শিখাও, না হয়, দয়া ক'রে দেখা দাও আমাকে; আমি, তোমার খাই না তোমার পরি, কেবল ভুলে যাই নাম্ ক'রতে ॥

৪। কাঙ্গাল যদি ছেলের মত, মা তোর ছেলে হ'ত তবে পার্‌তে জানতে; কাঙ্গাল জোর ক'রে কোল কেড়ে নিত, নাহি স'র্‌ত ব'লে স'রতে ॥ ১৬৬ ॥

—:*:—

৩৯শ গানের ন্যায় সুর। তাল— গড়খেমটা।

তুমি কি খেলা খেলিছ ব'সে আর্সির মাঝারে। একি লুকোচুরি খেলা মরি, ধর্‌তে নারি তোমারে!
(হায় রে আমি)

১। এই আমি ধর বলে হায়, তুমি কোথা লুকাও, খুঁজে আমি নাহি পাই তোমায়; খুঁজে নিরাশ হ'লে ক্ষান্ত দিলে, টুক্ দাও আমার অন্তরে। (মধুর স্বরে)

২। তুমি খেলা দিয়ে খেলা শিখাচ্ছ, কিন্তু স্পষ্ট ভাবে ধ'র্‌তে গেলে অম্‌নি লুকাচ্ছ; তুমি আছ ধ'রে চরাচরে, তোমায় ধ'র্‌তে না পারে। (হায় রে কেহ)

৩। সাধন-তত্ত্ব রাখিয়ে কাছে, তোমায় ধর্‌বে ব'লে যোগী ঋষি ধ্যান ধরে আছে; ধরা সে পেয়েছে, হৃদয় মাঝে, দয়া ক'রেছ যারে। (হায় রে তুমি)

৪। সাধন্ ভজন শ্রীগুরু সহায়, কোন জ্ঞান নাই রে কাঙ্গাল তবু ধর্‌তে চায়; তুমি নিজ গুণে সাধন্ হীনে, ধরা দাও দয়া ক'রে॥ (কাঙ্গালে রে) ১৬৭॥

তাল— একতালা।

আর্ কত দিন্ রবে, মা গো, আঁধির্ মাঝে ব'সে আর। না দেখিয়ে কেমন করে হিয়ে, ওমা, আমায় দেখা দাও একবার।

১। ওমা, না চাহিতে দিচ্ছ তুমি আপনা হ'তে, আমার প্রয়োজন্ যাতে; (মরি হায় রে) লুকায়ে দাও, দেখিনে চক্ষেতে, ওমা এই বড় দুঃখ আমার।

২। যেমন্ অন্ধ বালক মায়ের কোলে স্তনের দুগ্ধ খায় মাকে দেখিতে না পায়; (মরি হায় রে) আমি সেইরূপ দেখিনে তোমায়, সদাই দেখ্‌তে প্রাণ কাঁদে আমার।

৩। ও মা, অবোধ বালক কভু যদি আর্সি হাতে পায়, তাতে আপ্‌নায় ধর্‌তে চায়, (মরি হায় রে) ধ'র্‌তে আপনায় না পায় কেঁদে গড়ায়, মা সেই দশা হ'য়েছে আমার।

৪। কাঙ্গাল বলে ভেঙ্গে দে মা আর্সির আড়াল, একবার্ কোলে নে ছাওয়াল ; (মরি হায় রে) মায়ের স্বরূপ কেমন্ দেখুক কাঙ্গাল, ও সে জনমে দেখে নাই মায় ॥ ১৬৮ ॥

তাল—খেমটা।

এত ভালবাস থেকে আড়ালে। আমি কেঁদে মরি ধ'র্‌তে নারি, দুটী হাত বাড়া'লে।

১। ছিলাম্ যখন মার উদরে, ঘোর অন্ধকার্ ঘর কারা-গারে, হায় রে ; তখন, আহার দিয়ে বাতাস দিয়ে, তুমি আমারে বাঁচালে।

২। আবার, যখন ভূমিষ্ঠ হলেম, মায়ের্ কোমল কোলে আশ্রয় পেলাম, হায় রে ; মায়ের্ স্তনের রক্ত হে দয়াময়! তুমি ক্ষীর্ ক'রে যে দিলে।

৩। দিলে বন্ধু বান্ধব দারা সুত, ও নাথ! সে সব কৌশল তোমারি ত, হায় রে ; ও নাথ! ধন ধান্য সহায় সম্পদ, পেলাম্ তোমার দয়া বলে।

৪। ও নাথ! তোমার দয়ায় সকল পেলাম, কিন্তু, তোমায় একদিন্ না দেখিলাম, হায় রে ; তুমি কোথায় থাক কেন এসে, আমি কাঁদলে কর কোলে॥

৫। আমি কাঁদলে ব'সে হতাশ হয়ে, তুমি চোখের্ জল

দাও ঘুচাইয়ে, হায় রে; আবার কথা ক'য়ে প্রাণের মাঝে, কত উপদেশ দাও ব'লে ॥

৩। ও নাথ! দেখা নাহি দেবে আমায়, এই ইচ্ছা যদি আছে তোমার, হায় রে; ও নাথ! তবে কেন শাকের ক্ষেত, তুমি দেখালে কাঙ্গালে ॥ ১৬৯ ॥

---

১৫৫ শ গানের ন্যায় সুর। তাল— গড়খেমটা।

তোমায় ঘন হ'তে হ'ল। তুমি যে পাতল পাতল থাক্‌লে কেবল, পিপাসা কি যায় হে বল।

১। ওহে, সূক্ষ্ম মেঘে দুঃখ বড়, রুক্ষ্ম শব্দ মাত্র পড় পড়, তাই বলি হও হে দড়, নইলে আশা বিফল; তুমি আকাশেতে বেড়াও ভেসে, আমার অমনোযোগ বাতাস এসে, উড়ায়ে শূন্য দেখায় (হায় রে) যে কেবল।

২। তুমি, ঘন না হইলে পরে, আমি দেখ্‌তে নারি যতন ক'রে, মন প্রাণ কেমন করে, হৃদয় যে এলোমেলো; তুমি, ঘন হ'য়ে ঘন ঘন, প্রেমবারি কর বরিষণ, আমার এই চাতক প্রাণ (হায় রে) হোক্‌ শীতল।

৩। তুমি, সূক্ষ্মরূপে ভাবের মাঝে বিরাজ করলে, কাঁদি আর কার্ কাছে, তোমা বিনে কে আছে, কাঙ্গালের আর সম্বল; তুমি আর কতকাল সূক্ষ্মরূপে,

কেবল ভাব দেখায়ে কাঁদাইবে, এবার যে কাঁদিতে মোর (হায় রে,) জনম গেল;

৪। আমি শুনি, বলেন্ সাধকবৃন্দ, ও নাথ, তুমি হে সচ্চিদানন্দ, ঘন না হ'লে পছন্দ, কিসে আমার হয় বল; করি তাই কাতরে এই নিবেদন, হও হে সচ্চিৎ আনন্দ-ঘন, দেখে ঐ রূপ ধন্য (হায় রে,) হোক্ কাঙ্গাল ॥ ১৭০ ॥

তাল—একতালা।

দীন দয়াময়ি মা, বল সে দিন কবে হবে গো! যে দিন সংসার বাসনা বিলাস-কামনা, পুড়িয়ে ছাই হবে গো। (সকল)

১। নামসুধা পানে হৃদয়, মাতিয়ে উঠিবে গো; সকল বাসনা পোড়ায়ে, ভস্ম মাখিয়ে সন্ন্যাসী সাজিবে গো। (কাঙ্গাল)

২। নীচানীচ শৌচাশৌচ, জ্ঞান না রহিবে গো; ওমা তব দয়া সুধা পানে যাবে ক্ষুধা, সকল দ্বিধা ঘুচিবে গো। (কাঙ্গালের)

৩। নির্ব্বিকার হ'য়ে মন, মা ব'লে ডাকিবে গো; ঐ যে, দিবস রজনী ভাই আর্ ভগিনী, এক রূপ দেখিবে গো। (কাঙ্গাল)

৪। সীসা সোণা হীরা কয়লা, এক হ'য়ে যাবে গো ; বৃথা মান অপমান জ্ঞান আর অজ্ঞান, সকল্ সমান ভাবিবে গো। (কাঙ্গাল) ॥ ১৭১ ॥

—•—

১১৭শ গানের স্থায় সুর। তাল—গড়খেমটা।

ধ'রে তোল হে আমায় ও দরদি, দরদি ! ডবে ডুবেছি আমি।

১। গড়ন্ ভাল পাঁচটি তক্তার্, এ যে চৌদ্দ পোয়া নৌকা আমার ; এক্ মাঝি, তার্ দশ বাহনদার, চড়নদার ছিলাম্ আমি।

২। সংসারের্ মোহপাকে, মাঝি ঘুরাইছে পাকে পাকে, আমি না পারি তাকে, ডুব্‌লাম আমি ধর্ তুমি।

৩। যদি বল তুমি ম'লে, আমি ধ'র্‌বো কি তোর পুণ্য বলে ; তাই ডাকি হে দয়াল ব'লে, নামের গুণে ধর তুমি।

৪। ওহে, এমন ডোবা কত জনে, তুমি ধরিয়াছ নিজ গুণে ; প্রমাণ তার্ বেদ পুরাণে, পাপহারি হরি তুমি। (নাম ধ'রেছ)

৫। কাঙ্গাল বলে ডুবুক ব্যাসাৎ, তাতে দুঃখ নাই হে জগতের নাথ; ঘুচাও এ ব্যবসার উৎপাত, এক হ'য়ে যাই তুমি আমি ॥ (নিত্যলীলায়, নিত্যরসে) ১৭২॥

প্রথম গানের ন্যায় সুর। তাল—খেমটা।

তা এখন বুঝ্‌লাম আমি, ও মা তুমি ভব-সাগর পারের নৌকা।

১। তুমি না করিলে পার এবার আমার, সাধ্য নাই আর জীবন রাখা; সুখের ঢেউ সিন্ধু জলে, উচ্চে তোলে, দুঃখের পাতাল যায় যে দেখা॥

২। ইচ্ছা না থাক্‌লে মনে ধ'রে টানে, স্থানে স্থানে পাক কুণ্ডিকা; আবার যে স্রোতে ভাসায় তোলে ডুবায়, সোজা নয় এ সাগর বাঁকা॥

৩। ক্রোধ হিংসা জলজন্তু অধিকন্তু, লোভের কুমীর জলের পোকা; ইহাদের হাতে প'লে ডুমওলে, আচ্ছা জ্ঞানীও হন্ রে বোকা॥

৪। মাগো, তা জান তুমি, কাঙ্গাল আমি, পারের কড়ি নাই কণিকা; কর পার কোন ক্রমে এ অধমে, কেউ নাই আমি আছি একা॥ ১৭৩॥

—০—

ঐ সুর। তাল—ঐ

এ দীনের দীন ফুরাল সে দিন এল, দীনবন্ধু, হের একবার।

১। সংসারের পরিজন ধন জন, যা বলিলাম আমার আমার; তাদের যে একে একে সুধাই ডেকে, সাথের সাথী কেহ নহে তার। (ধন জন পরিজন)

২। যারা বড় সুহৃদ ছিল বন্ধু হোল, পদ পদার্থ থাকতে আমায়; তাদের সে সকল দেখি কেবল ফাঁকি, শেষের বেলা কেউ নহে কার।

৩। হোল রে যৌবন গর্ব্ব ক্রমে খর্ব্ব, জরা দেহ ব্যাধির আগার; ফুরাল রঙ্গ তামাসা দেখার আশা, দিন দুপুরে দেখি আঁধার। (নয়ন থাকতে)

৪। শেষে নাথ দিল বিদায় সবাই আমায়, ফিকির্ যার নাথ, কোথায় হে আর; নিলাম নাথ আজ হে শরণ অনাথশরণ, রাখ পদে বাঁধ এবার।
(সকলের সুখ বুঝে এলাম, চরণ ছাড়া করো না হে)

৫। কাঙ্গাল কয়, ওরে ফিকির দীন ফকীর, ছিল প্রাণের সখা আমার; যে পথে সে গেল চল চল, সেই এক পথ হয় সবাকার॥ (ভবে আসা যাওয়া)॥ ১৭৪॥

---

৩৯ শ গানের ন্যায় সুর। তাল—গড়খেমটা।

এ ঘোর আঁধার পথে, হায় কি মতে, পাইব নিস্তার। আমি চলতে নারি কিবা করি, এখন লব শরণ কার। (কেউ নাই আমার)

১। বাঁকা পথ উঁচু নীচু তায়, আগে না দেখিয়ে খাদে পড়ে, উঠা হ'ল দায়; আবার অজগরে গ্রাসে মোরে, কোন উপায় নাইরে আর। (পরিত্রাণের

২। একে পথ নাহি যায় চেনা, তাতে চোর ডাকাতে, মাঝ পথেতে দিয়েছে থানা; মাথায় বাড়ি দিয়ে লয় লুটিয়ে, মণি মুক্তার অলঙ্কার। (ছিল যে হায়)

৩। ফিকিরচাঁদ পড়ে ফাঁপরে, অতি কাতর হ'য়ে, দীন-দয়াল ডাকে তোমারে; আমার জুড়াক জীবন, জগজ্জীবন, আবাসে স্থান দাও আমায়॥

(তোমার চরণ)॥ ১৭৫॥

তাল — একতালা।

ভাই, থাকতে সময় দীন দয়াময়, আজি ক'রে রাখি, তখন্ হয় কি না হয় মনে উদয়, পাছে পড়ি ফাঁকি। (ওহে দীন দয়াময়)

১। হবে শীতল অঙ্গ, ভবের্ খেলা সাঙ্গ; (আমার এই ধুলা খেলা সাঙ্গ হবে হে) যে দিন, পিঞ্জর ফেলে যাবে চলে, আমার পরাণ পাখী।

২। যে দিন এই রসনা, আমার বশ রবে না; (তোমার মধুর নাম বলা ফুরাইবে) সেই শেষের্ দিনে মনে প্রাণে, যেন একবার্ ডাকি।

৩। যে দিন্ শমন এসে, আমায় ধ'রবে কেশে; (যে দিন দশেন্দ্রিয় অবশ হবে হে) সে দিন্ তোমার চরণ পায় দরশন, যেন অন্তর আঁখি।

৪। ফিকির কাঁদে ভেবে, যে দিন্ দিন ফুরাবে, (বলি দীননাথ দীনের দিন মনে রেখ হে) দিও চরণে স্থান, সজ্ঞান অজ্ঞান, যে ভাবেতে থাকি ॥ ১৭৬ ॥

ঐ সুর তাল—একতালা।

ওহে, দিন ত গেল সন্ধ্যা হল পার কর আমারে।
তুমি, পারের কর্ত্তা শুনে বার্ত্তা, ডাকছি হে তোমারে। (ওহে দীনদয়াময়)

১। আমি আগে এসে, ঘাটে রইলাম বসে ; (ওহে আমায় কি পার করবে নাহে, আমায় অধম বলে) যারা পাছে এল আগে গেল, আমি রইলাম পড়ে।

২। যাদের পথ সম্বল, আছে সাধনার বল ; (তারা পারে গেল আপন আপন বলে হে ; আমি সাধক হীন তাই রইলাম পড়ে হে) তারা নিজ বলে গেল চলে, অকুল পারাবারে।

৩। শুনি, কড়ি নাই যার, তুমি কর তারেও পার ; (আমি সেই কথা শুনে ঘাটে এলাম হে) (দয়াময় নামে ভরসা বেঁধে হে) আমি দীন ভিখারী, নাইক কড়ি, দেখ ঝুলি ঝেড়ে।

৪। আমার পারের সম্বল, দয়াল নামটি কেবল ; (তাই দয়াময় বলে ডাকি তোমায় হে) (তাই অধমতারণ

বলে ডাকি হে) ফিকির কেঁদে আকুল পড়ে অকুল সাঁতারে পাথারে ॥ ১৭৭ ॥

—o—

৮৬ শ গানের ন্যায় সুর। তাল—খেমটা।

তুমি, আমায় ভুল না হে, ও নাথ, আমার এখন্ এই কথা।

১। ও নাথ! তোমার অনেক, তুমি হও অনেকের্ পিতা মাতা; কিন্তু, তুমি কেবল্ আমার একা, আমার, বোঝ প্রাণের ব্যথা।

২। ও নাথ! আমি তোমায় ভুল্‌লে তোমার্, যায় না হে মমতা; কিন্তু, তুমি আমায় ভুল্লে, আমার সকল হয় যে বৃথা।

৩। আমি, সুখে দুঃখে যে ভাবে হে, থাকি যেথা সেথা; যেন, তোমার নামের মালা আমার প্রাণে থাকে গাঁথা।

৪। আমি বুঝি না হে তন্ত্র মন্ত্র, শাস্ত্র তর্ক বৃথা; কেবল তুমি আমার আমি তোমার, কাঙ্গালের বেদ গাথা॥

॥ ১৭৮ ॥

বিবিধ।

৩৮শ গানের ন্যায় সুর। তাল— গড়খেমটা।

এই কি সেই আর্য্য-স্থান আর্য্য সন্তান; ও যার,
তপোবলে যোগবলে, কাঁপিত দেবতার প্রাণ। সদা,

১। ও যার হেরে বীর্য্যবল, স্বর্গ মর্ত্ত রসাতল, সভয়ে
কাঁপিত গিরি সাগরের জল; দিক্‌দিগন্তরে শূন্য
ভরে, উড়িত বিজয় নিশান॥ ও যার,

২। যার, শিল্প আর বিজ্ঞান যোগতত্ত্ব আত্মজ্ঞান,
ক'রেছিল পৃথিবীর একদিন চক্ষুদান; ও যার
বিদ্যাবলে আকাশতলে, চ'লে যেত পুষ্পযান॥

৩। ও যার, যুদ্ধে যুদ্ধস্থল রক্তস্রোতে টলমল, রক্তময়
হ'ত যত নদ নদীর জল; বসে বৃক্ষ'পরে শূন্যভরে,
পাখী কর্‌ত রক্ত পান॥

৪। বিধির বিধান চমৎকার, এখন সেই আর্য্যকুমার,
শৃগালের রব শুন্‌লে বাঁধে ঘরের দুয়ার; দেখলে
রক্ত জবা শুকায় জিহ্বা, চম্‌কে উঠে সবার প্রাণ॥

৫। কাঙ্গাল বলে বিদ্যাবল, দেহবল কল কৌশল, ধর্ম্ম
বল বিনে রে ভাই সকলি বিফল; সেই ধর্ম্ম বিনে
দিনে দিনে, সকল হারায়ে শ্মশান। ভারত॥১৭৯॥

৫২ শ গানের ন্যায় সুর। তাল— গড়খেমটা।

হায় রে, তোদের হাতে ধরি কাতরে করি রে মানা।
তোমরা কেউ সুধা বলে হাতে তুলে, সুরাগরল
পান কর না রে। (হাতে তুলে)

১। মদ্য হয় কাল ভুজঙ্গ, ওরে যে করে তাহার সঙ্গ,
হয় রে তার ধন সাঙ্গ জীবন রহে না; ঐ যে গরল
পানে মলো প্রাণে, আর ত উঠে বসিল না রে।
(সোণার হরিশ)

২। ঈশ্বর গুপ্ত বঙ্গ শশী, তারে খেলো ঐ রাক্ষসী, এর
মত সর্ব্বনাশি কোথায় আর দেখি না; খেলো কত
রতন যতনের ধন, তবু উদর ভরিল না রে॥
(এ রাক্ষসীর)

৩। কবিবর মধুসূদন, ছিল বঙ্গের অমূল্য ধন, করিলে
সাধন এখন সে ধন আর মেলে না; সে যে গরল
খেলো চলে প'ল, মা বলে আর ডাকিল না রে॥
(সাধের মধুসূদন)

৪। আমার যে কপাল পোড়া, বেচে কাটনার সূতা,
কলার ছড়া, শিখালাম লেখাপড়া পেয়ে রে যাতনা;
এখন মত্ত মদে রও আমোদে, মায়ের কথা কেউ
শোন না রে॥ (মদে মত্ত সদা)

৫। কাঙ্গাল কয় মনের ব্যথা, কাঁদে বঙ্গমাতা রাখ তাঁর

কথা, ওরে ভাই আপন মাথা আপনি খেয়ো না ;
ওরে কাঁদিতে তাঁর জনম গেল, যাকে আর ভাই
কাঁদাও না রে। (তোদের পায়ে ধরি) ॥১৮০॥

—— o ——

প্রথম গানের ন্যায় সুর। তাল— খেমটা।

কেন রে ঝরে নেত্র ব্রহ্মপুত্র, আজ আমারে তাই
বল বল।

১। ও তোমার যে প্রতাপে জগৎ কাঁপে, সে প্রতাপ
সব্ কোথায় গেল ; আছ রমণীর বেশে সম ক্লেশে,
নীল সাড়ী কে পরাইল। (ওরে ব্রহ্মপুত্র)

২। ভারতের নারীর মত অবিরত, বদ্ধ হ'য়ে এই কি
হ'ল ; সর্ব্বদাই মনদুঃখে ঘোমটা মুখে, তাই বুকে
চড়া পড়িল। (ভারতের শোকে দুখে)

৩। ব্রাহ্মণের কুলে জন্ম ব্রাহ্মধর্ম্ম, বোঝে না তাই
লজ্জা হ'ল ; তাইতে নীল্ বসন দিয়ে মুখ ঢাকিয়ে,
চড়ায় দেখাও বক্ষঃস্থল। (মূল শুকায়ে গেছে)

৪। কাঙ্গাল কয় ওরে নদ ধরি পদ, একবার ও মুখ
তুলে বল ; নদ আর নদীর ধারা যাচ্ছে তারা,
সাগরের দিকে কেবল ॥ (সকলের একই গতি) *

—— o —— ॥ ১৮১ ॥

* কাঙ্গাল-ফিকিরচাঁদের সংগীতের দল ময়মনসিংহ স্বারস্বত

১১৭শ গানের ন্যায় সুর। তাল— কয়ালী।

* দেশে চলিলে মহামতি রিপণ, রামরাজ্য সমপ্রজা করিয়ে পালন।

১। সুশাসনে এ ভারতে ছিল প্রজা নিরাপদে; (তব ন্যায়পরতায়, সাম্যনীতি) তোমার বিরহে কাঁদে নরনারীগণ॥

২। আমরা কাঙ্গাল, কাঙ্গাল বেশে, এসেছি তব উদ্দেশে; (হের কৃপা নয়নে, সাধারণ দেশের দশা) দেশের দশা প্রকাশ বেশে, কর নিরীক্ষণ।

৩। হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা, জানাতে নাহি ক্ষমতা; (জ্ঞান অর্থ হীন হে, আমরা পল্লীবাসী, ধর চক্ষের জল হে, অন্য সম্বল নাই) রাজভক্তি সরলতা, ভারতবাসীর ধন।

৪। ভিক্টোরিয়া মাতা যখন, জিজ্ঞাসিবে বলো তখন; (কেবল নাম রয়েছে, সোণার ভারত, ভারত সকল হারায়েছে) সোণার খণি নাই আর এখন, ভারত ভাগন।

৫। দুর্ভিক্ষ প্রতি বছরে, অন্নবিনা প্রাণে মরে; (মায়ের

সম্মিলনের উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। সেই সময়ে ব্রহ্মপুত্রের অবস্থা দর্শনে গানটী রচিত হয়।

কাছে ব'ল এই, ভিক্টোরিয়া) ম্যালেরিয়া মহাজ্বরে নাশে প্রজাগণ।

৬। সহায়হীনা কুলরমণি, পরম সতী রমণী ; (তার কি দশা হ'ল হায়, বলতে হৃদয় ফাটে) হরিয়ে সতীত্ব মণি বধিল জীবন।

৭। আর যত অত্যাচার, সকলি তব গোচর ; (কিবা নিবেদিব হে, তুমি সকল জান) দেশে গিয়ে গুণাকর, করিও স্মরণ।

৮। ভারতের কপাল মন্দ, অস্ত্রাইনে হস্ত বন্ধ ; (তাদের একি দশা হায়, মহারাণীর প্রজা হ'য়ে) পশু হস্তে প্রজাবৃন্দ, হারায় জীবন।

৯। রাজরাজেশ্বরী হ'য়ে, থাকুন মাতা ভিক্টোরিয়া ; (প্রার্থনা করি এই বিভুপদে) এ অত্যাচার দয়া করে, করুণ নিবারণ।

১০। তিনি তোমায় করুণ রক্ষে, জলে স্থলে অন্তরীক্ষে ; (যিনি আত্মার আত্মাতে, এই চরাচরে) কাঙ্গালফিকিরের এই ভিক্ষে, কাতর নিবেদন॥ ১৮২ ॥ *

---

৬৮ শ গানের ন্যায় সুর। তাল—গড়খেমটা।

হায় রে আজ একি শুনি শ্রবণে ; সেই যে দয়ার সিন্ধু ভারতবন্ধু, ফসেট নাই আর ভুবনে।

১। আঠারশ চোরাশি, কি কুক্ষণেতে পশি, সাতই নবেম্বর শুক্রবার দহে ফুসফুসি; সেই নিমোনিয়া এক মনই আঃ! বধিল তাঁর পরাণে। হায় রে,

২। কে আর ভারতের হিতে, পার্লিয়ামেণ্ট সভাতে, কাঁপাইবে কাঁদাইবে বাক্য অশ্রুতে; থেকে সিন্ধু পারে ভারতে রে, দেখবে স্নেহ নয়নে। কে আর,

৩। হয়ে কৃষকের তনয়, বাঙ্গলার ফেলো পরীক্ষায়, পার্লিয়ামেণ্টের হেক্নরী মেম্বর পদটী শেষে পায়; একান্ন বৎসরে শমন তাঁরে, শমন দিল স্বমনে।

৪। কোন হৃদয় সহচর, চক্ষু হানিল রে তার, তবু একটী দিনে অন্য কাণে, না দেন খবর; যদি চাও কোন জন আদর্শ জীবন, এই ফসেটের জীবনে। আছে,

৫। ফিকির কয় চক্ষের জলে, আয় আজ ডাকি সকলে, সেই পতিতপাবন অনাথশরণ দয়াময় বলে; প্রভু দয়া করে ফসেটেরে, স্থান দিও চরণে। প্রভু ॥১৮৩

—:*:—

১১৭শ গানের ন্যায় সুর— তাল গড়খেমটা।

ধন্য হে ফসেট তুমি মহাত্মন। ওহে, তোমার জনমে ধন্য ইংলণ্ড ভুবন।

১। কোথায় ইংলণ্ড ভূমি, কোথায় ভারত কোথায় তুমি; (সুহৃদ হ'য়ে কাঁদিলে, ভারতের দুঃখে) স্মরিয়ে ভারত ভূমি, করিলে ক্রন্দন।

২। প্রার্থনা করিলে যে জন, করে শুভ বন্ধু সে জন;
(বিনা প্রার্থনায় হে, ভারতের ব্যথায় ব্যথিত)
তুমি হে সুহৃদ অকারণ, বন্ধু সুজন।

৩। অনাথ ভারতের প্রতি, করি ভ্রাতৃ-স্নেহ প্রীতি,
(ক'র্‌লে প্রিয়কার্য্য হে, সেই জগৎপিতার) জগৎকে
শিখালে নীতি, ভ্রাতৃভাব সাধন।

৪। ক'রে পিতার প্রিয়কার্য্য, লভিবে হে স্বর্গ রাজ্য;
(ব'সগে পিতার কোলে, প্রিয় পুত্র হয়ে) তব
কার্য্য অনিবার্য্য গাবে সর্ব্বজন।

৫। কাঙ্গাল ফিকির সকাতরে, তব স্থানে ভিক্ষা করে;
(থেকে অন্তরীক্ষে হে ভ্রাতৃভাব শিক্ষা দাও, সাম্য
নীতি) পুরাও আশা দয়া করে, আমরা অভাজন॥

——):●:(—— * ॥ ১৮৪॥

৬০ গানের ন্যায় সুর। তাল—খেমটা।

দেশের দশা হায় রে কি হ'ল! মরি! ঝুরে ঝুরে
প্রাণ গেল।

* উপরোক্ত তিনটী গানের প্রথমটী ভারতহিতৈষী বড়লাট লর্ড রিপণের দেশে যাইবার সময় পোড়াদহ ষ্টেসনে তাঁহার সম্মুখে দল কর্ত্তৃক গীত হয়। শেষোক্ত দুইটী ভারতবন্ধু মহাত্মা ফসেটের মৃত্যুজনিত শোক-সভায় কুমারখালিতে গীত হয়।

১। একে অন্নচিন্তা পুরাতন জ্বরে, দেখ ঘরে ঘরে পড়ে আছে বিছানা ধরে, (লোকে) আবার নব জ্বরে, লোকের ঘাড়ে ধরে, ট্যাক্স ক'রে সব নিল।

২। ওরে, বুড় বুড়ী জোয়ান কি ছেলে, সকলেরই পেটটি জোড়া যকৃৎ আর পীলে; (রিপু) তারা ঘরে ব'সে রক্ত চোষে সকলেই তায় দুর্ব্বল।

৩। কুইনাইন্ জ্বর ভাল করে, মরি তা বলে তাই খাচ্ছে লোকে আদর করে; (কত) দেশের কপাল গুণে কুইনাইনে, আট্‌কায়ে জ্বর রাখিল।

৪। কাঙ্গাল বলে, আর ত উপায় নাই, ওরে চিন্তামণি মৃত্যুঞ্জয় জ্বরের ঔষধ ভাই (এ সব) সবে এক হৃদয়ে তাঁয় ডাকিয়ে, জ্বরের ঔষধ খাই চল॥

(ভাই রে এখন) ॥ ১৮৫ ॥

---

৫২ শ গানের ন্যায় সুর। তাল— গড়খেমটা।

আরে ও এবার্ চ'ল্ল ফিকির বাজিয়ে শিঙ্গে আস্তানায়; তার সাধন ভজন হ'ল না ভাই, আমার আমার এই মায়ায়।

১। মনে যে আশা ছিল, সব মনেতেই রহিল; "নগেন" তুমি রইলে বড়, সব, চালিয়ে নিয়ে চ'ল, ঐ যে বড় ঘরে বড় বাতাস, লোকেতে বলে কথায়।

২। পাপের ভীষণ মূরত্তি, দেখছি দিন রাতি, জগৎ দেখুক শিখুক মদে করে কি গতি; এ সব নাটকের ফল, যেন সকল নাম কর্‌তে কাঁপে হৃদয়।

৩। নাটকের যে ফলাফল, আমি জানি তা সকল, ইয়ার হ'ল, ছেলে গেল অম্‌নি রসাতল; ভয়ে, বিদ্যালয় ছাড়িয়ে, অম্‌নি সার কর্‌লেম অবিদ্যালয়॥

॥১৮৬॥

৩৮শ গানের ন্যায় সুর। তাল— গড়খেমটা।

তুমি কি সেই ভারতবর্ষ তাই বল। তোমার, ধন্ ঐশ্বর্য্যে বল বীর্য্যে, পৃথিবী কেঁপেছিল। (একদিন)

১। তুমি বৃক্ষের তলায়, বসে কি ভাবিছ হায়, কেনে শূন্য মাথায় তোমার মুকুট কেড়ে কে নিল; তোমার বসন ভূষণ করে হরণ, সন্ন্যাসী কে সাজাল।
(হায় রে)

২। নাই উদরে অন্ন, তোমার সে সোণার বর্ণ, হায় রে, ক'রেছে বিবর্ণ কেবল জঠর অনল; অভিমানে, অপমানে, চক্ষে বহিছে জল। (সদা)

প্রফুল্লচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ফিকিরচাঁদ ভনিতায় অনেকগুলি গান রচনা করিয়াছিলেন। এই গানটী তাঁহার জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে রচিত।

৩। তোমা'র এই ত দশা হায়, করের শত ভার মাথায়, বইতে নার তবু বহায়, ক'রে কৌশল; দিতে, নাই সাধ্য, তবু বাধ্য, বিকায় যথাসম্বল। (তোমার)

৪। কাঙ্গাল কেঁদে কয় আবার, পঁচিশ কোটী সন্তান যার, এই দশা তার, দেখে ফাটে বক্ষঃস্থল; ভারত অহংকারে, ধর্ম্ম ছাড়ে, তাইতে এ দশা হ'ল॥ (ও তার)॥১৮৭॥

—— o ——

ঐ সুর। তাল—ঐ

সেই দিন হোতে এই দশা হ'ল। যে দিন পরস্পরে সহোদরে, বিচ্ছেদ ডেকে আনিল। (ভ্রাতৃ)

১। পৃথু পরধনলুব্ধ, জয়চন্দ্র তায় ক্ষুব্ধ, পৃথুকে করিতে জব্দ যবনে ডাকিল; স্বর্গ রাজ্য, ধরা গিরি পূজ্য, মাথার মুকুট খসিল। (আমার)

২। বীরকেশরী কুমার, কেহ না রহিল আর, যবন সমরে আমার সমর গুলো; মন্ত্রী কুমার, বিশ্বাস-ঘাতক আবার, পৃথু যে প্রাণ হারাল। (আমার)

৩। কি আর বল্‌ব মনস্তাপ, শেষের সম্বল প্রতাপ, একমাত্র প্রদীপ প্রতাপ, সে দীপ নিবিল; বল্‌তে, আমার, কেহ না র'ল আর; অন্ধকারে ডুবিল। (ভারত)

৪। পঁচিশ কোটী যে সন্তান, এখন আছে বর্ত্তমান, অশ্ব-তরীর গর্ত্ত বিধান, আমার কেবল; এ কুসন্তান হতে কাঙ্গাল বলে, নির্ব্বংশ হওয়া ভাল। (বরং)

—o—

॥ ১৮৮ ॥

১১৯ শ গানের ন্যায় সুর। তাল—গড়খেমটা।

ও ভাই, বল রে বল সবাই বল রে। দলাদলি গালাগালি ধর্ম্মের কি ফল রে।

১। স্ত্রী পুরুষে যার ঐক্য নাই, সহোদর যত ভাই ভাই, সকল কাজেতে ঠাঁই ঠাঁই, সমাজ টলমল রে; এখন সাকার আর নিরাকার তুলে, দিচ্ছ খড়ো ঘরে আগুণ জ্বেলে, বাতাস দিয়ে অনলে, হাসে শত্রুদল রে।

২। অসীম আকাশ মাথার পরে, দেখ একবার বিচার ক'রে, সূর্য্য তারা ঘোরে ফেরে, উদয় অস্তাচল রে; ওরে তারার মাঝে যারা আছে, দেখ তিনিও আছেন তাদের কাছে, কেউ নাই তাঁর আগে পিছে, সমান তাঁর সকল রে।

৩। কি ভাবে কে ভাবে কোথায়, ঠিক নাহি হয় রে কথায়, ভাবের ঠাকুর ভাবেতে পায় প্রকাশ যে কেবল রে; ওরে, যে ভাবে যে হৃদয় গড়ে, তিনি

সেই ভাবে তার হৃদ্-মন্দিরে ; নিজ স্বরূপ প্রকাশ ক'রে, করেন যে শীতল রে।

৪। শুন ভাই সাধুর বচন, তিনি যে সাধনের ধন, সাধন বিনে ধর্ম্ম কখন, সকলই বিফল রে ; ওরে. যে ভাবে যে হৃদয় গড়, কিন্তু মনে প্রাণে সাধন কর, বৃথা তর্ক বিচার ছাড়, বুদ্ধির কৌশল রে।

৫। যে রূপ সে রূপ স্বরূপ ধ'রে, যদি সিদ্ধ হও ভাই সাধন ক'রে, তখন বক্তৃতা ক'রে, থাবে না আর জল রে ; তখন. একটী কথার তেজোবলে, কত পাষাণ শিলে যাবে গ'লে, হবে এক সত্যবলে, পূর্ণ ধরাতল রে।

৬। কাঙ্গাল কয় সকাতরে, ভারতের পায়ে ধ'রে, সাধন হীন এ বিচারে, হবে গণ্ডগোল রে ; ওরে সাধন ক'রে সযতনে, যিনি পেয়েছেন সেই সত্যধনে, তাঁর উপদেশ বিনে, সকলি গরল রে ॥ ১৮৯ ॥

— ১ —

প্রথম গানের ন্যায় সুর। তাল— খেমটা।

ব্রিটিসের নিশান তুলি সবে মিলি, কর জয় মঙ্গল ধ্বনি।

১। বল রে অনাথ মাতা পতিব্রতা, ভিক্টোরিয়া মহারাণী ; ওরে যাঁর রাজ্যের মাঝে উদয় আছে, অস্তে না যায় দিনমণি।

২। ওরে আজ পঞ্চাশ বছর এক ছত্তর, রাজ্য করিলেন যিনি; তিনি যে রোগির পাশে অনাথ বাসে, দীনজনের জননী।

৩। ওরে তাঁর মুখের কথা বেদ গাথা, অন্যথা তার হয় না জানি; তিনি যে আশা দিলেন তাই করিবেন, বিশ্বাস কর আশ্বাস বাণী।

৪। এই কাঙ্গাল ফিকিরে কয়, দীন দয়াময়, রাখ দীন হীনের বাণী; সুদীর্ঘ আয়ুঃদানে, সসন্তানে রক্ষা কর দিন রজনী॥ (মাতা ভিক্টোরিয়া) ১৯০॥

—•—

খেমটা।

আরে গাও রে ওভাই, সবে মিলে গাও, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জয়; সবে, মনানন্দে শঙ্খ ঘণ্টা কাঁসর বাজাও।

১। কদলীর তরু আনি রে, রাজপথে সার লাগাও; জল পূর্ণ কল্‌সীর মুখে আমের শাখা দাও।

২। নানা ফুলের মালা গাঁথি রে, ভক্তি চন্দন ছিটাও; (আনন্দে বিলাও) আলোকের সারি দিয়ে, তোরণ সাজাও।

৩। পল্লীবাসী কুলবধূ রে, কেন নীরবেতে রও; দুর্ব্বা-ধান চাঙ্গন ডালায় হুলুধ্বনি দাও।

৪। আলিপণে গুণিপনা রে, আজ সকলে দেখাও;
স্ববচনী মায়ের কাছে শুভ ভিক্ষা চাও।

৫। ফিকির বলে জগদম্বা গো! একবার নয়ন তুলে চাও;
মাকে, দীর্ঘজীবন দিয়ে ভারত কাঙ্গালে বাঁচাও ॥*

॥ ১৯১ ॥

রাগিণী ললিত—তাল একতালা।

ঘুমাও কত আর ভারত-কুমার বলবন্ত। ওঠ রে
নন্দন কর দর্শন, মায়ানিদ্রায় সর্ব্বস্বান্ত।

১। সাধন ভজন মণিকাঞ্চন ভক্তি-রতন শুভ্র শান্ত;
করে হরণ অবারণ, ভেদজ্ঞান দুরন্ত।

২। নানা ধর্ম্মে অন্ধ হ'য়ে, ভাইয়ে ভাইয়ে দ্বন্দ্ব করিয়ে
রহিয়াছ ঘুমাইয়ে, হইয়ে নিশ্চিন্ত, হ'য়ে চৈতন্য
দেখ রে ভিন্ন, ভিন্ন ভাবে যত ভ্রান্ত; ভগবান্ এক
ভাবিয়ে দেখ, লীলারসে ভাবান্ত ॥ ১৯২ ॥

---

* ভারতেশ্বরীর হীরকজুবিলী উপলক্ষে রচিত এবং নগরে
গীত হয়।

হরিনাম সংকীর্ত্তন।

বিভাস— তাল যৎ।

হরেকৃষ্ণ হরে হরে হরে নাম হরে নাম। বদন ভরে বল হরি, শীতল হবে তাপিত প্রাণ ॥ (ও আমার মন হরি বল রে ; ও কলির জীব হরি বল রে !)

১। বল হরেনারায়ণ, শমন ভয় হবে বারণ ; সরল হ'য়ে বল হরি, পাবে নিত্যানন্দ ধাম। (ও কলির জীব হরি বল রে !)

২। বিপদে সম্পদে হরি, হরি নাম ভব কাণ্ডারী ; নামেতে পাষণ্ড পালায়, তাপিত প্রাণ হয় রে আরাম (ও আমার মন হরি বল রে ; ও কলির জীব হরি বল রে)

৩। জগাই মাধাই পাপী ছিল, হরি নামে তরে গেল ; সাধু পাপী সবাই বল, নামেতে দিও না বিরাম ॥ (ও কলির জীব হরি বল রে ; ও আমার মন হরি বল রে) ॥ ১৯৩ ॥

তাল—একতালা।

বল ভাই রাম রাম, রাম বল ভাই, হবে প্রাণারাম। রাম কহ ভাই, রাম ভজ ভাই, জপ রাম নাম। (বদন ভরে বল বল রে ; সরল হ'য়ে বল বল রে)

১। দেখ, রাম হরি নামের মাঝে, আছে কৃষ্ণ নাম, পরানন্দ ধাম, বল হরে নাম, বল হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, হরে রাম রাম। (নাম বিনে আর গতি নাই রে; এ ঘোর কলিযুগে)

২। হরি নামে পাপ হরে, তাই, কৃষ্ণ নামে জ্ঞান, নাই নামের সমান, বল হরে রাম রাম; আবার, রাম নামে শমন পলায়, করে প্রাণারাম॥

(ভয় দূরে যায় রে; পঞ্চভূতের ভয়, দেহ) ॥১৯৪॥

গড়খেমটা।

হরিনাম কর্ সাধনা, ছাড়্ বাসনা মন্ রে। নইলে, সুধামাখা নামে স্বাদ পাবে না কখন্ রে॥

(হরেকৃষ্ণ হরে রাম) (শিবকৃষ্ণ শিব রাম)

১। ওরে, মনে থাকিলে বাসনা, হবে না রে নাম সাধনা; (ধন মান জাতি কুল) (আমি ধনী আমি জ্ঞানী) ওরে, সিদ্ধনাম বিনা না হয়, শমন্ ভয় বারণ রে। (ভববন্ধন ঘোচে না রে)

২। ও মন্, নাম্ ক'রে পাপ কর যদি, তবে, হবে রে নাম অপরাধী; (নামের গুণে পাপ কাটে বলে, থাকে না বলে) নাম অপরাধীর কখন্ না হয় মোচন রে। (নামে সকল পাপ্ দূরে যায়)

৩। ও মন, মনের ময়লা ধুয়ে ফেলে, হরি ব'লে তাঁরে ডাক্‌লে; (আমি ধনী আমি জ্ঞানী, গুরূপদেশ শান্তিজলে, আমায় দয়া কর ব'লে) একেবারে ঘুচিবে মন্ জনম মরণ রে॥ (বারে বারে যাতায়াত)

॥ ১৯৫ ॥

তাল— একতালা।

হরি নাম বিনে আর গতি নাই কলিকালে; ডাক্‌রে জীব হরি ব'লে। হরি বল্, হরি বল্, ডাক্‌রে জীব হরি ব'লে॥ (যদি পার হবি সংসার অকূলে)

১। অক্ষর হরিনামের, দ্বি অক্ষরে সুধাক্ষরে, মরা মানুষ তাজা হয় রে নাম্ শুনিলে। (কাম ক্রোধ লোভে)

২। অক্ষর হরিনামের, দ্বি অক্ষরে সুধাক্ষরে, শুষ্ক তরু মুঞ্জরে নাম শুনিলে। (পাপে তাপে জরা)

৩। অক্ষর হরিনামের, দ্বি অক্ষরে সুধাক্ষরে; কত পাষাণ শিলে নামে যায় গলে॥

(আমার হৃদয়ের মত) ॥ ১৯৬ ॥

কৃষ্ণলীলা সংগীত।

রাগিণী বিভাস—তাল একতালা।

(প্রাণের) ভাই রে, রজনী প্রভাত হইল। দেখ্‌রে নীরদ তনু, উদয় হোল ভানু, বনে, যাবি কি না কাণু, আমায় সত্য বল ॥ (ধেনু চরাইতে)

১। মায়ের কোলে বোসে তুমি খাও নবনী, আমাদের কি ভাই নাই রে জননী; তোর, না শুনিলে বেনু, গোঠে যায় না ধেনু; (প্রাণের ভাই রে) ও ভাই নিতি নিতি তোরে ডাকি চিকণ কালা।

(ধেনু চরাইতে)

২। মায়ের কোলে মোরা সবাই শুয়ে থাকি, কানাই রে ভাই তোরে স্বপ্নে দেখি; বনে, পুলিনে বিপিনে, খেলি তোর সনে, (প্রাণের ভাই রে) তোর্ বদনে স্বপনে দেই রে বন ফল। (মোরা খেতে খেতে)

৩। জ্ঞানহীন রাখাল, মোরা ব্রজবাসী, সরল ভাবে প্রাণের সহিত ভালবাসি; নিতি নিতি তাই, নিতে আসি ভাই, (প্রাণের ভাই রে) ও ভাই, তোর সনে বনে থাকি মোরা ভাল। (নানা খেলা খেলে)

৪। রাণী তোরে সাজায় সোণার ভূষণে, রাখালগণ তাতে সুখী নহে প্রাণে; ওরে বনমালী বন ফুল

তুলি, (প্রাণের ভাই রে) রাখাল রাজা সাজাইলে
তুমি সাজ ভাল। (ব্রজের ব্রজরাখাল) ॥ ১৯৭ ॥

তাল—একতালা।

ত্রিভঙ্গ শ্যাম্ মনোরঙ্গে, রাখাল সঙ্গে যায় গো বনে।
ধেনু পিছে নাচে কানু, বেনু বাজায় চাঁদ বদনে ॥
(আমার প্রাণবল্লভ ঐ বনে যায় গো)

১। সুবল অঙ্গে অঙ্গ দিয়ে, দাঁড়ায় শ্যাম ত্রিভঙ্গ হ'য়ে;
ঘন করতালি দিয়ে, রাখাল নাচে কৃষ্ণ সনে।
(প্রাণবল্লভ ঐ বনে যায় গো)

২। যদি ব্রজ রাখাল হ'তেম, শ্যামের সঙ্গে বনে যেতেম;
বনফুল তুলে এনে সাজাইতাম সযতনে।
(ব্রজ রাখাল যেমন সাজায় গো)

৩। ভ্রমণ করি বনে বনে, বন ফল তুলে এনে; খেতে
খেতে মিঠে পেলে, দিতাম শ্যামের চাঁদ বদনে।
(ব্রজ রাখাল যেমন খাওয়ায় গো)

৪। লাগিয়ে রবির কিরণ, ঘামিলে ও চন্দ্রবদন;
ভাঙ্গিয়ে গাছের শাখা, বাতাস দিতেম সযতনে।
(ব্রজ রাখাল যেমন বাতাস দেয় গো)

৫। খেলিতাম বঁধুর সাথে, জিনিলে করিতাম কাঁধে;
শীতল হ'ত তাপিত প্রাণ, শ্যাম অঙ্গ পরশনে ॥
(রাখাল যেমন শীতল হয় গো) ॥ ১৯৮ ॥

প্রথম গানের ন্যায় সুর। তাল— খেমটা।

ঐ যে, গোচারণে গহনবনে, বাজিল মোহন মুরলী।

১। শুনি সেই মোহন বেণু চরে ধেনু, মীন ভাসে মুখ তুলি; রাখালমণ্ডলি মাঝে, রাখাল সাজে, নাচে কানু বনমালী। (আপন গানে আপনি ভুলি)

২। যশোদা বাঁশী শুনে ভাবে মনে, বাঁশী বাজিছে মা বলি; রাধিকার হৃদয়মাঝে বাঁশী বাজে, জয় রাধা শ্রীরাধা বলি। (যার যেমন ভাব সে তেম্‌নি শোনে)

৩। কুটিলার মন যেমন, বাঁশী তেমন, রসে করে রস-কেলী; ডেকে কয় জটিলারে বাঁশীস্বরে, কালা দিল কুলে কালি। (যার যেমন ভাব সে তেম্‌নি শোনে)

৪। ফিকির কয় বাঁশী স্বরে ধেনু ফেরে, মন্ কেন তুই না ফিরিলি; কাঙ্গাল কয় বাঁশী স্বরে ফকীর ক'রে, বাঁশী কেন নিদয় হ'লি ॥ (নিকটে না ডেকে ল'য়ে)

॥ ১৯৯ ॥

কীর্ত্তনের সুর, তাল পত্তন।

এইখানে সখা তোমায় নাচ্‌তে হবে। আবার নাচ্‌তে হবে, নাচ্‌তে হবে, তেম্‌নি কোরে নাচ্‌তে হবে ॥ (মণিমন্দির পরে) (যমটের পথে)

১। গোঠে যাবার সময়, এই পথের মাঝে; (সখা যখন নেচে ছিলে) তখন যে চেয়েছিল, চেয়ে আছে

তেম্‌নি কোরে। (মণি মন্দির পরে) (দেখি আঁখির পলক নাই)

২। নাচ্‌রে, রাখাল রাজা, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গী ধ'রে, (সখা তখন যেমন নেচে ছিলে) ব্রজ রাখাল নাচুক্ তোরে বেড়ে তেম্‌নি কোরে। (দেখি পলক্ পড়ে কি না)

(ঐ ধনীর)

৩। তোম্‌রা দুজন নাচ, ফিকিরের হৃদ্‌কমলে, (মণি মন্দির পথ ছাড়িয়ে) আজ কাঙ্গাল লোটাক্, পদ-তলে অঙ্গ ঢেলে॥ (তনু বিছাইয়ে) ॥ ২০০ ॥

——):৪:(——

কীর্ত্তন, তাল—একতালা।

হৃদয় নিকুঞ্জে স্বরূপ এ কি অপরূপ হেরি; নবীনা কিশোরী সনে, নবীন কিশোর হরি। (যুগল রূপের বালাই যাই রে; নিরূপম যুগল রূপ রে; রূপের তুলনা নাই রে)

১। ত্রিভঙ্গিম শ্যাম রূপ, নট ভূপ রসকূপ; মদনমোহন তনু, মদনের মনহরি। (হেরিলে মদন ভোলে রে; হেরিলে কামনা থাকে না; রূপ দেখে কাম ভুলে যায় রে)

২। চূড়াতে ময়ূরের পাখা, তাতে আধ চন্দ্ররেখা

বামে হেলা চূড়া বাঁকা, দেখে রাধার রূপ মাধুরী।
(ঈষৎ বাঁকা শ্যামের নয়ন রে)

৩। রাই নাচে বাঁশী শুনে, কৃষ্ণ নাচে রাধার সনে; পবন হিল্লোলে দোলে পীতাম্বর নীলাম্বরী। (যুগলরূপের বালাই যাই রে; নাচে শ্যাম নটবর রে; নটিনীর সাজে রাই নাচে রে!)

৪। নিত্যানন্দ গোলকপুরী, দ্বিভুজ মুরলিধারী; হৃদয় মাঝে এই রূপ হেরি, দুনয়নে বহে বারি। (আমার প্রাণ কেমন করে রে; হিয়া আমার ফেটে যায় রে; গোলকধামে কবে যাব রে; নিত্য বাঞ্ছা পূর্ণ কবে হবে রে ॥ ২০১ ॥

ঐ সুর। তাল—ঐ

প্রাণবল্লভ রাধাবল্লভ, শ্রীপদ পল্লবে প্রণাম; অন্তরে বাহিরে তুমি তুমি আমার প্রাণারাম। (তুমি ভিন্ন কেউ নাই হে; যে দিক দেখি সেই দিক তুমি হে)

১। অপর জ্ঞানে হয়ে মত্ত, ভুলেছিলাম গুরু তত্ত্ব; তোমার দয়ায় হে গোবিন্দ, পরানন্দ ধাম পেলাম। (মোহ আঁধার দূরে গেল হে; অজ্ঞানের আঁধার পলাইল)

২। বাহিরে মুরলীধারী, অপরূপ যে মাধুরী; অন্তরে সেইরূপ হেরি, নবীন নীরদ শ্যাম। (নটরাজ পীতাম্বর হে; বংশীধর চূড়া মাথায় হে; অন্তর বাহির এক হোল হে!)

৩। যেরূপ চতুর্ম্মুখের প্রাণ, দেব ঋষি নারদের ধ্যান; করে ব্যাসের নয়ন দান, এই কি সেই ত্রিভঙ্গ ঠাম। (আমায় তাই বল বল হে! রূপ দেখে প্রাণ পাগল হ'লো হে)

৪। বামে রাধা নাহি হেরে, প্রাণ আমার কেমন করে; বামে লয়ে কিশোরীরে চিত্তে কর নিত্য বিরাম। (নিজ দাসের দয়া কর হে; তোমার দাসের দাসের দয়া কর হে) ॥ ২০২ ॥

রামলীলা।

প্রথম গানের ন্যায় সুর। তাল—খেমটা।

ওরে ভাই নাই রে শঙ্কা খাও রে লঙ্কা, চিবাইয়ে মুড়ির সাথে।

১। সাধনের শক্তি সীতা ভক্তি মাতা, ছিল পঞ্চবটীতে; রাক্ষস চুরি ক'রেছে মা কাঁদিছে, প্রহারিছে রাক্ষসীতে॥

২। ভাই ভাই এক প্রাণ ধ'রে টান, পাথর শিলে দুই হাতেতে ; দিয়ে রে শক্তির দোহাই পথ কর ভাই, পার্‌বে সীতা উদ্ধারিতে। (মুখে রাম জয় বল)

৩। যদি ভাই, রাম নাম ভোল পাথর তোল, ভাসিবে না তা জলেতে ; হৃদয়ে থাক্‌লে ভক্তি পাবে শক্তি, মুক্তি হবে আচম্বিতে। (আমাদের মা জানকী)

৪। দীনহীন কাঙ্গালে কয়, রাম দয়াময় আমায়, হনু কর কটাক্ষেতে ; আমি এ বুক চিরিয়ে দেই দেখায়ে, রাম দেখে যে চায় দেখিতে ॥ (সীতা উদ্ধারিতে)

—•—

॥ ২০৩ ॥

কীর্ত্তন, তাল— একতালা।

সীতা রামরূপের তুলনা, ভুবনে আর কি আছে। (আমার রাম সীতা ব্রহ্মময় রূপ ; এক পূর্ণব্রহ্ম শক্তি স্বরূপ) হৃদয়, দ্বাদশ্‌ দল্‌ সরোজে, (দেখ্‌ রে) পরিকর মাঝে, শ্রীরামচন্দ্র বিরাজিছে।

(সীতা সতী বামে)

১। কিবা, রাম সীতা শিরে, ছত্র ধরে লক্ষ্মণ, চামর ব্যজন করে ভরত শত্রুঘ্ন ; ধন্য, অঞ্জনা নন্দন, (দেখ্‌ রে) ভক্তি মহাজন, যুগল চরণ সেবিতেছে।

(রামের, আমার সীতা রামের)

২। যিনি নবদূর্ব্বাদল, শ্রীরাম মূরতি, হরিৎ মেঘে জড়িৎ, তড়িৎ সীতা সতী; চারি রাম পরিজন, (দেখ্ রে) শশী সুশোভন, ভুবন মোহন করিছে।

(সীতা রামরূপে)

৩। কাঙ্গাল ফিকির বলে শুন, মম মন ভৃঙ্গ, বিষয় ফুল রসে ব'সে কত কর রঙ্গ; সীতা রাম চরণে ধাও, (ভৃঙ্গ রে) অমৃত মধু খাও, কেনে জীবন হারাও বিষয় বিষে ম'জে ॥ (সীতারাম চরণ ছেড়ে) ॥২০৪॥

কীর্ত্তন তাল—ধামাল।

মধুর রামরূপ্ যে দেখেছে নয়নে। (হৃদকমলে সীতা সতী সনে) ॥ সেই ত, সর্ব্বত্যাগী বৈরাগী, অনু-রাগী চরণে ॥ (রামরূপের দাসানুদাস)

১। সে ত, নবদূর্ব্বাদলমেঘে, সৌদামিনী জড়িত দেখে, আছে অনিমিখে; প্রেমধারা বহিতেছে সঘনে।

(বক্ষঃস্থল ভাসাইয়ে)

২। ওরে, যে জন্ রামরূপ্ না দেখেছে, সেত অন্ধ-কারে আছে, কাঙ্গালফিকির বলিছে; দেখেছে যে, জয় কোরেছে শমনে ॥ (রামের বামে সীতা মাকে দেখে) ॥ ২০৫ ॥

১৯১ গানের ন্যায় সুর। তাল—খেমটা।

ও ভাই! বল বল রাম, রাম রাম রাম প্রাণারাম।
আমার, রাম প্রাণারাম, প্রাণারাম রাম॥ (রাম নামের তুলনা নাই রে;) (রাম) (প্রাণ রমণ)

১। আমরা যত কুলের মেয়ে জল আনিতে যাই, (সরযূর বাঁধা ঘাটে) পথে রাম গুণ গাই; (প্রাণ সই রে) জলে ঢেউ দে দেখি, রাজীব আঁখি, দূর্ব্বদল শ্যাম। (রাম নব) (ধনুর্ধারী)

২। যে জন সত্য রক্ষা করে, তারে রাখে রাম, (সত্যই রাম, রাম সত্যই রে) সেত, কারু নহে বাম; (প্রাণ সই রে) সত্য যে না রাখে, সতীত্ব নাশে তারে কেবল বাম। (রাম ধনুর্ধারী, রুদ্ররূপে)

৩। সত্য জ্ঞান প্রেমের সেবা করিলে সাধন, (রাম সত্য জ্ঞান রে, রাম প্রেম) রাম হৃদয় রমণ; (প্রাণ সই রে) সত্য যে না ভজে, নরকে মজে, তার প্রতি বাম। (শাসন তরে ধনুঃ ধরে, রুদ্ররূপে)

৪। ভূত ভয়বারণ পতিতপাবন, (ভয় আর থাকে না থাকে না, পঞ্চভূতের, রামনামে) ভক্ত-হৃদয়রমণ; (প্রাণ সই রে) কাঙ্গাল-ফিকির বলে, রাম ভজিলে, করে পলায়ন॥ (ভূতের দেহ থাকে না আর, পঞ্চ, কাম ক্রোধ) (জীব নিত্যদেহ ধারণ করে)॥২০৬॥

গৌরাঙ্গ লীলা।

কীর্ত্তন, তাল তেওট।

এস এস হে গৌর হরি দয়াময়। হে শচীনন্দন!
একবার কীর্ত্তনের মাঝে এসে হও উদয় ॥
(গৌরাঙ্গ হে)

১। ওহে, আমি যে জ্ঞানহীন, ভক্তিহীন অকিঞ্চন, (হে শচীনন্দন!) আমার ভরসা কেবল তব পদদ্বয়।
(গৌরাঙ্গ হে)

২। ওহে কৃপানিধান কর কৃপাদান; তোমার নাম-লীলা রস করি গান; তোমার করুণা বিনে জীবে, ভক্তিদান অসম্ভবে, (হে শচীনন্দন)! প্রেম ভক্তিতে মাতাও ওহে প্রেমময় ॥
(কাঙ্গাল ডাকে, গৌরাঙ্গ হে) ॥ ২০৭ ॥

কীর্ত্তন, — তাল গড়খেমটা।

শ্রীবাস অঙ্গনে নাচে শ্রীগৌরাঙ্গ রায়। গৌরাঙ্গ রায় আমার নিত্যানন্দ রায় ॥ গদাধর মুরলী গুপ্ত, ভক্ত সমুদয়। ভাবাবেশে ঢ'লে পড়ে নিত্যানন্দের গায় ॥ (রাধা রাধা রাধা ব'লে) (ধা বলনে কি রা সরে না রে)

১। গদাধরে বেড়া দিয়ে, আপনার ভুলে যায়; (ভাবাবেশে মাতোয়ারা রে) দাসে দয়া কর ব'লে ধূলাতে লুটায়। (নিত্য) (আর আমার কেউ নাই হে)

২। আহা, অন্য কে বুঝিবে গোরার, না জানে আপনায়; (হেম্ সিন্ধুতে প্রেমের তরঙ্গ) কভু হাসে কভু কাঁদে, কভু নেচে ধায়। (প্রেমে উন্মত্ত হ'য়ে রে;) পেলাম পেলাম ব'লে রে)

৩। সুরধনীর তীরে গোরা কভু ধেয়ে যায়; (গোরার ভাব গোরাই জানে রে) সুবিশাল বক্ষঃস্থল, ভাসিল ধারায়॥ (ধারার বিরাম্ নাই রে) (নয়ন) (প্রেম জল) (দুই ধার এক হোল রে)

৪। ফিকিরচাঁদ বলে গোরা পাশরি আপনায়; (আজ গোরা আমার জ্ঞান হারা রে) গঙ্গাকে যমুনা স্মরি ঝাঁপ দিতে যায়। (কালীয়াদমন মনে বুঝি পল রে)

৫। কাঙ্গাল বলে, গোরা আমার, স্মরি রাসতত্ত্ব; (যমুনাতে জলকেলী রে) আপনার রসোল্লাসে আপনি হয় মত্ত॥ (শ্রীকৃষ্ণ লীলা স্মরিয়ে)॥১০৮॥

শ্যামা সংগীত।

কীর্ত্তন, — তাল খং।

ভবে, মন রে আমার কর আয়োজন, যদি পূজ্‌বি মায়ের চরণ। আছে,মলা ধ'রে যতন কোরে মাজরে ক'খানা বাসন। (যেন থাকে না থাকে না, পূজার বাসনেতে মলা।)

১। ওরে, এম্‌নি কোরে মাজবি বাসন, দেখা যায় রে আপন বদন (মন আমার); তখন বাসন মাঝে দেখ্‌বি মায়ের সেই চরণ; ওরে, বাসনে মলা থাকিলে সেই মায়ের চরণ নাহি মেলে, মলিন আয়নাতে দেখ্‌লে হয় না কভু মুখ দরশন।

২। ওরে, সত্ব রজঃ, তম ব'লে, আন রে বিল্বদল তুলে (মন আমার); সেই বিল্বদল ধোও নয়ন-গঙ্গাজলে; ভক্তিকে করিয়ে চন্দন, তাইতে আবার কর লেপন, নইলে পূজা হবে না মন, বৃথা যাবে সব উপকরণ।

৩। কাঙ্গাল বলে নয় রে সোজা, খাটনি বিনে হয় না পূজা (মন আমার); খাটে যে জন, পার হয় সে জন বিরজা; বিরজা পার হ'লে পরে, বাসনেতে ছায়া পড়ে, রূপে ভুবন দীপ্তকরে, শীতল হয় রে তাপিত জীবন॥ (তখন থাকে না থাকে না, সংসারজ্বালা।)

———০——— ॥ ২০৭ ॥

রাগিণী বিভাস—তাল একতালা।

শিব জগত গুরু, কল্পতরু কালী আমার ; যে যাচিছে সে পাইছে, ফল যেমন ইচ্ছা যাহার॥ ওরে, আনন্দ স্বরূপ ধ'রে, আনন্দে বাঞ্ছা করে, মা আমার আনন্দময়ী, আনন্দ বিতরে তারে ; শিব উক্তি যুক্তি ধ'রে, পরাভক্তি বিতরে তাহার॥

১। ওরে, যে যাচে সংসার সুখ, বিষকুম্ভ পয়োমুখ ; পরিণাম গরল দুখ, অত্যাচার ব্যাভিচার হে ; ওহে অত্যাচারে পূর্ণ ধরা, সত্য যে জীয়ন্তে মরা, প্রশান্ত রূপিণী তারা, রুদ্র কালী অসি ধরা ; কাঙ্গাল-ফিকির বলে হরা, হর হর অবিশ্বাস এবার॥২১০॥

দাশরথি রায়ের— (আছি মা তারিণী ঋণি তব পায়) গানের সুর।
আলিয়া—তাল তেতালা।

এ মা, ভ্রান্তি হর হর মনমোহিনী। মানস অবশ, যশ পরবশ হ'য়ে, ভ্রমি অশান্ত হৃদয়ে ; শান্তি দে মা ওগো শান্তিরূপিনী॥

১। মা বিনে কে জানে পুত্রের মমতা, মম মনোব্যথা তাই নিবেদি জগন্মাতা, ছ জন করিছে সদা শত্রুতা ; সাধ্য নাই নিবারি তাদের বাধ্যতা, শম দম অস্ত্র হারা, শত্রু কিসে নাশি তারা, হরি জ্ঞান বল হারা তারিণী॥২১১॥

রাগিণী আলিয়া তাল—একতালা।

ঐ, সমরে বিহরে শ্যামা। কিবা, বিশদ নিবিড়, নীরদ কান্তি, নবীন নীল, নলিনী ভ্রান্তি; জীব শান্তি তরে, রণ শ্রান্তি করে, শবে শিব রমা। শ্যামা

১। ত্রিতাপ হরা তারা, ত্রিনয়ন ধরে, সূর্য্য শশী অগ্নি উদ্দীপন করে; পঞ্চাশত বর্ণ, মুণ্ডমালা পরে, প্রশান্ত প্রতিমা। (শ্যামা)

২। সুধা পানে রক্ত আধ ফুল্ল আঁখি, শ্যামাঙ্গ ত্রিভঙ্গ, পূর্ণ চন্দ্রমুখী; কাঙ্গাল-ফিকির বলে, হৃদয় মাঝে দেখি, ওরূপ নিরূপমা॥ (শ্যামা) ॥ ২১২॥

———o———

রাগিণী মল্লার তাল— ঝাঁপতাল।

কে ঐ নিরুপমা শ্যামা, নৃত্য করে সমরে। খঞ্জন নয়নী, অঞ্জন বরণী, কালী, নররক্ত রঞ্জিনী, বোম্ বোম্ হরে হরে॥

১। নরমুণ্ড ভূষণ পরা, দিগম্বরী অসি ধরা, পদ চাপে কাঁপে ধরা, ধরাধর ভেঙ্গে পড়ে।

২। দেখ, সঙ্গিনী নাহিক অন্য, বিভূতি স্বরূপা গণ্য, ভৈরবী ভৈরব নৃত্য, এ বিশ্ব অম্বরে; কালীর নৃত্যে নাচে তারা, গগনে অগণ্য তারা, কালী তারা, তারা কালী, তারা কালী চরাচরে।

৩। ওরে, কালীপদ কালবারণ, তরণ তরি তারা চরণ;

আয় রে জীব, কর আরোহণ, ভক্তি হৃদে ধ'রে ; কাঙ্গাল কয় ঐ চরণ্ তরি, নিজেই নাবিক নিজেই তরি, আয় রে ফিকির ত্বরা করি, তরি ভব-সিন্ধু নীরে ॥ ॥ ২১৩ ॥

(ষট্‌চক্রতত্ত্ব সংগীত)

রাগিণী ভাঁয়রো, তাল একতালা।

জাগো একবার জাগো, মূলাধারে জাগো, কুল-কুণ্ডলিনি মাগো ! ভ্রমরা গুঞ্জরে, কোকিল কুহরে প্রভাত হোল রজনী গো ॥

১। অমৃত পিয়ায়ে, নিদ্রিত হইয়ে, আবৃত রহিলে জননি ! জাগে না জাগালে, এ ঘোর কলিকালে, ঘুমায় অকালে সব প্রাণী গো।

২। মূলেতে জাগিয়ে, সুষুম্না বাহিয়ে, সহস্রার ভেদিয়ে আপনি। বোস নিজধামে, সদাশিববামে জীব-শিব-প্রদায়িনী গো।

৩। আধ হর হরি, আধ রাধা গৌরী, ত্রিভুবন মনো-মোহিনী। যুগলমাধুরী, নয়নে নেহারি, নরনারী ব্রহ্মজ্ঞানী গো॥ (হোক্) ॥ ২১৪ ॥

রাগিণী সুরট মল্লার, ঝাঁপতাল।

কালি কুণ্ডলিনি! শম্ভুভাবিনী, জাগো গো অন্তরে শ্যামা, জাগো গো অন্তরে।

১। সার্দ্ধ-ত্রিবলয়াকারে, শম্ভুসনে মূলাধারে, চিন্ময়ি চৈতন্যহারা কি ছলে; একবার, ছাড়িয়ে ছলনা শ্যামা, চতুর্দ্দলে দোল গো মা, এলোকেশি মহাকাল হৃদিপরে।

২। স্বাধিষ্ঠানে অধিষ্ঠান, হ'য়ে পুরাও অনুষ্ঠান, চিন্তা হর চিন্তাহরা চিন্তামণিপুরে। শব্দব্রহ্ম অনাহতে, গতি করি অনাহতে, ত্রাণ কর আহত এ জীবে মা; ওমা, বিশুদ্ধাখ্যে হোয়ে বিকাশ, ত্রিপুরা গো পুরাও আশ, কর মা বিশুদ্ধ আমায় করুণা কোরে।

৩। আজ্ঞাচক্রে প্রজ্ঞাময়ী, হও গুরু-ব্রহ্মময়ী, আজ্ঞা কর সংজ্ঞাদা গো প্রজ্ঞাহীন জনে। সহস্র কিরণ-ভাতি, সহস্রারে করি গতি ত্রিকোণ-সরসীকূলে চল গো; ওমা হর-হংস-উন্মাদন, হংসীরূপে কর রমণ; সমান গণি জীবন মরণ, রমণ হেরে ॥২১৫॥

রাগিণী ভৈরবী, তাল কয়ালী।

মহাকাল-বিলাসিনী। কুল-মূলাধারে কালী, কুল-কুণ্ডলিনী॥ (জাগো কালী)

১। মূলপদ্ম চতুর্দ্দলে, সিন্দূরবর্ণ উজ্জ্বলে; শম্ভুসহ কুতূহলে, শিবসীমন্তিনি। (দোল গো মা)

২। ষড়দল-স্বাধিষ্ঠানে, এসো গো মা বিষ্ণুস্থানে; তড়িদ্‌বর্ণ ষড়বর্ণে, তড়িদ্‌বিকাশিনী। (ঘনরূপে হও মা)

৩। ওমা, মণিপুর-দশদলে, এস মা বহ্নিমণ্ডলে; শ্রীচরণচ্ছায়াতলে, শীতল কর প্রাণী। (সংসারদগ্ধ)

৪। ওমা, হৃৎকমল দ্বাদশদল, আরক্তবর্ণ উজ্জ্বল, মা আমার তায় নেচে চল, শুনি নূপুরধ্বনি।
(মায়ের পায়ে) অনাহত-হৃদয়পদ্মে)

৫। বিশুদ্ধাখ্য ষোড়শদলে, শূন্য গগণমণ্ডলে; বিরাজ ওমা বিমলে! শূন্যব্যাপিনী। (পূর্ণরূপে)

৬। আজ্ঞাপদ্মের দ্বি-দলে, বিশুদ্ধসত্ত্ব-উজ্জ্বলে, গুরুরূপে কুতূহলে আজ্ঞাসঞ্চারিণী। (গুরুরূপে হও মা)

৭। ওমা, সর্ব্বতত্ত্ব হইয়ে পার, সহস্রারে কর বিহার; অমৃত দাও মৃতে এবার মৃত-সঞ্জীবনী॥
(ফিকির ডাকে, হও) ॥২১৬॥

রাগিণী মূলতান, তাল একতালা।

জীব রে, চিন্ত একবার। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দেহভাণ্ডে তোমার।

১। দেহে, গ্রহ উপগ্রহ তারক তপন, ধরা গিরি নদী

বন উপবন ; দেহে, চতুর্দ্দশ-লোক, (জীব রে)
বৈকুণ্ঠ গোলক, কৈলাস-লোকসার।

২। জীব রে, চক্রে চক্রে দেখ দেবতার আলয়, আধার-পদ্ম ব্রহ্মার রূপে আলোময় ; বামে, বিশ্বসৃষ্টিকর্ত্রী, (ব্রহ্মাদেবের) ডাকিনী সাবিত্রী, কোটি আদিত্য রূপাধার। স্বাধিষ্ঠানে অধিষ্ঠান পীতাম্বর, চতুর্ভুজ বিষ্ণুরূপ মনোহর ; বামে, শ্যামাঙ্গী রাকিনী, (বিষ্ণু-দেবের) ব্রহ্মাণ্ডপালিনী, মহিমা অপার।

৩। জীব রে, মণিপুরে রুদ্রমূর্ত্তি মনোহর, ভয়াভয়দাতা ভস্মভূষাধর ; জীব রে, বামে শ্রীলাকিনী, (রুদ্র-দেবের) বিশ্বসংহারিণী, শুভঙ্করী গৌরী শাস্ত্রে প্রচার। অনাহতপদ্মে শোভেন ঈশান, বরাভয়কর করুণানিধান ; তাঁর, বামে সর্ব্বেশ্বরী, (ঈশানদেবের) কাকিনীসুন্দরী, করেন বিহার।

৪। শোভেন, বিশুদ্ধাখ্যে সদাশিব ত্রিলোচন, অর্দ্ধনারী-শ্বর পঞ্চবদন ; বিশ্বের, সৃষ্টি স্থিতি লয়, (জীব রে) তাঁর ইচ্ছায় হয়, শাকিনীশক্তি মূলাধার। আজ্ঞা-চক্রে দেবী হাকিনীর লীলা, শুদ্ধসত্ত্বরূপে ত্রিলোক উজ্জ্বলা ; শোভেন, ইতর নামে শিব, (পদ্মকর্ণি-কায়) ভক্তে সদাশিব, বিদ্যুন্মালা-অলঙ্কার।

৫। জীব রে, সহস্রারকমলের সহস্রকদলে, নিখিল

দেবতার লীলানন্দস্থলে; দেখ, কিবা মহোৎসব, (জীব রে) নিত্যরাসোৎসব, ব্রহ্মানন্দরস অপার। ব্রহ্মময়-হ্রদে ব্রহ্মময়ীর খেলা. দেখ্ রে ও ফিকির! ব্রহ্মানন্দলীলা; দেহতত্ত্বে জীব, (ষট্‌তত্ত্বভেদি) হও রে সদাশিব, জীবব্রহ্ম একাকার॥ (তখন)

—:*:— ॥২১৭॥

রাগিণী জংলা মূলতান, একতাল।

অসার সংসার ভাবনায়, এবার, বৃথা যে মা যায় জীবন। জাগো মা যোগীন্দ্র-জায়া, মূলাধারে হও চেতন।

১। ষট্‌পদ্মে ষট্‌শক্তি রঙ্গে, বিরাজে ষট্‌ শিব সঙ্গে; ষট্‌পদ্মভেদ-প্রসঙ্গে, তাঁদের সঙ্গে কর্ মিলন।
(ভবসঙ্গ ঘুচাইয়ে)

২। ও তার, পঞ্চপদ্মে পঞ্চতত্ত্ব, পঞ্চেন্দ্রিয়ের মূল সত্য, তাতে ঘটাও এ জীবত্বধারণের সার্থকত্ব; ওমা, জীবত্ব উৎপত্তির কারণ, ষট্‌পদ্মে মা কর হরণ; কর্ মা, শিবত্বে সহস্রার মিলন, শক্তিতত্ত্বে বিসর্জ্জন।
(আমায় দে মা)

৩। ওমা, পৃথ্বিতত্ত্ব মূলপদ্মে, মা তোর্ অঙ্গগন্ধ তত্ত্বে, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সার্থকত্বে, দুর্গন্ধময় জুড়াও জীবন। মা তোর্, রসতত্ত্ব স্বাধিষ্ঠানে, চরণপদ্ম-মধুপানে;

আমার, রসনার তৃপ্তিসাধনে, করাও রস আস্বাদন।
(নিত্য নূতন)

৪। মা তোর, মণিপুর-রূপতত্ত্বে, যোগ্ কর এ নেত্রতত্ত্বে
চিদ্‌ঘন-ব্রহ্মময়সত্ত্ব-রূপে হোক্ মা ধন্য নয়ন। ওমা,
হৃদিপদ্ম অনাহতে, যোগ কর পবনতত্ত্বে; ওমা,
শ্রীঅঙ্গ পরশনদে, স্পর্শেন্দ্রিয় কর্ মোহন।
(বায়ুর স্পর্শ-তত্ত্বযোগে)

৫। ও মা, কণ্ঠপদ্ম আকাশতত্ত্বে, রূপ রস স্পর্শ গন্ধে,
যোগ করি যোগেশ্বরি, যোগে ব'স যোগীন্দ্রহৃদে।
ও মা, ঢুলাও ও বিধুবদন, কথা ব'লে জুড়াও শ্রবণ;
আবার, বাক্‌শক্তি দে আমায় তেমন, জুড়াই এ হৃদয়
বেদন। (পদে বেদন নিবেদিয়ে) (স্তব স্তুতি গানে)

৬। ও মা, আজ্ঞাপত্রে মনস্তত্ত্ব, চতুর্ব্বিংশ জীবতত্ত্ব,
মা তোমার ঐ শূন্যতত্ত্বে, কর তাদের বিলয়সাধন;
ও মা, সহস্রারে নাদতত্ত্বে, লয় কর এ ফিকিরত্বে;
বসি, বিন্দুশক্তিরূপে হৃদে, সার্থক কর নাম্ গ্রহণ॥
(ফিকির শক্তিসাধক) ॥২১৮॥

রাগিণী খাম্বাজ, তাল একতালা।

যদি, পূজিবে রে শ্যামাচরণ। তবে, যতনে কর
মূর্ত্তি গঠন; উন্মনী সহিতে, (জীব রে) মনকারিকর
সাথে, যোগাড় দিতে রত হও অনুক্ষণ॥ (নিজে)

১। জীব রে, মনের সঙ্গে এস মূলাধারক্ষেত্রে, প্রয়োজন মত লও পৃথ্বিতত্ত্বে ; স্বাধিষ্ঠানপুরে, (জীব রে) স্বচ্ছসরোবরে, বারিতত্ত্ব-সার কর গ্রহণ।

২। চিন্তামণিপুর-তেজ-তত্ত্বাধার, গ্রহণ কর তথায় তেজ তত্ত্বসার ; অনাহতপুরে, (জীব রে এসে) লওরে প্রাণ পূরে, বায়ুতত্ত্ব প্রাণপ্রতিষ্ঠাকারণ।

৩। ও জীব, বিশুদ্ধাখ্যে আকাশতত্ত্ব গ্রহণ করি, মনঃ সঙ্গে রঙ্গে এস আজ্ঞাপুরী ; গুরুর সম্মতে, (জীব রে) বিশুদ্ধচিৎসত্ত্বে, মনের মত মূর্ত্তি কর গঠন।

৪। জীব বলে একি ! মূর্ত্তি গড়াইয়ে, বিলীন হ'ল মনঃ রূপ নিরখিয়ে ; তখন, উন্মনী বলিছে, (জীব রে) সহস্রার মাঝে, কর শিবে শ্যামা মূর্ত্তি স্থাপন।

৫। ফিকিরচাঁদ বলে সহস্রার কমলে, সাজলে ভাল মহাকাল-বক্ষঃস্থলে ; পূজা কর গ্রহণ, (মাগো) আত্মসমর্পণ, ত্রিতত্ত্বে এ আত্মতত্ত্ব-বিসর্জ্জন ॥

॥২১৯॥

১৩ শ গানের ন্যায় সুর। একতালা।

নিদ্রাগত কত কাল রবে জননি ! মূলাধারে কুল-কুণ্ডলিনি !!

১। যদি, মা তুমি ঘুমাও, জেগে না জাগাও, তবে ত

জাগে না কোন প্রাণী ; একবার হোয়ে সুপ্রসন্ন,
(মাগো) হও মা চৈতন্য, চৈতন্য আনন্দস্বরূপিণী।
(জাগো মূলাধারে)

২। মূলাধারে অন্নকোষ, ছেড়ে একবার এস, প্রাণময়-
কোষে, প্রাণতোষিণী ; আমার মনোময়কোষে,
(মাগো) মনানন্দে ব'সে, তন্দ্রা হর তন্দ্রারূপিনী।
(মনো-রাজ্য গঠন)

৩। ওমা, করুণা প্রকাশ, মনকোষ নাশ, জ্ঞান কোষে
এস, জ্ঞানদায়িনী ; জীবের জ্ঞানকোষস্থল, (মাগো)
শ্বেতশতদল, বীণা বাজাও মাগো বীণাপাণী।
(জ্ঞানের পদ্মদলে)

৪। ওমা, আনন্দময় বাসা তাতেও বদ্ধ দশা, প্রাণের
ভালবাসা না পায় জ্ঞানী ; মম এ কোষ ভাঙ্গিয়ে
(মাগো) প্রণব ভেদিয়ে, সদাশিবে গিয়ে মা
আপনি ॥ (নিজধামে বোস)

৫। ওরে, কাঙ্গাল বলে নাম, সদাশিব ধাম, রাসচক্র
নাম, সাধকের বাণী ; তথা, শিবে শোভে গৌরী,
(মরি হায় রে) শ্যামে রাধা প্যারী, নেচে বেড়ায়
গোপিনী যোগিনী ॥ (রাসচক্র-ইচ্ছায়) ॥২২০॥

রাগিণী বেহাগ, তাল—একতালা।

বাঁশী, বাজিল রে। অলস বিভল, আঁখি ঢল ঢল,
রাই-কুণ্ডলিনী জাগিল রে॥

১। সহস্রারকমলে শ্রীযমুনা-কূলে, বাঁশী বাজে শ্যামের অধরকমলে; প্রেম-আকর্ষণ কলধ্বনিমূলে, ত্রিজগত মাতিল রে।

২। মূলাধারে শ্যামবংশীধ্বনি ধায়, জাগিল নিদ্রিতা কুণ্ডলিনী রাই, চকিত-চপলা-ব্যাকুলহিয়ায়, বসিল রে। এ ঘোর নিশীথে সংসার বাসনা, নিদ্রিতা জটিলা বিরাগকামনা; সংসারআসক্তি-কুটিলার যাতনা, নাই রাই বুঝিল রে।

৩। অমনি, বাম দক্ষে ইড়া পিঙ্গলার পথ ত্যজে, গুপ্ত-পথে রাই সুষুম্নার মাঝে, আসি ধীরে ধীরে বসি মূলাধারে, ডাকিল রে। রাইয়ের সঙ্গে রঙ্গে চলে সহচরী, আধারপদ্মশক্তি ডাকিনী সুন্দরী; সখি-সনে প্রেম-গীতি গায় কিশোরী, শত মত্ত অলি গুঞ্জরিল রে।

৪। প্রেমভরগতি-হংসীবিড়ম্বিনী, স্বাধিষ্ঠানপদ্মে রাই নিতম্বিনী; বসি, শ্রান্তি দূর করি, শ্রীরাকিনীসখি, সঙ্গে নিল রে। মণিপুরে আসি বসি দশদলে, কম-

লিনি ভাসেন প্রেমকুতূহলে; শ্রীলাকিনীশক্তি পড়ি পদতলে, সখী হোয়ে সঙ্গে চলিল রে।

৫। হৃদে আসি রাই দ্বাদশপদ্মদলে, নৃত্যানন্দে বিভোর সখী সঙ্গে মিলে; লুটাইয়ে এলোকেশ পদতলে, পড়িল রে। হৃদিপদ্মশক্তি কাকিনী সুন্দরী, সে আনন্দদলে হোল সহচরী; বিশুদ্ধাখ্যপদ্মে আসিয়ে কিশোরী, সখী-শাকিনীরে সঙ্গে লইল রে।

৬। আজ্ঞাপুরে বসি দ্বি-দলপদ্মবরে, ত্রিলোকমোহিনী মনের মনোহরে, হাকিনীর সঙ্গে রঙ্গে সহস্রারে, রাই ধাইল রে। সহস্রারকমলের শ্রীযমুনাকূলে, বাঁশী বাজায় শ্যাম সুরতরু মূলে; শ্যামজলধরের হৃদয়কমলে, রাই-সৌদামিনী মিলিল রে।

৭। দেখ্ রে, প্রেম নয়ন, করি উন্মীলন, শ্রীযমুনাকূলে রাধিকারমণ, রাসরসোৎসবে হইয়ে মগন, কিবা নাচিতে লাগিল রে। সখিগণ রাধাকৃষ্ণ-যুগল ঘিরি রাসে নাচে কেমন করে করে ধ'রি, ফিকির বলে সখির চরণ্কমল বেড়ি, রাই কি আমারে ভুলিল রে॥

———০——— ॥২২১॥

মূলতান, একতালা।

ষট্চক্রভেদ্ করি জীব! কাট মায়াবন্ধনে। মূলাধারে সম্বর্ত্ত অগ্নি, কুণ্ডলিনী দরশনে॥ (কুল) (সু-শক্তি)

১। শ্রী -ইন্দ্রিয়-গ্রাসকারিণী, •জাজ্বল্য-বিদ্যুদ্‌বরণী, চিন্তা কর দিন্ রজনী, মাকে স্বাধিষ্ঠানে॥
(কুলকুণ্ডলিনী)

২। মণিপুরে কুণ্ডলিনী কোটিবিদ্যুৎ-প্রকাশিনী অনা-হতে কামার্থ-নাশিনী। ভ্রূ-মধ্যেতে পদ্মদ্বিদল, গুরু মা পরমযুগল; ভেদ করিয়ে ব্রহ্ম-অর্গল, মহাসিন্ধু আসনে॥ (শক্তিকে বিরাম করাও)

৩। পরমশিবের সনে, কুণ্ডলিনীর সম্মিলনে, বিমুক্ত হও ভববন্ধনে; ফিকির দেখ্‌রে, ফিকির কাঙ্গাল, ব্রহ্মার্গলের নীচেতে কাল, কালাতীত রূপের আঙ্গাল, নিত্যলীলা সেই স্থানে॥ (বৈকুণ্ঠ গোলোক কৈলাস) ॥২২২॥

---

৬৪ শ গানের ন্যায় সুর। তাল গড়খেমটা।

ভয় কি আছে, বিরজাতে, পদ্ম ফুটেছে। পদ্ম, সুনিরমল, সহস্রদল, টলমল ঐ করিছে। (ভক্তিরসে)

১। সহস্রদল পারে যে জন যায়, সেত, অনন্তদল পদ্ম আবার দেখিবারে পায়; ও সেই, পদ্মের গোড়া, আকাশ ছাড়া, ফুলে আকাশ ছেয়েছে। (ব্রহ্মাণ্ড ফল)

২। পদ্মদলে আছে নিরন্তর, হর হরি রাধা গৌরী

নাগরী নাগর; তারা, নটের মত, অবিরত, অভি-
নয় যে করিছে। (এ ব্রহ্মাণ্ডের)

৩। ভবের সাধন সাঙ্গ করিয়ে, অনন্তদল পদ্মে সাধক
বসিছে গিয়ে; সাধক, ইচ্ছামত, অবিরত, দলে
দলে ফিরিতেছে। (প্রেমানন্দে)

৪। কাঙ্গাল আছে পদ্মের গোড়ায়, পদ্ম কোথা দেখিবে
কি, কাদাতে গড়ায়; পদ্মের মৃণাল ধ'রে, কাঙ্গাল
মরে, পায়ে কাঁটা ফুটিছে॥ (অসাবধানে) ২২৩॥

রাগিণী বিভাস। তাল একতালা।

কে বলে আ মরি! তোমায় দিগম্বরী বিবসনা,
শবাসনা ভয়ঙ্করী। জ্ঞান নেত্রে আমি, চেয়ে দেখি
তুমি, সর্ব্বভুতে সর্ব্বমঙ্গলা ঈশ্বরী॥

১। বিশ্ব ভবোদরে তুমি বিশ্বোদরী, পালন করি বিশ্ব
নাম বিশ্বম্ভরী; অসীম অম্বরে সম্বরিতে নারে,
জননী গো, তাইতে নাম ধরেছ ব্রহ্মময়ী দিগম্বরী।

২। অসুর সংহারে উদ্যত অশনি, ভক্ত সাধকের হৃদে
প্রশান্তরূপিনী; সভয়ে অভয়া, সম্পদে বিজয়া,
জননী গো, তুমি মহা নিদ্রা নিদ্রা মায়া মহেশ্বরী।

৩। লোকে দেখে তোমার চরণ তলে শব, আমি দেখি

তোমার চরণেতেই সব; শিবের প্রকৃতি, শিবে
কর স্থিতি, জননী গো! তোমার চরণ-চন্দ্রে প্রকাশ
শিব চন্দ্র ছবি ॥ ২২৪ ॥

রাগিণী ললিত বিভাস, তাল একতালা।

মাগো! রজনী প্রভাত হোয়েছে। ডাকিছে বিহঙ্গ
পবন তরঙ্গ, গন্ধভরে মন্দ মন্দ যে বহিছে ॥

১। ভানু যত তনু প্রকাশ করিছে, বিদায় দিতে তোমায়
বিজয়া বলিছে; বিদায় দি কেমনে, ভেবে সেই
ভাব মনে, আঁখি ঝুরে আমার হৃদয় ফাটিছে ॥

২। চৈতন্যরূপিনী তুমি ব্রহ্মময়ী, তুমি নাই যথা এমন
স্থান আর কই; তোমায় দিলে বিদায়, সকলই যে
যায়, তোমায় অবলম্ব করি জগত রয়েছে ॥

৩। লোকে বলে নিশি প্রভাত হোয়েছে, আমি দেখি
সেত যেমন তেম্‌নি আছে; নিশি প্রভাত হলে,
আঁধার যেত চলে, তবে বিদায় দিত তোমায় এমন
বা কে আছে ॥

৪। কাঙ্গাল বলে মাগো সোজা বুঝ আমার, আবাহন্
বিসর্জ্জন নাই তোমার; তুমি নিত্য নিরঞ্জনী, ভবভয়
ভঞ্জিনী, নিত্য হৃদিপদ্মে জাগ, পুজি হৃদি মাঝে ॥

॥ ২২৫ ॥

১১০ শ গানের ন্যায় সুর ও তাল।

মরিরে, হর গৌরী রূপে আজ কে শোভিছে। আধ অবর্ণ আধ সুবর্ণ মন প্রাণ হরিতেছে। (যুগলরূপে)

১। আধ অঙ্গ অনঙ্গ তাই, দিগম্বর হইয়াছে; আধ অঙ্গে নীলাম্বর বেড়া আছে। ঐ যে, নীলাম্বর মাঝে শশী সৌদামিনী খেলিতেছে। (অনঙ্গে স্থিতি ক'রে)

২। সৃষ্টির শেষ দক্ষিণ অঙ্গ, ভস্মে ঢাকা রহিয়াছে; কারণ সুরধুনীর ঢেউ জটায় উঠিতেছে। বামে, গৌরী অঙ্গ অলঙ্কারে, ভুবন মন মোহিছে। (যুগল রূপে)

৩। চেষ্টাহীন দক্ষিণ আঁখি, স্থির ভাবে বিরাজিছে; বাম একাপাঙ্গে সৃষ্টি স্থিতি হইতেছে। অন্য, পল-কেতে যার বস্তু, তাতেই আবার মিশিতেছে।

৪। কাঙ্গাল কয়, হর গৌরীর রূপ যে জন বুঝিয়াছে; সেত, ঐ যুগলরূপে পাগল হইয়াছে; ও তার, মানসেতে, আধ নির্গুণ, আধ সগুণ জাগিছে॥ (চেয়ে দেখ)॥ ২২৬॥

কীর্ত্তন আলেয়া, তাল গড়খেমটা।

দেখ হরিহর রূপ আহা মরি কি সুন্দর রে। শশি-শেখর আধ কলেবর, আধ নবজলধর রে॥ (ওরূপ)

১। শুভ্র সত্য সুন্দর, নির্গুণ হর রে; সগুণ আকাশে

নীলিমা প্রকাশে, আধ শ্যামকলেবর রে ॥ (কিবা)

২। শিবরূপ অধর, নির্গুণ দিগম্বর রে; ভকত হৃদয়ে দেড়ে আসিয়ে, পরিধেয় পীতাম্বর রে ॥ (আধ)

৩। মহাকাল সুবিশাল ধ্বনি শিঙ্গাধর রে; আহা, মদনমোহন মুরলীবদন, জন-আনন্দকর রে ॥ (ভক্ত)

৪। শিবে শিবশক্তি গৌরী, রূপ মনোহর রে; কিবা হরি-জলধরে সুনীল অম্বরে, সৌদামিনী নিরন্তর রে ॥ (আদ্যাশক্তি, রাধা)

৫। সগুণে নির্গুণ মিলি, রূপ মনোহর রে; ঐ যে সগুণে ব্যাপিয়ে নির্গুণে লুকায়ে, হৃদয় রূপ সাগর রে ॥ (কাঙ্গালের) ॥ ২২৭ ॥

—০—

৩৩শ গানের ন্যায় সুর। তাল গড়খেমটা।

অনন্ত সাপের পরে, বাবা ঐ শুয়ে আছে ॥

১। ওরে, যে মা ছিলেন বক্ষঃস্থলে, ওরে, সেই মা এখন পদতলে রে; পদভার লয়ে কোলে, (মহালক্ষ্মী-রূপে) করতলে অবিরত সেবিতেছে ॥ (দশহস্তে)

২। পদ্মের গোড়া নাভিপদ্ম, সৃষ্টির কৌশল বোঝে কাহার সাধ্য রে; লক্ষ্মী না দেখালে, (চরণ সেবিকা সে) কমলদলে, কে দেখে ব্রহ্মা সহজে ॥ (জগৎ সৃষ্টির কৌশল)

৩। সাপের অনন্তফণায়, কত বিধি বিষ্ণু নেচে বেড়ায় রে; নাচে পঞ্চবদন. (বাবার কাছে কাছে) দেব গণ, মহিমা তার গাইতেছে॥ (নিরন্তর)

৪। সিদ্ধপুরুষ যোগিঋষি, তারা, হাতে করে বীণা বাঁশী রে; স্তব করে সকলে. (সুমধুর স্বরে) প্রেমজলে, বক্ষঃস্থল ভাসিতেছে॥(সেই ভক্তবৃন্দের)

৫। চৈতন্যদেব শ্রীঅদ্বৈত, ওরে নিত্যানন্দ অবধৌত রে; নিতার ভেরির রোল. (মাভৈ মাভৈ কেবল) প্রেমে বিভোল, বোল হরিবোল বলিতেছে॥
(অদ্বৈত গৌর)

৬। বিজয়ডঙ্কা বাজিতেছে, অদ্বৈতের নিশান উড়িছে রে; তাতে লেখা আছে, (একমেবাদ্বিতীয়মন্ত্র) (আর দ্বিতীয় নাই) যে পড়িছে, মাতিয়ে সেই উঠিতেছে। (ভক্তিরসে)

৭। নানকাদি রূপসনাতন, তুলসীদাস মহাজন রে; মহম্মদ মুশা, (হেথা সবাই আছে) খ্রীষ্ট ঈশা, যোগধ্যান করিতেছে। (ভক্ত সকল)

৮। যে হোয়েছে বিরজা পার, সেত, সদা দেখে এই সব ব্যাপার রে; কাঙ্গাল গুরুর কৃপায়, (মহা-যোগাসনে) দেখিতে পায়, একটী ঝলক হৃদয়ে মাঝে॥ (তাঁর অনন্তলীলা) ॥ ২০৮॥

ব্রহ্মসংগীত।

রাগিণী ললিত বিভাস, তাল একতালা।

জাগ, জাগ ভাই পোহাল রজনী। ও ভাই, আর কতকাল, ঘুমাইবে বল, গাও মঙ্গল আরতি কর মঙ্গল ধ্বনি। (উঠ উঠ রে ভাই)

১। সারা নিশি মায়ের কোলে ঘুমাইলে, ঘুমের অলসে একবার মা বলে না ডাকলে; আপ্‌নি না জাগিলে, জেগে না কাঁদিলে, ঘুমন্ত সন্তানে না জাগান জননী।

২। চৈতন্যের সন্তান হইয়া সকলে, চিরদিন মায়া নিদ্রা বশে র'লে; ও ভাই, একবার দেখ জেগে, এক-বার দেখ ভেবে; ওরে, মা আমাদের ব্রহ্ম চৈতন্য রূপিনী। (একবার জেগে দেখ)

৩। ঘুমের অলসে কত কথা বল, ব্রহ্ম, বলিতেই কেন আলস্য কেবল; ওরে, সরল হ'য়ে ভাই, ব্রহ্ম বল সবাই; ব্রহ্মনাম কেবল ভবের তরণী॥ (এ ঘোর কলিযুগে) (ইহ পরকালে) ॥ ২২৯ ॥

——):8:(——

ভাঁয়েরা, তাল একতালা।

তুমি হে অনন্ত তোমারই অনন্ত, সত্য শান্ত-মহিমা। মানব জ্ঞান বেদবেদান্ত, না পারে করিতে সীমা॥

১। তুমি অজর অমর আনন্দ সুন্দর, অমৃত হ'তেও

অমৃত, এক অদ্বিতীয় নিত্য সত্য, কোথাও নাই উপমা ॥

২। লোকেশ চৈতন্য, ময়াধিদেব, মঙ্গলময় বিভো হে; তব আজ্ঞা অনুসারে লোকহিত তরে, প্রণাম করি তোমারে, তব প্রীতির নিমিত্ত হই হে প্রবৃত্ত, করিতে সংসার যাত্রা ॥ ২৩০ ॥

রাগিণী বিভাস তাল একতালা।

থাকিতে সবল, হইয়ে সরল, মম মানস হরি বল রে বল, (মন রে) হরিনাম কেবল পথের সম্বল। ফুরালে অজপা, হবি রে অজপা; জপা তপা তখন কোথায় রবে বল।

১। নিশি প্রভাত হ'ল, জাগ রে মানস, হরি বল একবার ত্যজিয়ে অলস; হরি হরি রবে, ত্রিতাপ দূরে যাবে, নামে তাপিত হৃদয় হবে রে শীতল।

২। ওরে, পরনিন্দা গানে সবল রসনা, হরি বল্‌তে মন তোর রসনা সরে না; রাখরে মিনতি, ছাড় রে দুর্ম্মতি, হাতে তুলে আর খেওনা গরল।

৩। হরি ব'ল্‌লে প্রেম ভরে পাপ তাপ হরে, ত্রিতাপিত হৃদয় হয় রে শীতল; হরিনাম শ্রবণ ক'রে, মহা পাপী গেল তরে; এমন নামে লোকে নাহি তরে, নিজ দোষে কেবল ॥ ২৩১ ॥

রাগিণী খাম্বাজ, তাল একতালা।

বল মা! আমার হোল একি। থাক্‌তে নয়ন, অন্ধ হ'লেম একি। আমি মরি ডেকে ডেকে, তোমার কোলে থেকে, কেন মাগো তোমায় নাহি দেখি ॥

১। জন্ম অন্ধ পুত্র কোলেতে রাখিয়া, স্তনা দেন জননী মুখে স্তন দিয়া; সেইরূপ আমি মাগো) তোর কোলে থেকে, তোর দেওয়া ভোগে সর্ব্বদা ভোগী ॥

২। জন্মাবধি আমি আছি দৃষ্টি হীন, কোলে থেকে তোমায় না দেখি একদিন; আর ক'দিন বাকী (মা আমার) খুলে দে মা আঁখি, প্রাণ ভ'রে এক-বার তোমায় দেখি ॥ ২৩২ ॥

রাগিণী খাম্বাজ, তাল মধ্যমান।

জননীর কোলেতে সন্তান, আহা মরি রে। প্রাণ ভ'রে করে শিশু মায়ের স্তন্য পান রে ॥

১। স্তন্য পান করে সুখে, চেয়ে থাকে মায়ের দিকে; মা আবার দেখেন তাকে, (কেমন) সুন্দর বয়ান রে।

২। কোলেতে রেখেছ তুমি, মা তোর অন্ধ ছেলে আমি; তুমি দেখ দেখি না আমি, কেমন করে প্রাণ রে।

৩। অন্ধ হ'য়ে অবিরত, বল আর ডাকিব কত, দে মা আমায় পদামৃত, ফুটুক নয়ন রে ॥ ২৩৩ ॥

কীর্ত্তন আগ্নিয়া, তাল গড়খেমটা।

অনন্ত রূপের সিন্ধু উথলি উঠিল গো। কিবা, ভুবন মোহন রূপের তরঙ্গে, ভুবন ডুবাল গো।

১। হৃদে ছিল রূপ বিন্দু, ক্রমে সিন্ধু হ'ল গো; নয়নে পশিয়ে, ধরণী ভাসায়ে, হিমগিরি ডুবিল গো।

২। রূপের তরঙ্গে আবার, গগণ ছাইল গো; আহা, বিমল-বাতাসে, আকাশে আকাশে, সে তরঙ্গ ছুটিল গো। (রূপের)

৩। ভানু শশী সৌদামিনী, সে রূপে ভাসিল গো; সংখ্যাশূন্য তারাদলে, রূপস্রোতে চলে, রূপমদে পাগল গো। (কাঙ্গাল]

৪। অনন্ত এ রূপসিন্ধু, নাহি ইহার কূল গো; রূপে, সন্তরণ দিয়ে, কূল নাহি পেয়ে, মাতিয়ে রহিল গো॥ (কাঙ্গাল) ॥ ২:৪ ॥

কীর্ত্তন ছুট, তাল একতালা।

আমি, সাধে কি তোমার নাম রাখি, অনামিক অরূপের পাখী। আমি, যেমন দেখি, তেমনি ডাকি। (হৃদয়-পিঞ্জরে) তুমি অরূপ, স্বরূপ, বহুরূপী হে॥

১। যখন, ত্রিতাপ-হরণ কর তুমি, (বহুরূপের পাখি)

তখন, হরি বলে ডাকি আমি। (তুমি পাপহারী)

২। যখন হৃদয় আকর্ষণ কর তুমি, (অনামিক ব্রহ্ম তুমি)

তখন, কৃষ্ণ বলে ডাকি আমি। (বহুরূপের পাখি)

৩। যখন, প্রাণে রমণ কর তুমি, (মন প্রাণ টেনে লয়ে)

তখন, প্রাণারাম বলে ডাকি ॥ (প্রাণ আরাম কর)

২০৫

১১৯শ গানের ন্যায় সুর, তাল গড়খেমটা।

সহে না যাতনা আর, মা আমায় বাঁচাও বাঁচাও।

১। অসত্য এই দেহ-দুর্গে, আমি রয়েছি অসৎ সংসর্গে মা; ত্রাণ নাই কোনরূপে, (তোমার দয়া বিনে) দয়া কোরে, সৎস্বরূপে লইয়া যাও। (অসৎ হোতে)

২। অসৎ দুর্গে ঘোর অন্ধকার, আমি, আপনি দেখিনে আপনায় মা; দেখ্‌ব কি আর তোমায়, (ওগো ব্রহ্মময়ী) ওমা আমায়, জ্যোতিতে আজ লইয়া যাও। (এই আঁধার হোতে)

৩। স্বাধীনতা না আছে যার, ওগো সেই ত মৃত সন্তান তোমার মা; রিপুর অনুগত, (আমার দশা দেখ্‌ মা) (মা তোর সন্তান হোয়ে) আমি মৃত, অমৃতেতে লইয়া যাও। (এই মৃত্যু হোতে)

৪ অদ্যাবধি অপরাধী, রুদ্রমুখ তাই নিরবধি মা; কাঙ্গাল সদা দেখে, (তোমার রুদ্রমুখ) মা আমাকে

প্রসন্নমুখ দেখাও দেখাও ॥ (হাসিভরা) (শশীমুখে সুধার হাসি দেখাও দেখাও) (দয়ামাখা, ক্ষমা-মাখা, শান্তিমাখা) ॥ ২৩৬ ॥

প্রথম গানের ন্যায় সুর। তাল খেমটা।

ব্রহ্মধন কি পদার্থ তাহার অর্থ, যে বুঝে নাই সেই বুঝেছে।

১। বলেরে যে সব জ্ঞানী ব্রহ্ম জানি, জানে না সে বলে গিছে; যে বলে জানিনে রে জানি তাঁরে, সেই যে তাঁর কিছু জেনেছে ॥

২। এই যে ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ড কত কাণ্ড, অবিশ্রান্ত ঘুরিতেছে; এই সকল ভাণ্ডের মাঝে ব্রহ্ম আছে, কেহ তাঁরে না দেখিছে ॥

৩। মানব-জ্ঞান বেদ বেদান্ত না পায় অন্ত, মনে বুদ্ধি হার মেনেছে; কাঙ্গাল কয় ব্রহ্ম যারে দয়া করে, ব্রহ্ম কেবল সেই জেনেছে ॥ ২৩৭ ॥

কাঙ্গাল-সংগীত। ॥

প্রথম গানের ন্যায় সুর। তাল খেমটা।

এই শুভ তিথিযোগে, মহাযোগে, কাঙ্গাল সমাধি নিয়েছে; ত্যজিয়ে মায়াযোগ, সংসার-ভোগ, সুখে

কাঙ্গাল নাচিতেছে॥ (যোগেশ্বরের কোলে উঠে)

১। সংসারে অবোধ যারা বলে তারা, কাঙ্গাল যে হায় মরিয়াছে; জানে না শাস্ত্রের উদ্দেশ্য কীর্ত্তি-যস্য, সে জীবিত রহিয়াছে॥ (জগতে যার কীর্ত্তি আছে, কীর্ত্তি যত দিন আছে)

২। যাহার প্রাণের কথায় ধর্ম্মগাথায়, (কত) মৃত জীবন বাঁচিতেছে; সে যদি ম'রে গেছে, ভবের মাঝে, তবে বেঁচে কে আর আছে॥ (সে যদি ম'রে গেছে, যার কথায় মরা বাঁচে)

৩। কাঙ্গালের ধর্ম্ম-জীবন ক'রে আসন, যারা ধর্ম্মে প্রাণ সুঁপেছে; তারা এই, সংসার-তরঙ্গে বিষয়-রঙ্গে, ধর্ম্মজীবন ঠিক্ রেখেছে॥ (শোক তাপ বিপদ দুঃখে)

৪। ফিকির কয় কাঙ্গাল গেছে যাঁর কাছে, তাঁর নামে যে মজিয়াছে; সে ত সেই হরির সঙ্গে প্রেম-রঙ্গে, নাচে কাঙ্গাল দেখিতেছে॥ (হরি-সংকীর্ত্তন-মাঝে, প্রেমে মাতোয়ারা মুর্ত্তি) ॥ ২৩৮॥

৫২শ গানের ন্যায় সুর। তাল গড়খেমটা।

আরে, ওরে ও সেই, অক্ষয়তৃতীয়া আবার এল ভাই!
আমরা যে তিথিতে, কাঙ্গালবন্ধু কাঙ্গালধনে হারাই।

১। গত হ'ল সব বর্ষ, মোদের প্রাণে নাই হর্ষ, সদা
নিরানন্দ-নীরে ভাসি হ'য়ে বিমর্ষ ; সেই হৃদয়স্পর্শী
তত্ত্বকথা, আর কোথাও না শুন্‌তে পাই।

২। মায়ের যত মমতা, কাঙ্গাল জানিত রে তা, নাড়ীর
টানে, মায়ের প্রাণে ছিল প্রাণ গাঁথা ; নিলেন,
কোলে তুলে কোলের ছেলে স্নেহময়ী মাতা তাই।

৩। দেখ ! দেখরে চেয়ে প্রাণকুমারে পেয়ে, খলখল
হাসে ঐ প্রাণতোষিণী মেয়ে ; কাঙ্গাল, চিন্ময়ীর
হাসিতে তন্ময়, চিনিবার আর সাধ্য নাই॥

(মা কি ছেলে)

৪। দুটি চক্ষের ধারায় পাগ্‌লার বক্ষঃ ভেসে যায় ;
বলে, এ দীনের এ দিনের ক দিন আছে ব্রহ্মময় ?
কবে, ব্রহ্মানন্দে মরণানন্দে, চরণারবিন্দে পাব ঠাঁই॥

॥ ২৫৯॥ *

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

---

* ১৩০৩ সালের ৫ ই বৈশাখ অক্ষয় তৃতীয়াতে কাঙ্গালের দেহ ত্যাগ হয়। প্রতি বর্ষে দেহত্যাগ তিথি অক্ষয় তৃতীয়ায় দীন কাঙ্গালের সাধন-কুটীরে মহোৎসব হয়। উল্লিখিত দুইটী গান তদুপলক্ষে গীত হয়।

কাঙ্গাল-ফিকিরচাঁদ ফকীরের

অধ্যাত্ম-আগমনী।

অর্থাৎ

ভগবদ্ভক্ত, বিষয়-সেবায় ভগবতীকে ভুলিয়া থাকিলে,
তিনি যাচিয়া কিরূপে ভক্তকে চৈতন্য করেন
এবং ভক্ত চৈতন্য হইয়া কিপ্রকারে সাধন
করিয়া ভগবতীকে লাভ করিয়া থাকেন,
তদ্বিষয়িণী কতিপয় গীতি।

পদকর্ত্তার উক্তি——

১ নং গীত। রথের গানের সুর।

শিব এক, ও তার শক্তি দুটী, তাদের হয় ভাব বুঝা কঠিন। একজন যে, বুকের পরে, আর জন শিরে, বিবাদ রাত্রি দিন॥

১। ভবের গতিক দেখিয়ে, রাগে গৌরী অমনি কালী হয়ে, খাঁড়া ঢাল হাতে লয়ে, লেংঠা মেয়ে জ্ঞানহীন; শিব, বুকের পরে, তারে ধরে, শান্তি করে প্রলয়কালীন॥ [শিব]

২। আর এক জন জটায় থাকে, তাকে মা বলিয়ে যে জন ডাকে, কোলেতে করেন তাকে, নাহি কারু ভাবেন হীন; ও তাঁর, সকল সমান, জ্ঞানী অজ্ঞান, পাপী তাপী ধনী আর দীন॥ [ওরে]

৩। কাঙ্গাল কয় সকাতরে, শক্তি এক, রুদ্ররূপে অসি ধরে, এক শক্তি দয়া করে হ'য়ে দয়ার অধীন; ভুইটী শিবশক্তি, বেদের উক্তি, গঙ্গা গৌরী নামে দুই সতীন॥ [দেখ]

—*—

পদকর্ত্তার উক্তি——

২ নং গীত। ঐ সুর।

মা বোল, কি সুমধুর বোল, ঐ বোলে পাষাণ যায় গ'লে। তাইতে যে, পাষাণী রে, মধুরস্বরে, উমা মা বলে॥

১। দেখ্‌তে চঞ্চলা মেয়ে, ওরে পাষাণীর অঞ্চল ধরিয়ে, জগতের মা হয়ে মা, কাঁদেন উমা মা ব'লে; মাগো, বিষয় পেয়ে, পাষাণ হয়ে, ওমা আমায় রয়েছ ভুলে॥ (পাষাণি গো)

২। মরি কি কঠিন হিয়ে, আছ সারা বৎসর পাসরিয়ে, আমার কেউ আছে ব'লে, মনে না

করিলে ; আমি ভালবাসি, আপনি আসি, চেতন হয়ে কর মা কোলে ॥ [আমি আপনি এলাম]

৩। কাঙ্গাল কয় কাতর হয়ে, ওমা! মা ডাকিছেন মা বলিয়ে, পাষাণি! চেতন হয়ে, একবার কর কোলে ; যাবে সকল দুখ, জুড়াবে বুক, ও বিধুমুখ, একবার দেখিলে ॥ (পাষাণি গো)

—*—

গিরিরাণী মেনকার উক্তি——

৩ নং গীত। কোথা'তে এ সব আসে গানের সুর।

আমি ত ভুলে আছি প্রাণ উমায়। আমায়, ভোলে না সে, উমা এসে, স্বপ্নে ডাকে মা আমায় ॥ [মা বোলে]

১। স্বপ্নে মা ব'লে ডাকুল, সেত আমায় জাগাল, জাগিয়ে মা জাগ্‌লেম আমি উমা লুকাল ; এখন না দেখিয়ে, ফাটে হিয়ে, কেঁদে মরি প্রাণ যায় ॥ [সদা]

২। কেমন কঠিন প্রাণ আমার, আপ্‌নি এসে বারে বার, উমা আমায় ডাকে, আমি না জিজ্ঞাসি তাঁয় ; আমি, নিঝর জলে, ঢেলে ফেলে, মরি-তেছি পিপাসায় ॥ (সদা)

৩। কাঙ্গাল কাঁদে কাতরে, এসে হৃদয়-মন্দিরে, ওরে কতবার ডাকিলেন মোরে সুমধুর-স্বরে; আমার, এ মন প্রাণ, এমন পাষাণ, শুনেও তা না শুনে হায়॥ (প্রাণ)

—*—

পদকর্ত্তার উক্তি——

৪ নং গীত। ঐ সুর।

শ্রবণে দুর্গা নাম যেই শুনিল। ওরে হীন-প্রাণ, পেল প্রাণ, পাষাণ অম্‌নি গলিল॥ [গিরি-]

১। একে তিন, তিনে এক বোলে, গিরি বিল্ব-দল তুলে, ওরে নয়ন-মন্দাকিনীর জল দিল সেই দলে; আবার, যাত্রাকালে, কুতূহলে, দুর্গানাম তায় লিখিল॥ [জয়]

২। ওরে মনের উল্লাসে, প্রেমে অচল ভাসে, প্রাণ উমাকে আনিতে চলে উমেশের বাসে; গিয়ে, কৈলাসে, সেই শিববাসে, আপনাকে ভুলিল॥ [গিরি]

৩। কাঙ্গাল করিছে ক্রন্দন, কর্‌লাম কল্পান্তর-বোধন, আমার কপালদোষে কুণ্ডলিনীর হল না

চেতন ; দুর্গাপূজা আমার, দেখি এবার, বিফল যে হইল॥ (পূজা)

—*—

নন্দীর উক্তি—

৫ নং গীত। ঐ সুর।

বাবার এ বাজী বোঝে সাধ্য কার। এই যে, জগদ্‌ভিম্ব, জলবিম্ব, আছে অম্নি নাই আবার॥ (জগৎ)

১। আকাশ-আরামের তলে, কত ঝাড় লণ্ঠন জ্বলে, তারা চন্দ্র সূর্য্য কেতু ঘুরিয়ে চলে ; এ সব, একবার গড়ছে, একবার ভাঙ্গছে, ভাঙ্গা গড়া কার্য্য তাঁর। (দেখ)

২। যদি বাবা হন সদয়, কিছুই অসম্ভব নয়, ঘোর অমাবস্যার রাত্রিকালে চাঁদের হয় উদয় ; জলে, ভাসে শিলে, অচল চলে, অন্ধের ঘোঁচে অন্ধকার।

৩। বাবার ভেল্কীর বলে, সূচের ছিদ্রের স্থলে, কত হাতী ঘোঁড়া পাহাড় পর্ব্বত যাচ্ছে রে চ'লে। আবার, মশা ঘোরে, সিংহদ্বারে, নাহি পারে হ'তে পার। (মশা)

৪। নাই রে তুলনাতে তুল, ফোটে আকাশেতে ফুল, বাবার বাজী দেখে শুনে কাঙ্গাল হয় বাতুল; যত অসম্ভব, সুসম্ভব, সকল কীৰ্ত্তি একজনায়। (দেখ)

—×—

নন্দী-ভৃঙ্গির উক্তি——

৬ নং গীত। ভাব মন দিবানিশি গানের সুর।

ওরে ভাই হিমগিরি, বিনয় করি, বল একবার আমার কাছে।

১। কেবা রে আদর ক'রে, তোমার শিরে, সোহাগঝুঁটি বাঁধিয়াছে। আবার সেই চূড়ায়২, কেবা তোমায়, হীরার টোপর পরায়েছে॥

২। যখন রে পড়ে আলোক্, মারে ঝলক্, চুণি-মণি টোপরমাঝে। ওরে তোর মাথার উপর, এমন টোপর কোন্ কারিগর গড়ায়েছে॥

৩। এত যে সোহাগ তোমার, তবু আবার, ঢুসী নয়ন ঝুরিতেছে। তাইতে ঝর ঝর, নিরন্তর, নিঝরের জল পড়িতেছে॥

৪। কাঙ্গাল কয়, ওরে আঁধা, ও নয় কাঁদা,

প্রেমে গিরি গলিতেছে। অথবা ভারতের দুখ, দেখে রে বুক, ফাটে পাষাণ গলিতেছে॥

—+—

পদকর্ত্তার উক্তি—

৭ নং গীত। ঐ সুর।

কোরে ভ্রুকুটী ভঙ্গী, বলে ভৃঙ্গী, অচলরাজ হিমাচলে।

১। তুমি পৃথিবীর গোড়া, উচ্চ চূড়া, হয়েছ যাঁর কৃপাবলে; পাষাণে বেঁধে হৃদি, বৎসরাবধি, সেই মায়েরে আছ ভুলে॥

২। তোমাদের রাজরাজড়ার, থাকে না আর, কোন জ্ঞান বিষয় পেলে; বিষয়ের বিষয় যিনি, তুচ্ছ তিনি, ভাবিলে বিষয়ের বলে॥

৩। তুমি যে বসন ভূষণ, ধন রতন, দিচ্ছ যাঁর ভুলাতে ছলে; ও ত সব দেওয়া যে তাঁর, দেখি তোমার, গঙ্গাপূজা গঙ্গাজলে॥

৪। পেলে মিষ্টান্ন অন্ন, সুপ্রসন্ন, না হন তিনি কোন কালে; তিনি হৃদয়ের নিধি, নিরবধি, সদয় হন হৃদয় দিলে॥

৫। কাঙ্গাল কয়, ভৃঙ্গীর ভঙ্গী, দেখে শৃঙ্গি।

গিরিরাজ! কি ভয় পেলে; তুমি মনোবিল্বদলে, নয়ন জলে, পূজ, ডাক দুর্গা বলে॥

গিরিরাজ হিমালয়ের উক্তি—

৮নং গীত। আমি, করব এ রাখালী গানের সুর।

রাখ, কোথা গো অভয়ে সভয়ে। ভৃঙ্গীর কুভঙ্গী দেখে ভয়ে কাঁপে এই হিয়ে॥ মা—

১। রাজ্যধন বিষয় পেয়ে, ওমা, পাষাণ হয়ে ছিলাম আমি তোমায় ভুলিয়ে; চেতন হয়ে তোমায় দেখ্‌তে এলাম মা; তোমার দুর্গা নামে প্রাণ পেয়ে॥ মা—

২। দেখ্‌ব ব'লে এলাম নিকটে, ওমা, না দেখিয়ে প্রাণ কাঁদে, হৃদয় ফাটে; ভৃঙ্গী আমায় ফিরে যেতে বলে মা; যাব কেমনে না দেখিয়ে॥ মা—

৩। কাঙ্গাল বলে, দেখ মা এসে, একটী দীন-হীন কাঙ্গাল কাঁদে দুয়ারে বোসে; সে তোর প্রসাদ বিনে কিছুই চায় না মা! দিস্‌নে, কাঙ্গালে আজ ফিরায়ে॥ মা—

—*—

পদকর্ত্তার উক্তি—

৯ নং গীত। দোকানি ভাই গানের সুর।

আনন্দ বদনে নন্দী কয়। বল সিদ্ধেশ্বর শিবের জয়॥

১। ভৃঙ্গির ভঙ্গী দেখে ভয় খেও না আর, এলে যে ধন তরে কৈলাসপুরে তুমি ডাক তাঁর; (গিরি)। ডাক্‌লে হৃদয় খুলে, [ও গিরিরাজ! ওহে ও গিরিরাজ] তাঁয় মা ব'লে, থাক্‌বে না আর কোন ভয়॥

২। ডাক ভক্তিভাবে সরল ক'রে মন, ওরে সদানন্দময়ী শক্তি দিবেন দরশন: (তোমায়) তখন শিরজলে, পদ্মদলে, হবেন সদা শিবোদয়॥

৩। কাঙ্গাল বলে যে জন বুঝিয়াছে সার, সেত ভৃঙ্গি দেখে নাহি ছাড়ে শক্তির দুয়ার; [শিব] সেত অবশেষে, অনায়াসে, জগৎ দেখে শিবময়॥

—*—

জয়ার উক্তি—

১০ নং গীত। ঐ সুর।

কারে চিন্ত ভ্রান্ত হিমালয়। তুমি চিনিলে না চিন্ময়॥

ছেড়ে গাছের গোড়া, আগায় চড়া, আশা কেবল বিফল হয় ॥

১। যদি গৌরীধনে বাসনা তোমার, তবে মানসে মহেশে পূজ দিয়ে উপহার, [ভক্তি] বিনে শিবপূজা, [গিরিরাজ! ও গিরিরাজ] দশভূজা, কখন না হন সদয় ॥

২। আছে, বেদপুরাণে লেখা চিরদিন, ওরে সর্ব্বশক্তিময় শিব, শিবের অধীন, [শক্তি] বিনে শিবারাধন, শক্তিরতন, শুনেছ কে পায় কোথায়? ॥

৩। ওরে, যে জন বিদ্যা বুদ্ধির কৌশলে, ওরে, শক্তিলাভের ইচ্ছা করে বিজ্ঞানের বলে, [জ্ঞান] তার সে আশা ভুল, আকাশের ফুল, ফোটে যথা তথায় লয় ॥

৪। কাঙ্গাল বলে যদি শক্তির অভিলাষ, ভক্তি-ভরে ভজ শিব, শক্তির প্রকাশ, [হবে] ও সেই শক্তি পেলে, ভূমণ্ডলে, থাক্‌বে না আর মহাভয় ॥

গিরিরাজ হিমালয়ের উক্তি—

১১ নং গীত। কলুর বলদ গানের সুর।

স্বয়ম্ভু হে শম্ভুদেব মহেশ্বর। নিত্য সত্য শিবসুন্দর ॥

১। তুমি সকল জ্যোতির জ্যোতিঃ, সকল পতির পতি, অগতির গতি হরিহর ; এই অসীম অম্বরে (হর হে) সম্বরিতে নারে, তাইতে তোমার নাম দিগম্বর ॥ (অম্বর ধর্‌তে নারে)

২। তুমি অসুর নাশিতে, সাধক রাখিতে, ভয়াভয় দুটী শক্তি ধর ; মহাভয় কালী-কায়া, [হৃদয়ে] গঙ্গা-অভয়-দয়া, শিরে করে স্থিতি নিরন্তর ॥ [নাম তাই গঙ্গাধর]

৩। তুমি জ্ঞানের শেখরে, বিশ্বাস-মন্দিরে, ধর্ম্মখণ্ড পরে স্থিতি কর। তোমার অনঙ্গেতে ছাই, [হর হে] সৃষ্টির শেষ তাই, তুমি বিশ্বম্ভর বিশ্বহর ॥ (পালন সংহার তরে)

৪। ওহে তুমি সর্ব্বজয়, ভয় আর অভয়, নিরাময় অজর অমর। ওহে তুমি সদানন্দ, [হর হে] হর নিরানন্দ, কাঙ্গালে আনন্দ দান কর॥ (ওহে আনন্দময়)

পদকর্ত্তার উক্তি——

১২ নং গীত। গুটিপোকা গানের সুর।

বিজয়ার বিজয়া-বাণী। গিরি, পঞ্চভূতময়, পঞ্চমীতে ক্ষয়, ষষ্ঠী-যোগে দৃষ্টি-বোধন আপনি ॥

১। মন-বিল্বদলে, বিল্বমূলে, পূজ্‌লেন দিবা-রজনী। গিরির, সেই পুণ্যফলে, ডাকেন পিতা ব'লে, এসে বসেন কোলে, জগৎ-জননী॥ [অমনি]

২। যখন, হৃদয়ে যাঁর, জনম তাঁর, তখনই তাঁর নন্দিনী। ওরে, পিতা বলি তাইতে, গিরির চরণেতে, প্রণাম করেন দুর্গা জগদ্‌-বন্দিনী॥ [এসে]

৩। কন্যায়, দেখে পদে, তুলে হৃদে, নিলেন গিরি অমনি। দেখ, যেই শক্তি পদে, সেই শক্তি হৃদে, তিনি হন সকল শক্তিদায়িনী॥ [দেখ]

৪। ভেসে নয়নজলে, কাঙ্গাল বলে, ভাল মন্দ না জানি। কিছু তিনি ছাড়া নয়, সকল তিনিই ময়, প্রণম্য প্রণত প্রণাম তিনি॥ [দেখ]

——*——

পদকর্ত্তার উক্তি——

১৩নং গীত। রাইরূপে অঙ্গ ঝাঁপিল গানের সুর।

ঐ দেখ, গিরিপুরে গৌরী যায়, তোরা কে যাবি রে আয়। ওরে, দক্ষিণেতে, লক্ষ্মী চলে, সরস্বতী চলে বাঁয়॥ [আবার]

১। ঐ যে, সিদ্ধিদাতা, গণেশ দাদা, মায়ের আগে আগেতে ধায়; আবার, পাখীতে চড়ে, চলে উড়ে, ষড়ানন ভায়ের জামা গায়॥ [দেখ]

২। নন্দী যাবে না রে, রহিল সে, সিদ্ধেশ্বরের সিদ্ধি ঘোটায়; ভৃঙ্গীর, বড় আপদ্, বুড় বলদ্, রহিল সে ঘাসকাটায়॥ (ওরে)

৩। কাঙ্গাল, দীন দৈন্য, না পায় অন্ন, জগদম্বায় কাঁদিয়ে কয়; যদি, দিয়ে অন্ন, কর ধন্য, তবে কাঙ্গাল সঙ্গে যায়॥ [মাগো]

—*—

গিরিরাজ হিমালয়ের উক্তি——

১৪ নং গীত। ভবপারের তরি গানের সুর।

তুমি, কেঁদনা আর উঠ পাষাণি। দেখ, এলেন প্রাঙ্গনে তোমার, প্রাণের ঈশানী॥

১। কোরে কল্প, কল্পান্তর, বিল্বমূলে নিরন্তর, (ব্রত পূজা করিলাম) [বোধন ক'রে] পূজি দেব দিগম্বর, পেলাম নন্দিনী॥

২। সামান্যা মেয়ে নয় উমা, ত্রিজগতে নাই উপমা, (একবার কোলে কর রে) [উমাধনে]

[হৃদয় শীতল হবে] মহাশক্তি জগতের মা, ত্রিগুণ-ধারিণী ॥

৩। দশদিক্ রক্ষাতরে, দশভুজা নাম ধরে, [পাপাসুরে নাশিল] (মহিষাসুরে) (সুর রক্ষা-তরে) দশ অস্ত্র দশকরে, রিপুনাশিনী ॥

৪। দক্ষিণে কমলা সতী, বামে শোভেন সরস্বতী, [মায়ের কিবা শোভা রে] ধর্ম্ম-সিংহ পরে] [শক্তিরূপা] [শিবশক্তিরূপা] সিদ্ধিদাতা গণপতি, গুহ সেনানী ॥

৫। কাঙ্গাল বলে শিববাণী, যে পূজে মহেশ রাণী, (দশভুজা রূপিণী) [মহা শক্তি] [তার ত ভয় নাই রে] [রণে বনে] সে পায় লক্ষ্মী নারায়ণী, বিদ্যারূপ বাণী ॥

—*—

গিরিরাণী মেনকার উক্তি——

১৫ নং গীত। রাগিণী আলিয়া, তাল একতালা।

কোন্ দুর্গা আমার নন্দিনী। আমি, যে দিকেতে চাই, দুর্গা দেখ্‌তে পাই, দুর্গা বই আর অন্য নাই; দেখ, ত্রিজগতের লোকে, দুর্গা ব'লে ডাকে, করে জয়দুর্গাধ্বনি ॥

১। ঘরে ঘরে দুর্গা পূজা করে ঘটে, আবার আমার দুর্গা দেখি চিত্রপটে ; এ সব দুর্গা কি আমার মেয়ে বটে, সত্য বল তাই শুনি।

২। আমার উমাধন দ্বিভুজধারিণী, এ যে দশ-ভুজা সিংহবাহিনী ; ছলনা করিয়ে ভুলাতে রমণী, আন্‌লে কার রমণী।

—•—
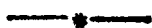
গিরিরাজ হিমালয়ের উক্তি—

১৬ নং গীত। রাগিণী আলিয়া, তাল ধামাল।

রাণি! শুনি বেদবাণী। দুর্গা তব নন্দিনী, দশভুজা, অষ্টভুজা, দ্বিভুজধারিণী।

১। বহুরূপা দুর্গা নাহি আদি অন্ত, নিরন্তর ধ্যানে না পায় অনন্ত, পাপীর পক্ষে রুদ্র, সাধুর চক্ষে শান্ত, আনন্দদায়িনী॥

২। অনাদি অচিন্ত্য দুর্গা চিন্তামণি, চিন্তাহরা তারা চিন্ময়ীরূপিণী, কন্যাভাবে তাঁরে ভেবেছিলে রাণি, তাই তব নন্দিনী॥

—•—

গিরিরাণী মেনকার উক্তি——

১৭ নং গীত। রাগিণী অহং, তাল একতালা।

গিরিরাজ! একি কাজ, নাহি লাজ ভাবিছ। প্রাণ উমাধনে; [এই জন্যে তোমায় পাষাণ বলে] তুমি, আনিয়ে যতনে বাহিরে রেখেছ॥

১। তুমি, আপন ইচ্ছায় এনে, আপন ইচ্ছা-ক্রমে, বাহিরেতে মাকে বসায়েছ; বিবেচনা কিছু নাই, [এই জন্যে তোমায় পাষাণ বলে] আবার, বিসর্জ্জন দেবে মনেতে করিছ॥

২। এবার, আর আমি বাহিরে, রাখিব না মা রে, অন্তঃপুরে উমায় লয়ে যাব; দেখ্‌ব অন্তঃ-পুরে, [প্রাণভ'রে উমার চন্দ্রবদন] ওরূপ, বাহিরেতে তুমি যেমন দেখিতেছ॥

৩। তুমি, বারে বারে আন, বাইরে দিয়ে স্থান, বারে বারে মাকে হারাইতেছ; এবার তা হবে না, [ওহে পাষাণরাজ! গিরি তোমায় বলি] মাকে দিব না হে যেমন বিদায় দিতেছ॥

৪। আমি, দিবনা হে বিদায়, শুন হে গিরিরায়, এবার, যে এনেছ সেই এনেছ; যে জন ভাসায়

জলে, [এনে যতন কোরে উমা প্রাণধনে] এ দীন কাঙ্গাল বলে, সেই ত গিরি পাষাণরাজ ॥

—+—

পদকর্ত্তার উক্তি——

১৮ নং গীত। ভবপারের তরি গানের সুর।

মরি, কি আনন্দ আজ গিরিভবনে ॥ ওরে, আনন্দে উন্মত্ত নর-রমণীগণে ॥

১। আনন্দময়ী রে হেরে, আনন্দ গ্রাম নগরে, [কি আনন্দ হেরি রে] (জলে স্থলে) (স্বর্গে মর্ত্ত্যে) আনন্দ আজ ঘরে ঘরে, বনে বিপিনে ॥

২। অভয়ার আগমনে, সকলেই অভয় মনে, (কেবল ভারত সভয় রে) [কপাল দোষে] (অভয়ারে না চিনিয়ে) কোন ভয় নাই রণে বনে শ্মশান্ মশানে ॥

৩। ভারতের কপাল মন্দ, এ আনন্দে নাই আনন্দ, (কেনে নিরানন্দ রে) [কিসের অভাব] [এ আনন্দের দিনে রে] পায়ে বেড়ী মুখ বন্ধ, ধারা নয়নে ॥

৪। কাঙ্গাল কয়, যে দশভুজে, লঙ্কাতে শ্রীরাম

পূজে, (করেন সীতা উদ্ধার রে) (শক্তি বলে) (দশভুজার বলে) বিশভুজে রাবণরাজে, বধিল রণে ॥———

৫। সেই দুর্গা দশভুজা, চিরদিন করিয়ে পূজা, (কেন হীনবল রে) (নব্যভারত) শক্তিহীন রাজা প্রজা, ভক্তি বিহনে ॥

—×—

পদকর্ত্তার উক্তি——

১৯নং গীত। দীনদয়াময়ী গানের সুর।

অনন্ত রূপের সিন্ধু, উথলি উঠিল গো। কিবা, ভুবনমোহন, রূপের তরঙ্গে, ভুবন ভুলাল গো ॥

১। হৃদে ছিল রূপবিন্দু, ক্রমে সিন্ধু হোল গো। আহা, নয়নে পশিয়ে, ধরণী ভাসায়ে, হিমগিরি ডুবিল গো ॥ [রূপে]

২। রূপের তরঙ্গে আবার গগণ ছাইল গো। আহা, বিমল বাতাসে, আকাশে আকাশে, সে তরঙ্গ ছুটিল গো ॥ (রূপের)

৩। ভানু শশী সৌদামিনী সে রূপে ভাসিল গো। সংখ্যা-শূন্য তারাদলে, রূপস্রোতঃ চলে, রূপমদে পাগল গো ॥ (কাঙ্গাল)

৪। অনন্ত এ রূপসিন্ধু, নাহি ইহার কূল গো। রূপে, সন্তরণ দিয়ে, কূল নাহি পেয়ে, মাতিয়ে রহিল গো।। (কাঙ্গাল)

—+—

২০ নং গীত। রাগিণী বেহাগ, তাল আড়া।

হলো পূজা সমাপন। জ্ঞানপ্রতিবিম্বচন্দ্রে করিয়ে বোধন।।

১। ষষ্ঠীতে দৃষ্টি দরশন, সপ্তমীতে আত্মসমর্পণ, অষ্টমীতে অষ্ট সিদ্ধি, শিবের লক্ষণ।।

২। সন্ধিতে সন্দেহ যায়, ভ্রমজ্ঞান দূরে পালায়, উমা আর মহেশ্বরের যুগল-মিলন; নবমীতে নদী-জলধি, ফুরাল সমাধি বিধি, দশমায় প্রতিমা-পূজার, এই ত বিসর্জ্জন।।

—*—

প্রার্থনা গীতি।

২১নং গীত। রাগিণী ললিত-বিভাস, একতালা।

অন্ন দে গো মা দে মা! দীন দৈন্যে অন্ন। কে আর আছে, ভুবন মাঝে, জীবন রাখে তোমা-ভিন্ন॥

যথা যাই, যথা চাই, দেখিতে পাই, নাই আর অন্য ; জগৎ-মাতা, যথা তথা, অন্নপূর্ণা জগতের জন্য ॥

১। জলে স্থলে আকাশতলে, সকলেই জননীর কোলে, কুতূহলে অন্নজলে করে উদরপূর্ণ ; ভিন্ন-ভাব নাই, সমান সবাই, তোমার ভালবাসায় গণ্য, নর নারী, যে ভিখারী, তোমার দ্বারে সেই হয় ধন্য ॥

২। যে অন্নে হয় দেহ রক্ষে, ক্ষুধিত আত্মার পক্ষে, তোমার কাছে সে অন্নের ভিক্ষে হয় সামান্য ; ক্ষুধা আমার নাহি যায় আর, বিনে তোমার প্রসাদ-অন্ন, তাই ডাকি মা, অন্ন দে মা, অন্নহীনে হোয়ে প্রসন্ন ॥

—*—

২২নং গীত। রাগিণী রামকেলী, তাল একতালা।

অন্নহীন সন্তানে রাখ মা বিপদে। মাগো, তোমার দয়া ভিন্ন, নাহি মিলে অন্ন, বরদে গো মা অন্ন-বরদে ॥

১। যে অন্ন বিহনে দেহীর দেহ শীর্ণ, জননী গো সে ত হয় সামান্য অন্ন ; বিনে, তোমার

প্রসাদ-অন্ন, মম আত্মা খিন্ন, দীন দৈন্যে মাগো অন্ন দে অন্নদে ॥

২। প্রসাদ-অন্নের জন্য ত্রিভুবন ভ্রমিলাম, এক মুষ্টি অন্ন কোথায় না পাইলাম; তাই, কাতর হোয়ে তোমার দ্বারে ধেয়ে এলাম, অন্নপূর্ণে আমায় স্থান দে ঐ শ্রীপদে ॥

৩। মা আমি দুষ্কৃতি অতি অভাজন, বিপথে ভ্রমিছে সদা আমার মন; আছে, কুসন্তান অনেক, কু-মাতা নাই কখন, এই ভরসায় ডাকি এ ঘোর-বিপদে ॥

---

২৩ নং গীত। মূলতান, একতালা।

মাগো, এই দশা কি তার। তুমি, সদানন্দ-ময়ী জননী যাহার ॥

১। পুণ্যসুধা-অন্নে ভাণ্ডার পূরিয়ে, পৃথিবীতে আমায় আনিলে ডাকিয়ে; আমি, সে সুধা ফেলিয়ে, (মাগো) গরল খাইয়ে, জ্বলিতেছি অনিবার ॥

২। দেখে, আমাদের দশা, কে বল্‌বে সহসা, আমরা তোমার সন্তান; তুমি, নিত্যনিরঞ্জনী

সত্য সনাতনী, আমরা যে ঘোরাজ্ঞান। নিত্যা-নন্দময়ীর সন্তান হইয়ে, নিরানন্দে আমরা রয়েছি ডুবিয়ে ; ওমা, এ কলঙ্ক হর, (মাগো) আনন্দ বিতর, আনন্দময়ি এবার ॥

——৪৪——

২৪ নং গীত। ওমা আনন্দময়ী নাচ গো গানের সুর।

ঐ দেখ্, দয়াময়ী মা আমাদের আজ এসেছে গো। [জীবের দুঃখ দেখে]

তাই, প্রেমানন্দে ভক্তবৃন্দ নাচিছে গো ; ঐ দেখ, মায়ের সঙ্গে ধ্রুব প্রহ্লাদ নাচিছে গো ; রামপ্রসাদ রামকৃষ্ণ নাচিছে গো ॥

১। সবে, মা এসেছে মা এসেছে, বলিছে আর নাচিছে গো ; দুটী, নয়নজলে বক্ষঃস্থল ভাসিছে গো ॥ [মা এলো২ ব'লে সবে ভাসিছে গো]

২। গন্ধবহ মন্দ মন্দ, গন্ধ বহিছে আর ছুটিছে গো ; পবন, গন্ধভার মাথায় কোরে বহিছে গো ॥ (মায়ের চরণ পূজব বোলে পবন বহিছে গো)

৩। একমেবাদ্বিতীয়ম্ মায়ের নিশান উড়িছে গো ; ও সেই, নিশান দেখে একহৃদয় হইছে গো ॥ (জগতের নর নারী মা মা বোলে)

৪। সাধু পাপী দুখী তাপী দূরে কেউ না রহিছে গো ; মা যে আয় আয় বোলে, ডেকে কোলে লইছে গো ॥ (মা যে দয়াময়ী)

৪। মা দয়াময়ীর দয়া দেখে, কাঙ্গাল ডেকে বলিছে গো ; আমি পাপে ভারি যেতে নারি, কাছে আয় গো ॥ [একবার দয়া কোরে দয়াময়ী] [ওমা দয়া কোরে বোস হৃদয়-কমলমাঝে গো]

—×—

২৫ নং গীত। ডুবেছে কি ডুব্‌তে আছের সুর।

ওমা, যদি এলে ক্ষুদ্র কুটীরে। (আনন্দময়ি গো)

১। ক্ষণেক দাঁড়াও দয়া ক'রে, ওমা তোমায়, দেখি ২ প্রাণ ভরে, যাস নে মা তুই অমন ক'রে, রেখে শূন্য ঘরে ॥

২। বসিবার স্থান নাই আর হেথায়, চেয়ে দেখ, চণ্ডালের ঘর আবর্জ্জনায়, পূর্ণ আছে পরনিন্দা-হিংসায়, বস্‌বি মা কেমন ক'রে ॥

৩। চরণ দোলাও দাঁড়াইয়ে, নয়ন জলে, চরণ দেই মা ধোয়াইয়ে ; শীতল করি তাপিত-হিয়ে, অপরূপ রূপ হেরে ॥

৪। কি দিয়ে কাঙ্গাল পূজিবে, ওমা এ জগতে, সকল তোমার, তোমায় কি দিবে; মা ব'লে তোমায় ডাকিবে, দিয়ে আপনারে॥

—৪৪—

২৬ নং গীত। লুম্‌ঝিঁঝিট, একতালা।

জয়া, বিজয়া জয়তি। তুমি পুরুষ প্রকৃতি, ওমা, পুরুষ তুমি প্রকৃতি॥

১। তুমি কাল, তুমি কালিকা, তুমি বালক, বালিকা, ওমা, তুমি পালক পালিকা, তুমি যুবক, যুবতী॥

২। তুমি হর, তুমি হরি, তুমি রাধিকা গৌরী, ওমা, তুমি কারণ, কারণবারি, ভূতপতি বিভূতি॥

৩। তুমি দিবস, তুমি রাত্রি, তুমি বেদ সাবিত্রী, ওমা, তুমি গায়ক গায়ত্রী, কর্ত্তা কর্ত্রী ভারতী॥

৪। তুমি গমন তুমি গামী, অন্তর অন্তর্যামী; ওমা, তুমি আমি আমি তুমি, ধনী কাঙ্গালের মতি॥
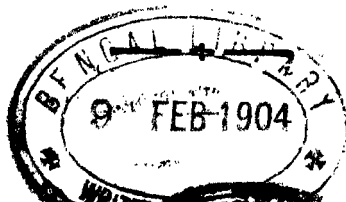
নিবেদন পত্র

কাঙ্গালের ব্রহ্মাণ্ডবেদ।

কাঙ্গালের ব্রহ্মাণ্ডবেদ সমগ্র হিন্দুশাস্ত্রের সার সংগ্রহ এবং হিন্দুধর্ম্মাদির তাৎপর্য্যের ব্যাখ্যান সাহিত্য জগতে সুপরিচিত বিজয়বসন্ত প্রণেতা, ঋষিপ্রতিম সাধক প্রবর, মহাত্মা কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ হরিনাথ মজুমদার ইহার সম্পাদক। হিন্দুশাস্ত্রোক্ত প্রমাণ সহ আত্ম ও সাধনতত্ত্ব অবলম্বন করিয়া নির্গুণ অপ্রকাশ ব্রহ্মতত্ত্ব হইতে, ব্রহ্ম স্বরূপ, রূপ, ধর্ম্ম, গুণ, সাকার নিরাকার লীলাতত্ত্ব ও যোগ সাধন প্রক্রিয়া প্রভৃতি ধর্ম্মজ্ঞান সম্বন্ধীয় নানা প্রয়োজনীয় বিষয় যাহাতে সহজে বুঝিতে পারা যায় এরূপ সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট। ফিকিরচাঁদের বাউল সংগীত ইহার বীজ; ব্রহ্মাণ্ডবেদ তাহার ক্রম বিকাশ। ব্রহ্মাণ্ডবেদ প্রকাশে কি কাজ হইয়াছে, তাহা আমরা নিজে বলিতে চাহি না, সে সম্বন্ধে কয়েক খানি পত্রের সারাংশ মাত্র প্রকাশ করিলাম, তাহাতেই উপলব্ধি হইবে ব্রহ্মাণ্ডবেদ মানবের আবশ্যকীয় অমূল্য রত্ন।

বিলাত প্রত্যাগত ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ রায় বি, এ, দারজিলিঙ্গ হইতে লিখিয়াছিলেন :—

"... আপনার ব্রহ্মাণ্ডবেদ পাঠ করিয়াছি। উহাতে অনেক বিষয় আছে, উহা পাঠ করিয়া অনেকে উপকৃত হইবেন।..."

দ্বারভাঙ্গার উকীল শ্রীরাধাকৃষ্ণ দত্ত বি, এল, লিখিয়াছেন :—

"...... ব্রহ্মাণ্ডবেদের বিষয়ে কি আর লিখিব? প্রার্থনা ইহা সত্বর পূর্ণাবয়ববিশিষ্ট হউক, এবং জগতে বহুল পরিমাণে প্রচারিত হইয়া অজ্ঞান নাশ করুক ...

উদাসীন শ্রীপ্রসন্নকুমার চক্রবর্ত্তী মির্জাপুর [illegible] [illegible] আশ্রম হইতে লিখিয়াছেন :—

"……ইহাতে যেরূপ তত্ত্ব ও অধ্যাত্মভাবের সামঞ্জস্য[illegible] [illegible]হিত প্রস্তাবাবলী লিখিত হইয়াছে, ইহা তত্ত্বজিজ্ঞাসু মানবের পক্ষে উপাদেয় গ্রন্থ। ……"

নোয়াখালী কালেক্টরী আফিস শ্রীঅন্নদাচরণ মুন্সী লিখিতেছেন :

"… ব্রহ্মাণ্ডবেদ পাঠে অতীব শান্তি লাভ করিতেছি। আমি যাহা খুঁজিতেছিলাম, তাহা ভাগ্যক্রমে আপনার সর্ব্বফলপ্রদ শক্তির তুলিতে সকলই মিলিতেছে। …"

শান্তিপুরের শ্রীবীরেশ্বর প্রামাণিক বলিতেছেন :—

"… ব্রহ্মাণ্ডবেদের কোন কোন বিষয় পড়িয়াছি। উহা আমাদের ন্যায় কাঙ্গালের পক্ষে মহামূল্য রত্ন স্বরূপ। সামান্য অর্থে এই রত্ন-লাভ বড়ই লাভ বলিয়া বোধ হইল। …"

কুলীন গ্রামের শ্রীনবীনমাধব রায় রক্ষিত লিখিয়াছেন :—

"… ধর্ম্ম সম্বন্ধে আপনার গভীর ভাব ও ঈশ্বর সম্বন্ধে আপনার অতি উদার মত দেখিয়া অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইলাম। …"

নবহট্টীর মিউনিসিপালিটীর ভূতপূর্ব্ব ভাইস-চ্যায়ারম্যান শ্রীঅম্বিকাচরণ সেন বলিতেছেন :—

"… বেদ প্রচার কার্য্যে হিন্দুমাত্রেরই সাহায্য করা অতীব কর্ত্তব্য কার্য্য। কাঙ্গাল মহাশয় প্রকৃতই একজন মনস্বী, তিনি অধ্যাত্ম-তত্ত্বে সম্যক্ উন্নত, ধর্ম্মপথে একজন উন্নত অগ্রবর্ত্তী পথিক। তাঁহার পাণ্ডিত্যে, তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠায় আপামর সকলেই মুগ্ধ।"

টাঙ্গাইলের উকীল শ্রী[illegible]চন্দ্র দাস লিখিয়াছেন :—

"… বিস্তৃত হিন্দুশাস্ত্র হইতে সার উদ্ধার করিয়া কোন একটী লক্ষ্য

ত্তর করিয়া চর্চা আমাদের ন্যায় লোকের কষ্টকর। এমন অবস্থায় অনেক সময় এইরূপ মনে আন্দোলন হইয়াছে যে, কোন মহাত্মা কর্তৃক হিন্দুশাস্ত্রের ব্যাখ্যা ও উপাসনা প্রণালী সম্বন্ধে সকল হিন্দুশাস্ত্রসম্মত একখানা গ্রন্থ প্রচারিত হইলে, অনেক প্রকারে হিন্দু সমাজের উন্নতির কারণ হয়। মহাশয়ের প্রচারিত পুস্তকে সেই ভাব লক্ষ্য করিয়া সন্তোষ লাভ করিলাম।...”

ঢাকা হইতে শ্রীজয়চন্দ্র দাস লিখিয়াছেন :—

“... ব্রহ্মাণ্ডবেদে আমার কত উপকার হইতেছে, তাহা আমি এক মুখে কত বলিব? প্রাণিক উপাসনা, কথায়, পূজা অর্চনাদি বিষয় অধ্যয়নে আমার হৃদয়ের অনেক অন্ধকার মোচন হইয়াছে।”

জমিদার শ্রীযুক্ত মোক্ষদাদাস মিত্র বারাণসী হইতে লিখিয়াছেন :—

“... আপনার দ্বারা সম্পাদিত ব্রহ্মাণ্ডবেদ পাইয়া ও পাঠ করিয়া অতুল আনন্দ পাইলাম। সাহায্য দশটাকা পাঠাইলাম।”

শ্রীমদনমোহন চক্রবর্ত্তি ঘোলঘর ঢাকা হইতে লিখিয়াছেন :—

“... আপনার ব্রহ্মাণ্ডবেদের প্রথম খণ্ড পাঠ করিয়া যার পর নাই সুখী হইয়াছি। অনেকেই আপনার ব্রহ্মাণ্ডবেদ লইতে ইচ্ছুক।”

মজঃফরপুর হইতে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু রাধামাধব বসু ব্রহ্মাণ্ডবেদের দুরবস্থা অবগত হইয়া লিখিয়াছিলেন :—

“... ব্রহ্মাণ্ডবেদের এরূপ শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম, ইহাতে যে লোকের কত উপকার হইতেছে, তাহা বর্ণনা করা যায় না। ...”

রামপুর বোয়ালিয়া শ্রীযুক্ত কালজয় বাগছী লিখিতেছেন :—

“... ব্রহ্মাণ্ডবেদ আদ্যন্ত পাঠ করিয়া চমৎকৃত হইলাম। আপনি সাধু ব্যক্তি, ভগবানের কৃপায় সাধন পথে অনেকদূর

অগ্রগণ্য হইয়াছেন।

এই অমূল্য রত্ন বেদ বৃহদায়তন রয়েল প্রায় ৬০০ ফর্মায় মুদ্রিত হইয়াছে। যাহাতে এই উপাদেয় বেদ সকলের গৃহেই নিত্য পঞ্জিকার ন্যায় বিরাজ করে, সেই জন্য ইহার মূল্য যথা সম্ভব কমাইয়া ছয় টাকা স্থির করা গেল। কাঙ্গালের এই জ্ঞানভাণ্ডার যাহাতে ধনী দরিদ্র সকলেরই অধিগম্য হয়, সেই জন্য কোন প্রকার অর্থাগমের দিকে দৃষ্টি না করিয়া আমরা ইহার এত কম মূল্য ধার্য্য করিলাম। এই মূল্য ব্যতীত ডাকমাশুল খরচা এক টাকা লাগিবে। সাধক প্রবরের সাধনলব্ধ মহাতত্ত্ব প্রচারই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। বেদ আমাদের নিকট ভিন্ন অন্য কোন স্থানে পাওয়া যায় না।

কৃষ্ণকালী-লীলা।

শাক্ত ও বৈষ্ণব সম্প্রদায় কৃষ্ণকালী-লীলাতত্ত্বে ভেদজ্ঞান করিয়া অধঃপতিত এবং হিন্দুধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে; দেখিয়া ধর্ম্মপ্রাণ "কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ" বিবাদ ভঞ্জনের জন্য ইহা প্রচার করেন। একাধারে কৃষ্ণকালী-লীলা স্বর্গীয় ভাবের অপূর্ব্ব সমাবেশ। কাব্যামৃত রসের সহিত কৃষ্ণকালী-লীলার বিমিশ্রিত হইয়া ইহা যে অভূতপূর্ব্ব আনন্দরসোদ্গার করিতেছে তাহা একবার প্রত্যেক ভক্তেরই আস্বাদন করা উচিত। মূল্যও সামান্য।০ আনা ডাঃ মাঃ ১০ পয়সা।

প্রকাশক
শ্রীসতীশচন্দ্র মজুমদার।
কুমারখালী (নদীয়া)।